NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ পরিবেশবান্ধব জুটের ব্যাগ ব্যবহারের বার্তা বিধায়ক পবন কুমার সিংয়ের

পুজোর আগে ডেঙ্গুর জোড়া সেরোটাইপে উদ্বেগ ৩

কলকাতা ৬ অক্টোবর ২০২৬ ১৮ আশ্বিন ১৪৩৩ মঙ্গলবার বিংশ বর্ষ ১১৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 06.10.2026, Vol. 20 Issue No. 117, 8 Pages, Price 3.00

উন্নয়নের উড়ান

জ্ঞানেশ মামলায় কমিশনকে নোটিস সুপ্রিমের

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর: নির্বাচন কমিশনের অন্দরে একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের স্বৈরাচারী মনোভাবের অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় এখনই হস্তক্ষেপ করল না সুপ্রিম কোর্ট। সিইসি জ্ঞানেশ কুমার-সহ বাকি দুই নির্বাচন কমিশনারকে পদ থেকে আপাতত বরখাস্ত বা সাসপেন্ড করার আর্জিতে সোমবার কোনওরকমের অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেয়নি শীর্ষ আদালত। তবে মামলার গুরুত্ব অনুধাবন করে নির্বাচন কমিশন এবং তিন কমিশনারকেই কারণ দর্শানোর নোটিস পাঠিয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ।

ঘটনার সূত্রপাত কমিশনের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং ভোটার তালিকা সংক্রান্ত একগুচ্ছ অভিযোগ ঘিরে। মামলাকারীদের দাবি, সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশনের যে কোনও সিদ্ধান্তই মূলত সহমতের ভিত্তিতে নেওয়া উচিত। কিন্তু মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বাকি দুই কমিশনারের মতামত বা দ্বিমতকে কার্যত উপেক্ষা করে নিজের ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছেন। এ দিনের শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে বিষয়টি নিয়ে তীব্র টানাপোড়েন তৈরি হয়।

কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাশাপাশি এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হাজার হাজার বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার অভিযোগ এনেছেন মামলাকারীরা। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিতে ব্যাপক দুর্নীতি ও বেনিয়ম হয়েছে দাবি করে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল বা এসআইটি গঠনেরও আবেদন জানানো হয়।

শুনানি পর্বে মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী বিকাশ সিং কমিশনের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেন। সওয়াল চলাকালীন তিনি বেঞ্চের উদ্দেশে বলেন, 'দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে আজ নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে।' কমিশনের ক্ষমতাবলয় প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'দেশের অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় নির্বাচন কমিশন এবং কমিশনারদের বর্তমান ক্ষমতা অনেকটাই বেশি। প্রধানমন্ত্রী বা বিচারপতিরা যে ধরনের আইনি সুরক্ষাকবচ পান, কমিশনের কর্তারা তার থেকেও বেশি ক্ষমতা ভোগ করছেন।' এরই রেশ ধরে শীর্ষ আদালতের কাছে অবিলম্বে অন্তর্বর্তী নির্দেশের আর্জি জানিয়ে তিনি সতর্কবার্তা দিয়ে বলেন, 'আদালত এখন পদক্ষেপ না করলে পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হতে পারে যে দেশে আগুন জ্বলে ওঠার মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে।'

কেন্দ্র-রাজ্যের ঐতিহাসিক চুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে বিমান যোগাযোগ সম্প্রসারণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ঐতিহাসিক সমঝোতা স্মারক মউ স্বাক্ষরিত হল সোমবার। নবান্নে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী কে রামমোহন নাইডু এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে চুক্তি সই হয়। এর ফলে হাসিমারা ও কলাইকুণ্ডায় সিভিল এনক্লেভ, বালুরঘাট বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ এবং পুরুলিয়ায় নতুন বিমানবন্দর তৈরির পথ খুলে গেল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, আগামী দু'বছরের মধ্যেই এই চারটি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

রামমোহন নাইডু বলেন, নির্বাচনের পর দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন সরকার উন্নয়নের পথে এগোচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, আগের সরকারের সময় কেন্দ্রের একাধিক বিমানবন্দর প্রকল্প জমি-সংক্রান্ত সমস্যায় আটকে ছিল। নতুন সরকারের সহযোগিতায় সেই জট কাটায় বাংলায় বিমান যোগাযোগে নতুন অধ্যায় শুরু হচ্ছে।

তিনি জানান, কলাইকুণ্ডার ২,৭০০ মিটার রানওয়ে ব্যবহার করে বোয়িং ৭৩৭ ও এয়ারবাস ৩২০-র মতো উড়ান চালানো সম্ভব হবে। পাশাপাশি বাগডোগরা বিমানবন্দরে নতুন টার্মিনাল, কলকাতা থেকে ইউরোপে সরাসরি আন্তর্জাতিক উড়ান, মালদহে এয়ারস্ট্রিপ, বেহালায় ফ্লাইং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং ভবিষ্যতে আরও বিমানবন্দর গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি। তাঁর দাবি, সংশোধিত 'উড়ান' প্রকল্পের আওতায় আগামী ১০ বছরে দেশে ১০০টি নতুন বিমানবন্দর তৈরি হবে, যার অন্যতম অগ্রাধিকার পশ্চিমবঙ্গ।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, আগের সরকারের অনীহার কারণেই হাসিমারা ও কলাইকুণ্ডার মতো প্রকল্প দীর্ঘদিন আটকে ছিল। নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর কেন্দ্রের সব বিমানবন্দর প্রকল্পে দ্রুত ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। তিনি কলকাতা থেকে ইউরোপে সরাসরি উড়ান, অন্ডাল থেকে বিভিন্ন মহানগরে বিমান পরিষেবা এবং অযোধ্যা, তিরুপতি, অমৃতসরের মতো তীর্থক্ষেত্রে সরাসরি বিমান সংযোগ চালুরও আবেদন জানান।

ছবি: অদিতি সাহা

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, কল্যাণীতে প্রায় ২ হাজার একর জমিতে কলকাতার বিকল্প দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর গড়ার কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি বেহালা বিমানক্ষেত্রে ফ্লাইং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপনের প্রস্তাবও কেন্দ্রের বিবেচনাধীন। তাঁর দাবি, নতুন বিমানবন্দরগুলি চালু হলে কৃষি, পর্যটন, শিল্প, রপ্তানি ও কর্মসংস্থানে উল্লেখযোগ্য গতি আসবে এবং পশ্চিমবঙ্গ আবারও পূর্ব ভারতের বিমান যোগাযোগের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে উঠে আসবে।

নিয়োগে ছাড়পত্র, এবছরই এক লক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে শূন্য পদ গতি আনতে বিভিন্ন দপ্তরে প্রায় ১৫ হাজার কর্মী নিয়োগে ছাড়পত্র দিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। সোমবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, বিভিন্ন দপ্তরে ১৪ হাজার ৪৫৪টি নতুন পদে নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। স্বাস্থ্য, বিচার, বন, দমকল, কারা, মহিলা ও শিশুকল্যাণ, কলকাতা পুলিশ, রাজ্য পুলিশ, ফরেনসিক বিজ্ঞানাগার, গ্রন্থাগার-সহ একাধিক দপ্তরে এই নিয়োগ হবে পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে। আগামী ছয় থেকে আট মাসের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করার লক্ষ্য নিয়েছে সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, চলতি অর্থবর্ষেই ইতিমধ্যেই চালু থাকা এবং নতুন নিয়োগ মিলিয়ে এক লক্ষ চাকরির নিয়োগপত্র হাতে তুলে দেওয়া হবে। তাঁর কথায়, আগের সরকারের সময় ওবিসি সংরক্ষণ-সহ একাধিক আইনি জটের কারণে নিয়োগ কার্যত থমকে ছিল। নতুন সরকার সেই জট কাটিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া ফের শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই ১২ হাজার পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগের প্রক্রিয়া এগিয়েছে। আগামী ১১ অক্টোবর প্রথম দফায় কয়েক হাজার নির্বাচিত প্রার্থীকে নিয়োগপত্র ও ইউনিফর্ম তুলে দেওয়া হবে। মেডিক্যাল পরীক্ষা ও নথি যাচাই সম্পূর্ণ হওয়ার ভিত্তিতেই ধাপে ধাপে বাকিদেরও নিয়োগপত্র দেওয়া হবে।

নজরে আজ উপনির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভা আসন ছেড়ে দেওয়ার পর এই প্রথম নন্দীগ্রামে উপনির্বাচন হচ্ছে। ফলে নন্দীগ্রামের এই উপনির্বাচন ঘিরে এখন রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে। শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে নিরাপত্তায় বিশেষ জোর দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসন। নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার ২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৪১৯ জন। ভোট নেওয়া হবে ৩২৩টি বুথে। এর মধ্যে ৭৯টি বুথকে ইতিমধ্যেই অতিস্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যদিকে, রেজিনগরে ৩১৫টি বুথে ভোট দেবেন ২ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫৪৬ জন ভোটার। ভোটের ফল প্রকাশ হবে শুক্রবার, ৯ অক্টোবর। ভোটকে কেন্দ্র করে এলাকায় কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে নির্বাচন কমিশন।

অন্যদিকে, রেজিনগর এবং নওদা, দুই কেন্দ্র থেকেই জয় পেয়েছিলেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর। পরে রেজিনগর কেন্দ্রের বিধায়ক পদ থেকে তিনি ইস্তফা দেন। সেই কারণেই এই কেন্দ্রে নতুন করে ভোট হচ্ছে। এবার রেজিনগরে মূল লড়াই বিজেপি এবং হুমায়ুন কবীরের দলের মধ্যে বলেই মনে করা হচ্ছে। হুমায়ুন নিজের জায়গায় প্রার্থী করেছেন তাঁর ছেলে গোলাম নবী আজাদকে। বিজেপির প্রার্থী শাখারভ সরকার। তাঁর হয়ে প্রচারে নিজে রেজিনগরে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সভা ও জনসংযোগে বিজেপি প্রার্থীর হয়ে জোর প্রচার চালান তিনি।

পিজিকে নোটিস মমতার, পালটা হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২১ সালের নন্দীগ্রামে পায়ে চোট লাগার ঘটনা নিয়ে এবার আইনি পথে হাঁটলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি প্রকাশ্যে আনার অভিযোগ তুলে সোমবার সকালে এসএসকেএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে আইনি নোটিস পাঠালেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর আইনজীবী অর্ক নাগের মাধ্যমে এসএসকেএম হাসপাতালের ডিরেক্টর, এমএসভিপি এবং নিউরোলজি বিভাগের প্রধানকে ই-মেলে এই নোটিস পাঠানো হয়। গত ৩ অক্টোবর নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মমতার ২০২১ সালের চিকিৎসা সংক্রান্ত কিছু নথি দেখিয়ে অভিযোগ করে বলেছিলেন 'মমতার পা ভাঙেনি'। সেই নথি কী ভাবে প্রকাশ্যে এল, তাই নিয়েই মূল আপত্তি মমতার বলেই কালীঘাট সূত্রের খবর। তাঁর চিকিৎসার মতো ব্যক্তিগত তথ্য হাসপাতাল থেকে কার অনুমতিতে বাইরে গেল, নথি প্রকাশের আগে মমতার সম্মতি নেওয়া হয়েছিল কি না, সেই প্রশ্নও ওই চিঠিতে তুলেছেন তাঁর আইনজীবী।

সোমবারে পাঠানো নোটিসে চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়টি সামনে আনা হয়েছে। একই সঙ্গে ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট, ২০২৩-এর কোনও বিধি ভঙ্গ হয়েছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখার দাবি জানানো হয়। হাসপাতালের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, মমতার চিকিৎসার নথি কী ভাবে অন্য কারও হাতে পৌঁছল। নথিতে কোনও পরিবর্তন বা বিকৃতি করা হয়েছে কি না, তাও তদন্ত করার দাবি করা হয়। মমতার পক্ষ থেকে ওই চিঠিতে আরও বলা হয়, তাঁর চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যক্তিগত নথি যাতে ভবিষ্যতে আর প্রকাশ্যে না আনা হয়, হাসপাতালকে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। গোটা ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার দাবিও জানানো হয়।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পা ভাঙেনি। মিথ্যা বলে ভোটআবহে ফায়দা তোলার চেষ্টা করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী! দিন কয়েক আগে এমনই দাবি করেছিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ওই ঘটনার তদন্ত হবে বলেও জানানো হয়েছে। সেই বিষয় নিয়ে পালটা সুর চড়িয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই পা ভাঙা ইস্যুতেই মমতাকে হুঁশিয়ারি দিলেন শুভেন্দু। সাংবাদিক বৈঠকে প্রশ্নের উত্তরে মমতাকে উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, 'ঘাঁটাঘাঁটি কম করুন। যদি এক্স রে প্লেট, এমআরআই রিপোর্ট দেখাতে শুরু করি, বাড়ি থেকে বেরতে পারবেন না।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভুল করছেন উনি। ওটা তো (ওই চিঠি) স্বাস্থ্য দপ্তরে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে বলব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেস করেছিলেন, সেটা সিআইডি নিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে এসএসকেএম-এ কোনও নথি পাওয়ার কথা নয়।' তখনই তিনি বলেন, 'ওঁকে ওতো ঘাঁটাঘাঁটি করতে মানা করুন, এক্স রে রিপোর্ট আর এমআরআই রিপোর্ট দেখাতে শুরু করি, তাহলে আর বাড়ি থেকে বেরোতে পারবেন না।'

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'উনি নিজেকে পাবলিক করেছেন। এফআইআর করেছেন বিজেপি নেতাদের নামে। প্রয়োজন হলে আমি বলে দেব কাগজটা কোথা থেকে পেয়েছি।'

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেই বিধানসভায় কোয়েল, পদ্মে যোগ দিয়ে রাজ্যসভায় মনোনয়ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার সকালে বদলে গেল রাজনৈতিক পরিচয়। এদিন সকালে রাজ্য দপ্তর থেকে বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নিলেন অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিধানসভায় পৌঁছে রাজ্যসভার উপনির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিলেন তিনি। সেই সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। সোমবার সকালে রাজ্য বিজেপির দপ্তরে আনুষ্ঠানিক ভাবে দলে যোগ দেন কোয়েল। রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা শশী অগ্নিহোত্রীর হাত থেকে দলীয় পতাকা নেন তিনি। এর পরেই শুরু হয় তাঁর মনোনয়ন জমা করার তোড়জোড়।

রবিবার কেন্দ্রীয় বিজেপি তাঁকে রাজ্যসভার প্রার্থী করার কথা ঘোষণা করেছিল। যদিও কেন রাজনীতিতে এলেন, তার ব্যাখ্যাও এদিন দেন কোয়েল। তাঁর বক্তব্য, গত কয়েক মাসে রাজ্যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ও উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে, তা তাঁকে উৎসাহিত করেছে। বাইরে থেকে সেই কাজ দেখার বদলে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানুষের জন্য কাজ করতে চান তিনি। সেই কারণেই বিজেপির সঙ্গে পথ চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলেই জানান অভিনেত্রী। এত দিন পর্যন্ত মানুষের নানা সমস্যা নিয়ে সংবাদমাধ্যমে খবর দেখেছেন। কিন্তু শুধু খবর দেখে মন্তব্য করা বা হতাশা প্রকাশ করেই থেমে থাকতে চান না কোয়েল। এবার মানুষের কাছাকাছি গিয়ে তাঁদের কথা শুনতে এবং সেই সমস্যাগুলি নিয়ে কাজ করতে চান। তাই সরাসরি রাজনীতিতে তাঁর আসার অন্যতম কারণ সেটাই বলে জানান তিনি। রাজ্যসভায় সুযোগ পেলে শিক্ষা ক্ষেত্রকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চান কোয়েল। তাঁর মতে, ছোটদের পড়াশোনার ভিত শক্ত করা দরকার। রাজ্যে আরও বেশি স্কুল তৈরি করা এবং প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার সুযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি রাজ্যে নতুন শিল্প ও বিনিয়োগ আনার বিষয়েও কাজ করতে চান তিনি। রাজ্যের উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো জরুরি বলেই মনে করেন অভিনেত্রী।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম পরিবর্তন

আমি, সত্যনারায়ণ মণ্ডল (ভুলবশত আধার-এ সত্যনারায়ণ মণ্ডল (Mondal) হিসেবে নথিভুক্ত), পিতা সীতানাথ মণ্ডল, গ্রাম- কালিডাঙ্গা, পোস্ট- খারবোনা, জেলা-বীরভুম, পিন-৭৩১২২৪, পশ্চিমবঙ্গ। গত ২৯/০৯/২০২৬ তারিখে আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জর্জ কোর্টে হলফনামা (নম্বর ২৭৫৩৭) দিয়ে আমার পদবি (from Mondal to Mandal) করেছি। এখন থেকে আমি সত্যনারায়ণ মণ্ডল (Mandal) নামে পরিচিত হব।

CHANGE OF NAME

I, PANKAJ PATODIA, S/o Late Devendra Kumar Patodia, resident of 68, Jessore Road, Diamond City North, Block 32, Flat 5C, Bangur Avenue, North 24 Parganas, West Bengal – 700055, do hereby declare that I have changed my name from PANKAJ PATODIA to PANKAJ KUMAR PATODIA and henceforth I shall be known as PANKAJ KUMAR PATODIA in all purpose, vide affidavit no. 42AA 026555 sworn before the Notary Public, Padma Das (Regn. No. 13771/18), at Kolkata on 03rd October, 2026. PANKAJ KUMAR PATODIA and PANKAJ PATODIA both are same and one identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 30/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 23318 নং এফিডেভিড বলে আমি Kazi Ajad Ali S/o. Late Kazi Abbas Ali, সাকিম চাঁপারুই, হোয়েরা, মগরা, হুগলী, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কিছু নথিপত্রে পিতার নাম Kazi Abbas Ali ও কিছু নথিপত্রে পিতার নাম Kazi Abdul Abbas লিপিবদ্ধ আছে। আমার পিতা Kazi Abbas Ali ও Kazi Abdul Abbas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

গত 05/10/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 24062 নং এফিডেভিড বলে আমি, Basira Khatun, W/o. Saddam Mondal, সাকিম বেজপাড়া, করিণ্যা, পিণ্ডিরা, বলাগড়, হুগলী-৭১২১৪৬, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Barik Mondal) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. B-2017: 19-02932-000002, dated 02.01.2017) আমার/ পুত্রের মাতার সঠিক নাম Basira Khatun-এর পরিবর্তে Basira Mondal লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিতে চাই। আমি/ পুত্রের মাতা Basira Khatun ও Basira Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 21/09/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 10 নং এফিডেভিট বলে আমি Sital Prosad Mallick S/o. Ajoy Kumar Mallick ও Sital Prasad Mallick S/o. Ajoy Kr. Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 25/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14861 নং এফিডেভিট বলে আমি Tarun Malik ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Mahadev Chandra Malik ও Mahadeb Malik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 29/09/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 16913 নং এফিডেভিট বলে আমি Susanta Bhowmick ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Rakhal Chandra Bhowmick ও S. Ch. Bhowmick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 29/09/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 14 নং এফিডেভিট বলে আমি Mohammad Ali Sekh S/o. Abdul Ohab ও Mahammad Ali Sekh S/o. O. Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 02/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 20987 নং এফিডেভিড বলে আমি, Ejahabil Basar Mondal, S/o. Abdul Gafur Mondal, R/o. Ankapara, Chitrashali, Haripal, Hooghly-712407, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Mubarok Mondal) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 1259/2010, dated 06.11.2010) আমার/ পুত্রের পিতার সঠিক নাম Ejahabil Basar Mondal-এর পরিবর্তে Abdul Basar Mondal লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া পিতার সঠিক নাম Ejahabil Basar Mondal লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি/ পুত্রের পিতা Ejahabil Basar Mondal ও Abdul Basar Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল Smit Banerjee W/o- Jayanta Banerjee বিগত 31/08/2022, A.D.S.R বারাসাত-6580/22, Jayanta Benerjee আমমোক্তার মৌজা- হৃদয়পুর, J.L-41, Kh.- 5287, দাগ-1092/1389 পরিমান- 1 কাঠা 12 ছটাক 22 বর্গফুট, 1983/26 সাফ কোবালা দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়। উক্ত বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকিলে বারাসাত-1, B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

T K Ghosh
Advocate

এতদ্বারা জানানো যায় যে, আমি শ্রী নবীন কুমার, পিতা- মৃত শিউ চরন সাউ গত ইং. ২৮.০৬.২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর হইতে দলিল নং I- ৩০৬৪/ ২৪ মূলে আমার বিক্রেতাগন ১) শুক্লা সরকার, স্বামী- শ্রী নরেশ সরকার, ২) দেবশ্রী বোস, পিতা-মৃত দেবাশীষ বোস আমমোক্তার দলিল নং IV-৪৩/ ২০২০ তারিখ ২৮.০২.২০২০ এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর হইতে প্রদত্ত আমমোক্তার গ্রহীতা সূর্য ঘোষ, পিতা- আদিত্য ঘোষ-র কাছ হইতে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি খরিদ করিয়াছি। জেলা- হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং.- ৪, এল.আর. খতিয়ান নং-১১৫৯, এল.আর. দাগ নং.- ২২৩৮, জমির পরিমান-০২ কাঠা ১২ ছটাক, বাস্ত শ্রেনী। উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি বা অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বিএলআর অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

বিনীত
নবীন কুমার

আমি কৃত্তিবাস বাড়ৈ পিতা রমেশ বাড়ৈ সাং- শ্রীরামপুর-আস্রা পাড়া,পোঃ+থানা কালনা জেলা পূর্ব বর্ধমান। দলিল নং-[illegible]তে ইং [illegible]সাল ক্রয় করিয়াছি জ্যোৎস্না মন্ডল স্বামী বিশ্বনাথ মণ্ডল এর কাছ থেকে তার দাগ নং হাল-[illegible]তে [illegible]শতক পরিমা মৌজা শাসপুর জে. এল-[illegible]তার রেজিস্ট্রী পাওয়ার নামা হল [illegible]ইং- [illegible]সাল আমমোক্তারনামার বলে মিউটেশন কেস নং- MN/2026/0230/4517 কেসের রেকর্ড করিতে ইচ্ছুক তার জন্য কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকলে কালনা ২নং অফিসে জানাবেন।

নাম-পদবী

আমি আব্দুল মোমিন 3/9/26 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা-Sarif Uddin Sekh ও Sharif Uddin Shaikh উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী

আমি রাজ কুমার পান্ডে 21/8/26 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা Vijay Kumar Pandey ও Vijoy Kr. Pandey আমি Rajkumar Pandey ও Raj Kr. Pandey উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

CHANGE OF NAME

I Sabina Khatun Bibi W/o- Md. Nasir Ali Molla, Vill- Bara Biswewarpur, P.O.- Fazilpur, P.S.- Deganga, Dist-(N) 24 Pgs. have changed my name From Sabina Khatun Bibi & Aspiyara Begam vide affidavit No- 610 Sworn Before the Executive Magistrate 1st Class Barasat (N) 24 Pgs. 29-01-2026. My actual name is Sabina Khatun Bibi

নাম-পদবী

আমি Jayanta Karmakar পিতা- সুশান্ত কর্মকার, গ্রাম- সেহালাই, পোস্ট- দর্পশিলা, থান- পারুই, জেলা- বীরভূম এর স্থায়ী বাসিন্দা। আমার কন্যা Aishi Karmakar এর নাম জন্ম সার্টিফিকেট (No. B/2022/ 585398 dt 01.11.2022) ঠিক থাকলেও আধার কার্ড (No. 9534 9260 0187) এ ভুলবশত মেয়ের নাম Ashri Karmakar হয়ে আছে। বোলপুর বীরভূম আদালতের মহামান্য ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট (Sl. No. 8815) বলে ১/১০/ ২০২৬ হতে আমার কন্যা Aishi Karmakar নামে পরিচিতি হল। Aishi Karmakar ও Ashri Karmakar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **মুসাম্মত মমতাজ বেগম,** স্বামী সেখ গোলাম ময়নদ্দিন, মহাশয়া বিগত ইং ১৭/০৬/১৯৮৯ তারিখে সম্পাদিত ও এ.ডি.এস.আর., পাভুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **IV-48/1989** নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে তাহার স্বামী **সেখ গোলাম ময়নদ্দিন,** পিতা সেখ গোলাম মোস্তাফা, উভয়ের সাকিম বৌঁচি আলিপুর, পাভুয়া, হুগলী, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে **সেখ গোলাম ময়নদ্দিন,** নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৭/০৫/১৯৯১ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাভুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-2048/1991** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সেখ রজব আলি,** পিতা মরহুম সেখ কায়েম আলি, মহাশয়কে বিক্রয় করেন, কিন্তু উক্ত খরিদা সম্পত্তি সেখ রজব আলি নিজ নামে নামপত্তন না করিয়াই বিগত ইং ০৭/০২/১৯৯২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাভুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-0378/1992** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী নিত্য নন্দ মল্লিক, ২)শ্রী গৌর কৃষ্ণ মল্লিক, ৩)শ্রী রাধেশ শ্যাম মল্লিক,** সকলের পিতা ৺জ্যোতিস চন্দ্র মল্লিক, মহাশয়গণকে বিক্রয় করেন, কিন্তু উক্ত খরিদা সম্পত্তি ক্রেতাগণ নিজ নিজ নামে নামপত্তন না করিয়াই বিগত ইং ২১/০৩/১৯৯৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাভুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-0507/1996** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **মহাম্মদ সাহাদাত আলি ওরফে মহম্মদ সাহাদাত আলি,** পিতা মরহুম মহাম্মদ ইব্রাহিম ওরফে ইব্রাহিম মিয়া, মহাশয়কে বিক্রয় করেন, কিন্তু উক্ত খরিদা সম্পত্তি ক্রেতা তাহার নিজ নামে নামপত্তন করিবার পূর্বে এন্তেকাল করিলে পরবর্তীকালে তাহার ওয়ারিশানগণ **১)সামসুল মিয়া, ২)সাইউম আলি, ৩)মহঃ মুক্তার আলি, ৪)আক্তার মিয়া,** সকলের পিতা মরহুম মহঃ সাহাদত আলি ওরফে মহঃ সাহাদত মিয়া, তাহাদের পিতার উক্ত খরিদা সম্পত্তি ওয়ারিশানসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ নামে নামপত্তন না করিয়াই বিগত ইং ০৩/০১/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাভুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-0025/2024** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাকে **(মহম্মদ সামিম,** পিতা মহম্মদ গোলাম রসুল, সাকিম খাদিয়াহি, বিভুতিপুর, সমস্তিপুর, বিহার-৮৪৮২১১), বিক্রয় করেন। **তপশীল-** জেলা হুগলী, থানা পাভুয়া, মৌজা বৈঁচী, ২০ নং জে.এল. ভুক্ত, আর.এস. ১৯৬০ তথা হাল এল.আর. ২০৪৫ ও ২০৮৬ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ১০৪৩৫ তথা হাল এল.আর. ১০৪৫৪ নং দাগে পুকুর ও পুকুর পাড় ষোল আনায় ১৪৫ শতক মধ্যে ০.৩৯১২ অংশে ৬০ শতক তন্মধ্যে **০.৫০ শতক** সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিল বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি বর্তমান ক্রেতা **মহম্মদ সামিম,** আমার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **পাভুয়া ব্লক** অফিসে আবেদন করিয়াছি/করিতেছি, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। **ইতি- মহম্মদ সামিম, ক্রেতা**

এতদ্বারা জানানো যায় যে, শ্রী বসন্ত ঘোষ, পিতা- মৃত কেবল চন্দ্র ঘোষ, ঠিকানা- খুঁড়িগাছি, পোঃ- সারদাপল্লী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন কোড-৭১২১২৪ এর পক্ষ হইতে জানাইতেছি যে, মহঃ সালাউদ্দিন, পিতা- মহঃ দারগাহী, ঠিকানা- এ্যাঙ্গাস রেল লাইন, পোঃ- এ্যাঙ্গাস, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন কোড নং- ৭১২২২১ ইং. ০৭.০৫.২০১৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর IV-১৪৪/২০১৩ নং আমমোক্তার দলিল মূলে মহম্মদ হাসমুদ্দিন, পিতা-মহম্মদ সফী (Safi), ঠিকানা- এ্যাঙ্গাস নর্থ, গোয়ালাপাড়া, পোঃ- এ্যাঙ্গাস, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন কোড-৭১২২২১- জেলা-হুগলী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জে.এল. নং-২০, মৌজা-খুঁড়িগাছি, আর.এস. খতিয়ান-১৬১, আর.এস. দাগ নং-১০৬৩, এল.আর. খতিয়ান নং-৫৩১, এল.আর. দাগ নং-১০৯০, জমির পরিমান ১৩ কাঠা ০৪ ছটাক, ১২ ব.ফু., শ্রেনী- কলাবাগান এর পরিপ্রেক্ষিতে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় সহ অন্যান্য বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

উক্ত আমমোক্তার দলিল সংক্রান্ত কাহারও কোনও আপত্তি থাকে তাহা হইলে অদ্য বিজ্ঞপ্তির দিন হইতে ১ মাস সময়ের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

বিনীত
মহঃ হাসমুদ্দিন

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলীর জেলা জজ আদালত, মোকাম চুঁচুড়া

২০২৩ সালের ২৮ নং এ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা

শ্রী তাপস কুমার দে, পিতা ৺মনোরঞ্জন দে, সাং মতিবাগান, চুঁচুড়া, পোঃ ও থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন নং ৭১২১০১ । ...... **দরখাস্তকারী**

(বনাম)

শ্রীমতী পূর্ণিমা কর, স্বামী শ্রী বিশ্বনাথ কর, সাং ৭৪/১১, নরেন্দ্রনগর, পোঃ ও থানা বেলঘড়িয়া, জেলা উত্তর-২৪ পরগণা, পিন নং-৭০০৫৬ । ..... **প্রতিপক্ষ**

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়ার অধীন, মতিবাগান, চুঁচুড়া সাকিমের বাসিন্দা মনোরঞ্জন দে, তাঁহার জীবর্দ্দশায় বিগত ইংরাজী ২০/৪/১৯৯২ তারিখে নিম্ন তপশীলে বিশদ ভাবে বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া একটি উইল সম্পাদন করিয়াছিলেন। উক্ত উইলের প্রবেট গ্রহণার্থে উপরোক্ত দরখাস্তকারী অত্র মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। উক্ত উইল সম্পর্কে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে তিনি স্বয়ং হাজির হইয়া অথবা তাঁহার ভারপ্রাপ্ত আইনজীবীর দ্বারা আদালতে তাহার বক্তব্য বা আপত্তি পেশ করিবেন। অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমার আইনানুগ শুনানী হইবে।

তপশীল: জেলা-হুগলী,থানা-চুঁচুড়া, জে.এল. নং-২১, উত্তর চন্দননগর মৌজাস্থিত ১৬৯ নং খতিয়ান ভুক্ত, ৭৭২/৩৫৫১ নং দাগে ১ আনায় .০৫৮ সহস্রাংশ পরিমাণ বাগান জমি মায় পথ স্বত্ব ও ইজমেন্ট স্বত্বাদি সহ যাহা হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার অধীন ২৯ নং আদায় বিভাগের মাঝের রাস্তা মহল্লাস্থিত সম্পত্তি হইতেছে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
রুদ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, উকিলবাবু

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী, সেরেস্তাদার -
Chief Administrative Officer,
District Judge's Court,
Hooghly 18/08/26

৩য় দেওয়ানি আদালত (কনিষ্ঠ বিভাগ), হাওড়া
টাইটেল স্যুট নংঃ ১১৮০/২০১৭

শেখ তৌসিফ আহমেদ এবং অন্য ...বাদী

-বনাম-

আসরাফ খান এবং অন্য ...বিবাদী

প্রতি,

মোতলেব মোল্লা, পিতা মৃত রসিক মোল্লা, নিবাসঃ গ্রাম এবং পোস্ট - গাব্বেড়িয়া, থানা-পাঁচলা, হাওড়া-৭১১৩২২।

যেহেতু উপরোক্ত বাদী আপনার বিরুদ্ধে স্বত্ব ঘোষণা ও স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য এই আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

এবং যেহেতু আদালতের সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে আপনি সমন এড়াচ্ছেন অথবা সাধারণ উপায়ে আপনার ওপর সমন জারি করা সম্ভব হচ্ছে না, তাই আদালতের আদেশ মোতাবেক এই নোটিশ প্রকাশিত হবে।

এতদ্বারা আপনাকে সমন করা যাইতেছে যে, আপনি নিজে অথবা উপযুক্ত নির্দেশপ্রাপ্ত আইনজীবীর মাধ্যমে সমন প্রকাশিত হবার ৩০ দিনের মধ্যে সকাল ১০ঃ৩০ মিনিটে এই আদালতে উপস্থিত হয়ে বাদীর দাবির উত্তর প্রদান করবেন।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে আপনার অনুপস্থিতিতে মামলাটির শুনানি একতরফা (Ex-Parte) সূত্রে নিষ্পত্তি করা হবে।

জমির তফসিলঃ পঞ্চলা থানার অন্তর্গত মৌজা গাববেড়িয়া (জে.এল. নং ২০)- তে অবস্থিত ৭ শতক আয়তনের সেই সম্পূর্ণ 'উদ্বাস্তু' জমি-যা আর.এস. দাগ নং ৩৭৪ এবং আর.এস. খতিয়ান নং ৮-এর অন্তর্ভুক্ত।

উত্তরঃ বাদীর বাড়ি; দক্ষিণঃ ১ ও ২ নং বিবাদীর বাড়ি ও খালি জমি; পূর্বঃ ১ ও ২ নং বিবাদীর টিনশেড ঘর ও খালি জমি; পশ্চিমঃ বাদীর পুকুর।

Avijit Hazra (11.08.2026)
আদালতের আদেশানুসারে,
সেরেস্তাদার/প্রধান আধিকারিক
৩য় দেওয়ানি আদালত (কনিষ্ঠ বিভাগ)
হাওড়া

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given on behalf of my client Shri Sohong Dhar, son of Late Debasish Dhar, residing at 22/1, Binod Bihari Halder Lane, Police Station and Post Office Shibpur, Howrah, West Bengal - 711102, that the Original Registered Deed of Conveyance being Deed No. 22653 of 1990, relating to the self-contained flat situated at Premises No. P-13, C.I.T. Road, Entally, Kolkata - 700014, now known as P-13, Nani Gopal Roy Chowdhury Avenue, Kolkata 700014, has been lost/misplaced.
According to the records and documents available to my client and to the best of his knowledge and belief, the said property was originally acquired by Late Prantosh Kumar Sen, husband of Late Monalisa Sen, by way of purchase from the then vendor under the aforesaid Registered Deed of Conveyance being Deed No. 22653 of 1990. Late Prantosh Kumar Sen died on 08/05/2023, and upon his death, his right, title and interest in the said property devolved upon his surviving wife, Late Monalisa Sen, in accordance with law. Late Monalisa Sen thereafter died intestate on 17/02/2026.
It is further stated that Late Monalisa Sen and Late Prantosh Kumar Sen had no issue, and Late Monalisa Sen's only sibling, Late Debasish Dhar, had predeceased her, having died on 11/12/2024. Accordingly, Shri Sohong Dhar, being the son of Late Debasish Dhar, claims to have succeeded to the estate and property of Late Monalisa Sen and is presently claiming right, title and interest in respect of the aforesaid property, subject to applicable law and formalities. The said position has also been declared by Shri Sohong Dhar in his Legal Heir Affidavit.
A General Diary regarding the loss/ misplacement of the said Original Registered Deed being Deed No. 22653 of 1990 has been lodged before Entally Police Station, Kolkata Police, vide G.D.E. No. 234 dated 03/10/2026.
Any person having possession of or having any knowledge of the whereabouts of the said Original Registered Deed being Deed No. 22653 of 1990, or having any right, title, interest, claim, objection or representation in respect of the said deed and/or the property referred to therein, is hereby requested to intimate and/or submit the same in writing to the undersigned within 21 (twenty-one) days from the date of publication of this Notice.
Any person having possession of the said Original Registered Deed is also requested to intimate the undersigned and produce or deliver the same within the aforesaid period.
In the event no such claim, objection, representation or information is received within the aforesaid period of 21 (twenty-one) days, the said Original Registered Deed shall be treated as lost/misplaced and the Certified Copy thereof shall be relied upon and acted upon for all lawful and official purposes, without any further reference to such notice.

Sd/- RUDRANIL BISWAS
Advocate
High Court Calcutta
Enrolment No. F/2824/2023
Ph No. - +91 98362 32342
Office: Room No. 202, 2nd Floor,
2, Barretto Lane, Kolkata - 700 069.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

পুজোয় একাধিক মেগা কর্মসূচির ঘোষণা রাজ্য সরকারের

ইডেনে বিশেষ অনুষ্ঠান, ৩ হাজার ড্রোনের শো, বিজয়া সম্মিলনীও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোকে ঘিরে একাধিক মেগা কর্মসূচির ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পুজোর সূচনা থেকে বিজয়া সম্মিলনী পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে একের পর এক সরকারি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, ১০ অক্টোবর ইডেন গার্ডেনে হবে বৃহৎ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেখানে প্রায় ৪৫ হাজার মানুষের উপস্থিতি প্রত্যাশা করা হচ্ছে। রাজ্যপালকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, পুজোর অন্যতম আকর্ষণ হবে প্রায় ৩ হাজার ড্রোনের বিশেষ শো। তাঁর কথায়, ৩ হাজার ড্রোনে মা আসছেন বঙ্গে। এই ড্রোন প্রদর্শনীকে এবারের উৎসবের

অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হিসেবে তুলে ধরেন তিনি। পুজোর পর ২৬ অক্টোবর পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে আয়োজন করা হবে বিশেষ বিজয়া সম্মিলনী। সেই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বিখ্যাত খাবারের স্টল থাকবে। গতানুগতিক ক্যাটারিংয়ের পরিবর্তে জেলার নিজস্ব স্বাদ ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, মহালয়ার পর থেকেই পুজো উপলক্ষে বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচি শুরু হবে। পিতৃপক্ষ চলাকালীন নতুন কোনও ঘোষণা না করে উৎসবের আবহেই রাজ্যের এই বিশেষ অনুষ্ঠানগুলির আয়োজন করা হয়েছে।

বেহাল দশায় পরিণত কাঁকিনাড়া জুটমিল এফপি স্কুলভবন সংস্কারের আশ্বাস বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বয়সের ভারে জীর্ণ দশায় পরিণত কাঁকিনাড়া জুটমিল এফপি স্কুল। মূলত, কাঁকিনাড়া জুটমিল শ্রমিক পরিবারের বাচ্চাদের পড়াশুনার জন্যই ১৯৬৪ সালে জুটমিল লাইনে গড়ে তোলা হয়েছিল ওই স্কুলটি। কিন্তু সংস্কারের অভাবে আজ করুণ দশায় পরিণত ওই স্কুল ভবনটি। এই স্কুলে পড়ুয়াদের জোয়ার থাকলেও, এখনও সেই মান্ধাতা আমলের অ্যাসবেস্টসের ছাউনি। শ্রেণি কক্ষগুলোতে নেই পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা। যদিও সোমবার বেলায় স্কুলটি পরিদর্শনে গিয়ে বিপজ্জনক ভবনটি সংস্কারের আশ্বাস দিলেন জনদরদী বিধায়ক পবন কুমার সিং। প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন এবং রাজনৈতিক জীবনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে গোটা দেশ জুড়ে 'সেবা সংকল্প অভিযান' চলছে। রাজ্যে একমাস ব্যাপী সেবা সংকল্প অভিযান চলবে। তারই অঙ্গ হিসেবে এদিন কাঁকিনাড়া জুটমিল এফপি স্কুলের খুদে পড়ুয়াদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং। শিক্ষা সামগ্রী প্রদানের পাশাপাশি তিনি স্কুলটি পরিদর্শন করেন। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, সেবা সংকল্প অভিযান উপলক্ষে তাঁর এই স্কুলে আসা। তিনি খুদে পড়ুয়াদের হাতে খাতা-পেন ও লজেন্স তুলে দেন। বিধায়ক জানান, পড়ুয়াদের জন্য তিনি ওয়াটার পিউরিফাই মেশিন এবং কম্পিউটার দিয়েছেন। কিন্তু সংস্কারের অভাবে স্কুলটির আজ করুণ দশা। তাঁর অভিযোগ, বিগত সরকার বেহাল দশায় থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নত করার চিন্তাভাবনা করেনি। তবে ডবল ইঞ্জিন সরকারের আমলে এই স্কুলটির হাল সম্পূর্ণ বদলে যাবে। এদিন তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কম্পিউটারের কক্ষটির হাল অত্যন্ত খারাপ। বিধায়কের কটাক্ষ, এই স্কুল ভবনের পরিস্থিতি দেখেই স্পষ্ট ফুটে উঠেছে বিগত ৪৯ বছরে কতটা উন্নয়ন হয়েছে। পড়ুয়াদের জন্য শৌচালয় নির্মাণের ক্ষেত্রে মাত্র ২০ শতাংশ কাজ হয়েছে। এদিন শিক্ষা সামগ্রী প্রদান কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন বিজেপি নেতা গোপাল সাউ, শ্রমিক নেতা ভরত যাদব প্রমুখ।

'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর উদ্যোগে কেএমডিএ-এর আয়োজনে সল্টলেকের উন্নয়ন ভবনের মহানায়ক মঞ্চে অনুষ্ঠিত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হলেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি বলেন, রক্তদান একটি মহৎ মানবিক দায়িত্ব। আমাদের কয়েক মিনিটের এই ছোট্ট উদ্যোগই কোনও মানুষের জীবনে বাঁচার নতুন আশার আলো হয়ে উঠতে পারে। যাঁরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করে এই মহৎ কাজে অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের প্রত্যেককে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর মূল লক্ষ্যই হল মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং সমাজের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতাকে আরও শক্তিশালী করা। মানবসেবার এই সংকল্পকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সকলে মিলে একটি আরও সহমর্মী ও দায়িত্বশীল সমাজ গড়ে তুলতে এগিয়ে যাই।

৫ অক্টোবর কলকাতা-ভিত্তিক বেঞ্চমার্ক ইনফোটেক সার্ভিসেস-এর জন্য এটি একটি স্মরণীয় দিন ছিল, কারণ তারা এদিন এনএসই ইমার্জ প্ল্যাটফর্মে তালিকাভুক্ত হয়েছে। ৪২.৪৪ কোটি টাকার এই আইপিও-তে বুক বিল্ট ইস্যু পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের ৩৮,৫৮,০০০ ইক্যুইটি শেয়ার ১০৪ থেকে ১১০ টাকা দরে ইস্যু করা হয়েছে।বাজার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ১১০ টাকায় খোলা এই ইস্যুটি রেকর্ড ১০৩ গুণ ওভার সাবস্ক্রাইব হয়েছে। হোটেল হায়াত রিজেন্সিতে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে তালিকাভুক্তির সূচনা উপলক্ষে একটি বেল রিংগিং অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেঞ্চমার্ক ইনফোটেকের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিনীত গুপ্ত, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর জুলি গুপ্ত এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের চিফ ম্যানেজার অভিক গুপ্ত। এছাড়াও, এই ইস্যুর বুক রানিং লিড ম্যানেজার জিওয়াইআর ক্যাপিটাল অ্যাডভাইজার্সের মোহিত বাইদ এবং ইস্যুটির সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী অন্যান্য ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষক-কর্মীর অভাবে পঠনপাঠন ব্যাহত, কলেজে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষক ও কর্মীর ঘাটতি-সহ একাধিক সমস্যার অভিযোগ তুলে সোমবার কলেজে বিক্ষোভ দেখালেন পড়ুয়ারা। সোমবার কলেজের অধ্যক্ষের ঘরের সামনে এবং বারান্দায় বসে অবস্থান বিক্ষোভ করেন পড়ুয়া এবং সাধারণ চিকিৎসা পড়ুয়ারাও। নিজেদের বিভিন্ন দাবির কথা জানিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। পড়ুয়াদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে কলেজে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক কম। তার জেরে নিয়মিত ক্লাস এবং পঠনপাঠনে সমস্যা হচ্ছে। চিকিৎসার কাজে ব্যবহারের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং ল্যাবরেটরির সরঞ্জাম থাকলেও সেগুলি চালানোর মতো পর্যাপ্ত টেকনিশিয়ান ও কর্মী নেই। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে নতুন করে নিয়োগও করা হচ্ছে না। শুধু শিক্ষক-কর্মীর ঘাটতিই নয়, আরও কয়েকটি সমস্যা নিয়ে সরব হয়েছেন পড়ুয়ারা। ইন্টার্ন চিকিৎসকদের স্টাইপেন্ড, হস্টেলের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং ওপিডি ও ইনডোরে প্রয়োজনীয় ওষুধের জোগান নিয়েও অভিযোগ রয়েছে তাঁদের। তাঁদের দাবি, এই সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান করা দরকার। সোমবারের বিক্ষোভের পর পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনায় বসে কলেজ কর্তৃপক্ষ। পড়ুয়াদের তোলা সব অভিযোগ অবশ্য কর্তৃপক্ষ মেনে নেয়নি। তবে কলেজে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, এই সমস্যার কথা তাঁরা স্বীকার করেছেন। এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষ জানায়, শিক্ষক ও কর্মীর ঘাটতির বিষয়টি আগেই স্বাস্থ্য ভবনকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। দ্রুত নিয়োগের জন্য স্বাস্থ্য ভবনের কাছে আবেদনও করা হয়েছে। এদিন আলোচনার পরে নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে স্মারকলিপিও তুলে দেন পড়ুয়ারা। এরপর আপাতত বিক্ষোভ তুলে নেন তাঁরা। তবে পড়ুয়াদের বক্তব্য, শুধু সমস্যার কথা জানালেই হবে না। দ্রুত নিয়োগ এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করে সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হবে। নাহলে ফের তারা আন্দোলনে নামবেন।

পশ্চিমবঙ্গব্যাপী চালু হচ্ছে '১১২', পুলিশের সাড়া মিলবে আরও দ্রুত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জরুরি পরিস্থিতিতে পুলিশের দ্রুত সাড়া নিশ্চিত করতে পশ্চিমবঙ্গে চালু হচ্ছে জাতীয় জরুরি পরিষেবা নম্বর '১১২'। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, আগামী ১০ অক্টোবর ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে এই পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে।

প্রথম পর্যায়ে রাজ্যের ৪৫০টি থানার জন্য ৪৫০টি নতুন গাড়ি এবং ৪৫০টি মোটরবাইক দেওয়া হবে। পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিটি থানায় চারটি করে গাড়ি ও চারটি করে মোটরবাইক দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে পুলিশের ঘটনাস্থলে পৌঁছতে দেড় থেকে দুই ঘণ্টা সময় লাগে। নতুন ব্যবস্থা চালু হলে সেই সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনার লক্ষ্য রয়েছে। উত্তরপ্রদেশ ও গুজরাতের মতো দ্রুত প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গেও গড়ে তোলা হবে। যেখানে গাড়ি পৌঁছতে সমস্যা হবে, সেখানে মোটরবাইক ব্যবহার করা হবে।

ভোটের একদিন আগে নন্দীগ্রাম থানার আইসি বদল কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নন্দীগ্রাম: নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের ঠিক একদিন আগে সোমবার নন্দীগ্রাম থানার আইসি বদল করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ভোটের ২৪ ঘণ্টা আগে এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়। এত কম সময়ের মধ্যে কেন থানার শীর্ষ আধিকারিককে বদল করা হল, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে বিরোধী রাজনৈতিক দল। যদিও নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, নন্দীগ্রাম থানার বর্তমান আইসি অজয়কুমার মিশ্রকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর জায়গায় নতুন আইসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হল পূর্ব মেদিনীপুরের ট্রাফিক কন্ট্রোলের আধিকারিক দেবাশিস সরকারকে। অজয়কুমার মিশ্রের বিরুদ্ধে এলাকায় হুমকি ও শাসানির মতো অভিযোগ ওঠার পরেও পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ করেছিল কংগ্রেস। ভোটের আগে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কমিশনের কাছে অভিযোগও জানায় কংগ্রেস। সেই অভিযোগের পরেই কমিশন আইসি বদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলেই সূত্রের খবর। চলতি বছরের মে মাসে শুভব্রত নাথের জায়গায় নন্দীগ্রাম থানার আইসি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন অজয়কুমার মিশ্র। তার আগে তিনি ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে কর্মরত ছিলেন। উপনির্বাচনের আগে নন্দীগ্রামে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং ভোটের নিরাপত্তা নিয়ে কমিশন কড়া নজর রাখছে। তার মধ্যেই ভোটের মাত্র একদিন আগে আইসি বদলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ফলে শেষ মুহূর্তে এই রদবদল নন্দীগ্রামের ভোটে কতটা প্রভাব ফেলবে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে আছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল।

অক্টোবরের মাঝে জোড়া ঘূর্ণাবর্তের জেরে ফের ভিজবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকে বর্ষার বিদায়ঘণ্টা বেজে গেলেও, পশ্চিমবঙ্গ থেকে এখনও বিদায় নেয়নি দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা কিছুটা স্তিমিত বা দুর্বল হলেও আপাতত এখনই পিছু ছাড়ছে না বৃষ্টি। জোড়া ঘূর্ণাবর্ত এবং তিনটি বিপরীতমুখী অক্ষরেখার সাঁড়াশি চাপে চলতি সপ্তাহ জুড়েই রাজ্যজুড়ে বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। উত্তরবঙ্গে যেমন পুরো সপ্তাহ জুড়েই দুর্যোগের পরিবেশ বজায় থাকবে, তেমনই দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা।

পঞ্জিকা মেনে বর্ষা বিদায়ের স্বাভাবিক সময় ১০ অক্টোবর ধরা হলেও, বর্তমানে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় জেরবার তিলোত্তমা। কড়া রোদ আর ভ্যাপসা গরমের মাঝেই হঠাৎ হঠাৎ নেমে আসছে এক পশলা পশলা বৃষ্টি। বৃষ্টি থামলেই ফের বাড়ছে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। আবহবিদরা জানিয়েছেন, বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের প্রাচুর্য এবং একাধিক স্থানীয় অনুঘটকের কারণে চলতি সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই কম-বেশি বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

আজ মঙ্গলবার থেকে বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। সেই কারণে এই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বুধবার থেকে সতর্কতা প্রসারিত হয়ে দুই ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া এবং পূর্ব বর্ধমানেও ছড়িয়ে পড়বে। বৃহস্পতিবার গোটা দক্ষিণবঙ্গ জুড়েই ঝড়বৃষ্টির ব্যাপকতার কারণে হলুদ সতর্কতা বহাল থাকছে। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, শনিবার পর্যন্ত এই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির টানাপোড়েন বজায় থাকবে।

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে দুর্যোগের মেঘ আরও ঘনীভূত। মঙ্গলবার থেকে ভারী বৃষ্টির তীব্রতা সামান্য কমলেও দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্র ও শনিবার পর্যন্ত দার্জিলিং ও তরাই-ডুয়ার্স সংলগ্ন পাঁচ জেলায় দফায় দফায় ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্রপাত অব্যাহত থাকবে বলে সতর্ক করা হয়েছে। আবহাওয়া বুলেটিনে আলিপুর জানিয়েছে, বর্তমানে রাজ্যে এই অকাল বর্ষণ ও অস্থিরতার পেছনে মূল কাজ করছে পাঁচটি বায়ুমণ্ডলীয় অনুঘটক। যার মধ্যে একটি হল প্রথম অক্ষরেখা। যা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে মধ্য মহারাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত। এছাড়াও রয়েছে উত্তর-পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ থেকে পূর্ব বাংলাদেশ পর্যন্ত প্রসারিত দ্বিতীয় অক্ষরেখা। এর পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব বিহার থেকে সোজা উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত নেমে এসেছে তৃতীয় অক্ষরেখা।

শুধু তাই নয়, এছাড়াও বিহার ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল এবং সিকিমের আকাশে দুটি পৃথক ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। এই জটিল আবহাওয়া সংক্রান্ত বিন্যাসের কারণেই বায়ুমণ্ডলে হু হু করে ঢুকছে জলীয় বাষ্প, যার পরিণতিতে আশ্বিনের শেষেও ভেজা আবহাওয়া থেকে রেহাই পাচ্ছে না বাংলা।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা, ৬ অক্টোবর ২০২৬, ১৮ আশ্বিন ১৪৩৩, মঙ্গলবার

নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মিলনকে ভোটে লড়াইয়ের অনুমতি শীর্ষ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উপনির্বাচনের ঠিক আগের দিন বড়সড় স্বস্তি পেল কংগ্রেস। নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের অন্তর্বর্তী জামিনের মামলায় এখনই কোনও হস্তক্ষেপ করল না সুপ্রিম কোর্ট। দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, মিলনকে ভোটে লড়তে দিতে হবে এবং নির্বাচন সম্পূর্ণ সুষ্ঠু ও অবাধ করতে হবে। হাইকোর্টের দেওয়া জামিনের রায়ের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শীর্ষ আদালতে গেলেও শেষ রক্ষা হল না। আদালতের এই নির্দেশিকার ফলে মঙ্গলবার ভোটের দিন নন্দীগ্রাম কেন্দ্রেই উপস্থিত থাকতে পারছেন কংগ্রেস প্রার্থী।

সোমবার সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি শুনানির জন্য উঠলে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘাত অর্থাৎ কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট দেখিয়ে বেঞ্চ থেকে সরে দাঁড়ান। ফলে সোমবার সম্পূর্ণ শুনানি সম্ভব হয়নি। এর পরেই আদালত নির্দেশ দেয়, আগামী বুধবার, ৭ অক্টোবর প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চে মামলাটি ফের তালিকাভুক্ত হয়ে শুনানির জন্য উঠবে। কিন্তু মঙ্গলবারই নন্দীগ্রামে উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ থাকায়, আপাতত প্রার্থীর উপর পুলিশি পদক্ষেপের কোনও সুযোগ রইল না।

ঘটনার সূত্রপাত ২০০৭ সালের একটি পুরনো খুনের মামলাকে কেন্দ্র করে। সম্প্রতি পুলিশ ওই মামলায় মিলন প্রধানকে গ্রেপ্তার করে। কলকাতা হাইকোর্ট মিলনকে নির্বাচন প্রক্রিয়ার খাতিরে তিন সপ্তাহের অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেছিল। হাইকোর্ট জানায়, নির্বাচন মেটার পর প্রার্থীকে হলদিয়া আদালতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কিন্তু হাইকোর্টের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দরজায় কড়া নাড়ে রাজ্য সরকার।

রাজ্যের তরফে অভিযোগ তোলা হয়, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বলেই কোনও ব্যক্তিকে বাড়তি আইনি সুবিধা দেওয়া যায় না। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আইনি নিয়ম যা, মিলনের ক্ষেত্রেও তা-ই হওয়া উচিত। গত বুধবার শীর্ষ আদালতে এই অন্তর্বর্তী জামিন বাতিলের আবেদন জানিয়ে বৃহস্পতিবারই জরুরি শুনানির দাবি করেছিলেন রাজ্যের আইনজীবী। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সেই আর্জি খারিজ করে সোমবারই দিন ধার্য করে।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, সোমবার শুনাপর্বে কংগ্রেস প্রার্থীকে গ্রেপ্তার করা প্রসঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ ওঠে। এত পুরনো মামলায় এতদিন পর কেন পদক্ষেপ করা হল, তা নিয়ে রাজ্যকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। রাজ্যের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা দাবি করেন, মিলন প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেশ করার পরই সরকার জানতে পারে যে তাঁর বিরুদ্ধে জামিনঅযোগ্য ধারায় একটি পুরনো মামলা ঝুলে রয়েছে। এতদিন মামলাটি কী অবস্থায় ছিল বা পুলিশ কেন নিষ্ক্রিয় ছিল, সে বিষয়ে পূর্বতন সরকারের দিকেই আঙুল তোলে বর্তমান প্রশাসন।

রাজ্যের এই যুক্তিতে অত্যন্ত উষ্মা প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি। তিনি পর্যবেক্ষণ ব্যক্ত করে জানান, এত বছর ধরে পরোয়ানা জারি থাকা সত্ত্বেও তা কার্যকর না হওয়া অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। এতদিন ধরে যে বা যারা এই পরোয়ানা ঝুলিয়ে রেখেছিলেন, সেই সমস্ত সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও কড়া আইনি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। প্রধান বিচারপতির এই মন্তব্যে সহমত পোষণ করতে বাধ্য হন রাজ্যের আইনজীবীও।

সুপ্রিম কোর্টের এই মনোভাব প্রকাশের পর প্রদেশ কংগ্রেস শিবিরে স্বস্তির হওয়া। ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার শাসকদলকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, 'প্রার্থী হওয়ার পরেই মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও সাজানো মামলা তৈরি করে পদক্ষেপ করা হল। নন্দীগ্রামের ঐতিহাসিক জমি আন্দোলনের সঙ্গে তো বিজেপিরও অনেক হেভিওয়েট নেতা যুক্ত ছিলেন, তাঁদের কাউকেও তো গ্রেপ্তার করা হয়নি! এই পদক্ষেপের নেপথ্যে সরকারের দুরভিসন্ধি স্পষ্ট।'

তিনি আরও যোগ করেন, 'সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণেই প্রমাণিত যে সরকার চরম ভীতিগ্রস্ত। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে আমাদের গভীর সংশয় রয়েছে। তাই ভোট গণনায় কারচুপি এড়াতে আমরা অবিলম্বে গণনাকেন্দ্র পরিবর্তন করে হলদিয়ায় নিয়ে যাওয়ার জোর দাবি জানাচ্ছি।'

পুজোর আগে ডেঙ্গুর জোড়া সেরোটাইপে উদ্বেগ

রাজ্যে আক্রান্ত সাড়ে ৮ হাজার পার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে দুর্গাপুজোর আগেই ডেঙ্গু নিয়ে চিন্তা বাড়ছে স্বাস্থ্য দপ্তরের। রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা ইতিমধ্যে ৮ হাজার ৫০০ অতিক্রান্ত হয়েছে। শুধু আক্রান্তের সংখ্যা নয়, এবার একই সময়ে ডেঙ্গুর দুই ধরনের সেরোটাইপের উপস্থিতি সেই উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আগামী ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হলুদ সতর্কতা জারি রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর। রাজ্যের জেলাগুলির মধ্যে মুর্শিদাবাদে আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তার পরেই স্থান কলকাতা। নদিয়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেও সংক্রমণের হার উল্লেখযোগ্য। ফলে পুজোর সময়ে এই চার এলাকার পরিস্থিতির উপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের এই উদ্বেগের অন্যতম কারণ হল, মরশুমের শুরু থেকেই সেরোটাইপ ২ এবং সেরোটাইপ ৩, দুই ধরনের ভাইরাসের সন্ধান মিলছে। এর মধ্যে সেরোটাইপ ২ আক্রান্তদের ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরির আশঙ্কা অনেক বেশি। ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার থেকে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম পর্যন্ত পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তাই আক্রান্তদের শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখার পাশাপাশি মশার বংশবিস্তার রোখার উপরও জোর দেওয়া হচ্ছে। যদিও মুর্শিদাবাদ, কলকাতার পর নদিয়ার পরিসংখ্যানও চিন্তা বাড়াচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তরের। গত বছর এই জেলায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৪১৯। এবার সেই সংখ্যা বেড়ে ৬০৫ হয়েছে। জেলার মধ্যে তেহট্ট-১ ব্লকে পরিস্থিতি সবচেয়ে বেশি উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। ফলে ওই এলাকায় নজরদারি এবং মশা নিয়ন্ত্রণের কাজ আরও জোরদার করা হয়েছে। এর

মধ্যেই ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে টিকা, আশার খবর পাওয়া যাচ্ছে। জাপানের তাকেদা বায়ো ফার্মাসিউটিক্যালসের তৈরি 'কিউডেঙ্গা' নিয়ে ভারতে তৃতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা চলছে। আইসিএমআর-এর অধীনে এই পরীক্ষা করা হচ্ছে। অর্থাৎ বাজারে টিকাটি আনার আগে তার কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা নিয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। ভারতের ড্রাগস কন্ট্রোলার জেনারেল ইতিমধ্যেই 'কিউডেঙ্গা'-কে অনুমোদন দিয়েছে। ৪ থেকে ৬০ বছর বয়সিদের জন্য এই টিকা ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। ডেঙ্গুর চারটি সেরোটাইপের বিরুদ্ধেই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে এই টিকা। এখন সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী বছর ভারতে টিকাটি বাজারে আসতে পারে। এর সম্ভাব্য দাম ৮০০ থেকে ১৫০০ টাকার মধ্যে হতে পারে। ফলে ডেঙ্গুর বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে এই টিকা ঘিরে চিকিৎসা মহলে নতুন প্রত্যাশা তৈরি করেছে। তবে টিকা বাজারে আসার আগে ডেঙ্গু ঠেকানোর প্রধান অস্ত্র এখনও মশার প্রজনন বন্ধ করা এবং দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা। সেই কারণেই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হলুদ সতর্কতা রেখে পরিস্থিতির উপর নজর রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর।

ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় কলকাতা ও ভুবনেশ্বরে ম্যারাথন হানা ইডি-র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় এবার কলকাতা ও ভুবনেশ্বরে একযোগে ম্যারাথন হানা দিল ইডি। ১,১০৯ কোটি টাকার এই মেগা ঋণ দুর্নীতির উৎস ও টাকা পাচারের গতিপথ খুঁজতে সোমবার সকাল থেকেই সরগরম হয়ে উঠল তিলোত্তমা। শহরের ব্যবসার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র পোস্তা এবং বড়বাজার এলাকাতেই মূল নজর কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের। ইডি সূত্রে খবর, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে মোট নয়টি জায়গায় টানা তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।

তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বরের একটি সংস্থাকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে ১,১০৯ কোটি টাকার ঋণ নিয়েছিল ওই সংস্থাটি। কিন্তু সেই বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যবসার কাজে না লাগিয়ে ঘুরপথে নয়ছয় করা হয়। শুরুতেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থায় (সিবিআই) এ বিষয়ে আর্থিক জালিয়াতির এফআইআর দায়ের হয়েছিল। সিবিআই তদন্তে নেমে দেখে, ভুবনেশ্বর থেকে ঋণের বিরাট অংশ হাওয়ালা ও নানা কৌশলে পাচার করা হয়েছে কলকাতায়। জালিয়াতির অঙ্ক ও অর্থ পাচারের আন্তর্জাতিক বা আন্তঃরাজ্য ব্যাপ্তি দেখে পরবর্তীকালে মামলার দায়িত্বভার নেয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি।

সোমবার ভোর হতেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর সশস্ত্র জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় পা রাখেন ইডি কর্তারা। পোস্তা ও বড়বাজারের একাধিক কোটি টাকার ব্যবসায়ী ও হাওয়ালা কারবারির ডেরায় অভিযান পাঠানো হয়। ইডির প্রাথমিক অনুমান, ওড়িশার ওই কোম্পানি ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়া টাকা সাধারণ কোম্পানির খাতা থেকে সরিয়ে পোস্তা ও বড়বাজারের হাওয়ালা সিন্ডিকেটের হাতে তুলে দিয়েছিল। এরপরই তা নগদ ও অন্যান্য উপায়ে সাদা করার চেষ্টা চলে। উল্লেখ্য, এই একই সূত্রের সন্ধানে কিছুদিন আগেই এই পোস্তা-বড়বাজার চত্বরেই হানা দিয়েছিল সিবিআই-ও।

উমা পাড়ি দিলেন ভিনরাজ্যে ...। রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক রোডে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

পরিবেশবান্ধব জুটের ব্যাগ ব্যবহারের বার্তা বিধায়ক পবন কুমার সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পরিবেশ বান্ধব জুটের ব্যাগ ব্যবহারের বার্তা দিলেন ভাটপাড়ার জনপ্রিয় বিধায়ক পবন কুমার সিং। পরিবেশ রক্ষার্থে সোমবার সকালে ভাটপাড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের গোলঘর বাজারে প্লাস্টিক ও পলিথিন মুক্ত অভিযান করা হয়। বাজারে আসা ক্রেতা এবং পথ চলতি মানুষজনের হাতে জুটের ব্যাগ তুলে দেন বিধায়ক পবন কুমার সিং। প্লাস্টিক বর্জনের বার্তা দিয়ে ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, বাজার করার সময় পলিথিন কিংবা প্লাস্টিকের ব্যাগ নেওয়া বন্ধ করতে হবে। পরিবর্তে সর্বদা পরিবেশ বান্ধব চট কিংবা কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করতে হবে। পবনের কথায়, জুটের ব্যাগ ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষিত হয় না, বরং সহজে পচনশীল জুটের ব্যাগ মাটিতে মিশে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে। নিজের ছোটবেলার স্মৃতি রোমন্থন করে বিধায়ক বলেন, তাঁর ঠাকুর দাকে জুটের ব্যাগ হাতে নিয়ে বাজার করতে তিনি দেখেছেন। পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে বাঁচাতে পুরনো সেই অভ্যেস ফিরিয়ে আনতে হবে। সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে এদিন জুটের ব্যাগ বিতরণ কর্মসূচিতে এদিন হাজির ছিলেন বিধায়ক প্রতিনিধি রীতেশ কুমার সিং, বিজেপির ভাটপাড়া-২ মণ্ডল সভাপতি সুরজ কুমার সিং-সহ ওয়ার্ডের দলীয় কর্মীবৃন্দরা।

এসআরএফটিআই-এর ঘটনায় পৃথক দু'টি মামলা রুজু

পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন র‍্যাফ ও পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার ফের রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল ঐতিহ্যবাহী সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাস। রবিবার বিকেলে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের একটি মিছিলকে কেন্দ্র করে এলাকা কার্যত অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। ব্যারিকেড ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা, গেট ধাক্কাধাক্কি থেকে শুরু করে ইট-বোতল বৃষ্টি; চরম বিশৃঙ্খলায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খায় পুলিশ। এরপর সোমবার সকাল থেকে ক্যাম্পাস চত্বরে চরম উত্তেজনা থাকলেও বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা চালানো হয় প্রশাসনের তরফ থেকে।

রবিবারের তাণ্ডব চলাকালীন গেটে থাকা মহাত্মা গান্ধির ছবি ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ ওঠে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর সোমবার সকালে আবার নতুন করে গান্ধিজির ছবি টাঙিয়ে দেন ক্ষুব্ধ ছাত্ররা। একই সঙ্গে, রবিবার কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে মুছে দেওয়া বিতর্কিত দেওয়াল লিখনগুলিও সোমবার সকালে আবার নতুন করে লেখেন ছাত্ররা। পরিস্থিতি সামাল দিতে সোমবার সকাল থেকেই এসআরএফটিআই-এর গেটের বাইরে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ মোতায়েন করা হয়। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই পৃথক দুটি মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এর মধ্যে পঞ্চসায়র থানায় এসআরএফটিআই কর্তৃপক্ষের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করা হয়। পাশাপাশি সার্ভে পার্ক থানায় হিংসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি করার অপরাধে পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করা হয়।

এদিকে পড়ুয়াদের দাবি, রবিবার এই ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে বলে তাঁরা আগেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। এ নিয়ে পুলিশ ও কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দীর্ঘ টানাপোড়েনও চলে। উভয় পক্ষই মৌখিক ভাবে সুরক্ষার আশ্বাস দিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও হামলা ঠেকানো যায়নি। সোমবার সকালে পড়ুয়াদের প্রতিনিধি দল উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করে ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জোরালো দাবি জানিয়েছেন। আপাতত থমথমে পুরো ক্যাম্পাস এলাকা।

প্রসঙ্গত, ঘটনার সূত্রপাত রবিবার বিকেলে। 'বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত'-এর ব্যানারে অজয়নগর মোড় থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি এসআরএফটিআই গেটের সামনে পৌঁছতেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আন্দোলনকারীদের হাতে ছিল গেরুয়া পতাকা ও ভারতমাতার ছবি। অভিযোগ, পুলিশের তৈরি ব্যারিকেড ভেঙে উগ্র মেজাজে বিক্ষোভকারীরা ক্যাম্পাসের ভিতর জোরজবরদস্তি ঢোকার চেষ্টা চালান। মূল ফটক ধরে ব্যাপক ঝাঁকাঝাঁকিও করা হয়।

ঠিক সেই সময় ক্যাম্পাসের ভিতরে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন পড়ুয়া ও অধ্যাপকরা। অভিযোগ, মিছিল থেকে তাঁদের লক্ষ্য করে একের পর এক জলের বোতল ও ইট ছোড়া হয়। ইটের আঘাতে কয়েকজন পড়ুয়া ও শিক্ষক আহত হন বলে জানা গিয়েছে। পাল্টা দাবি করে হিন্দু জাগরণ মঞ্চও জানায়, ছাত্রদের ছোড়া বস্তুর আঘাতে তাঁদের সদস্যরাও জখম হয়েছেন। মিছিলের নেতৃত্ব দেওয়া জাগরণ মঞ্চের সম্পাদক চরম হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, 'এখন আর কোনও লাভ লেটার চলবে না। হাত চলবে, পা চলবে। ওরা নকশাল, ওদের লাথি খেতেই হবে।'

এদিকে ক্যাম্পাস সূত্রের খবর, গত ২৭ তারিখ অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েতের একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রথম গোলমালের সূত্রপাত হয়। অভিযোগ ওঠে, বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা সেই অনুষ্ঠানে বাধা দেন এবং ভারতমাতা ও স্বামী বিবেকানন্দের ছবিতে অবমাননা করেন। সেই ঘটনার প্রতিবাদেই রবিবার এই মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। ২৭ তারিখের ঘটনায় যুক্তদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হন হিন্দু জাগরণ মঞ্চের কর্মীরা। ওই দিন খুলে নেওয়া একটি গেরুয়া পতাকাও রবিবার পুনরায় ক্যাম্পাসের গেটে ঝুলিয়ে দেন তাঁরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার কড়া নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের সমস্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কড়া অবস্থান নিল কলকাতা হাইকোর্ট। দীর্ঘদিন ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়া এবং ক্যাম্পাসগুলিতে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া সংক্রান্ত এক মামলার শুনানিতে উচ্চ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিল, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে কোনও ধরনের অরাজকতা সহ্য করা হবে না। পঠনপাঠনের সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে রাজ্য প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে যৌথভাবে প্রয়োজনীয় সব রকম পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সোমবার প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে এবং বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটির শুনানি ছিল। ডিভিশন বেঞ্চ কড়া সুরে জানায়, ক্যাম্পাসের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে কোনওভাবেই বিগড়ে না যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে প্রশাসনকেই। কেবল নিরাপত্তা দেওয়াই শেষ কথা নয়, পড়ুয়ারা যাতে ভীতিমুক্ত পরিবেশে পড়াশোনা চালাতে পারেন, সেই পরিকাঠামো গড়ে তোলা জরুরি।

এদিনের শুনানিতে রাজ্যের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে আদালতে রিপোর্ট পেশ করে জানানো

হয়, ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা জোরদার করতে ইতিমধ্যেই একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বহিরাগতদের অবাধ প্রবেশে লাগাম টানা হয়েছে এবং নজরদারির জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর কাজও শেষ হয়েছে। সমস্ত রিপোর্টের পর্যালোচনার পর হাইকোর্ট বিশেষ করে ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তার বিষয়টি আলাদাভাবে চিহ্নিত করে। প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দেন, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, তাই এখানকার ছাত্রীদের সুরক্ষায় কোনওরকম খামতি বা ঢিলেঢালা মনোভাব বরদাস্ত করা হবে না।

শুনানি চলাকালীন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র আদালতকে আশ্বস্ত করে জানান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানে রাজ্য সরকার সব ধরনের প্রশাসনিক সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহ রাজ্যের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বহিরাগতদের বেপরোয়া প্রবেশ রোধ এবং নিটোল নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলার দাবিতে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। পূর্ববর্তী শুনানিতেও হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল, শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক এবং স্পর্শকাতর বিষয়ে কোনও আলগা দেওয়া চলবে না। সোমবারের শুনানির পর আদালত নির্দেশ দিয়েছে, সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের গৃহীত নিরাপত্তা পদক্ষেপের বিস্তারিত রিপোর্ট আগামী ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে জমা দিতে হবে। ওই দিনই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

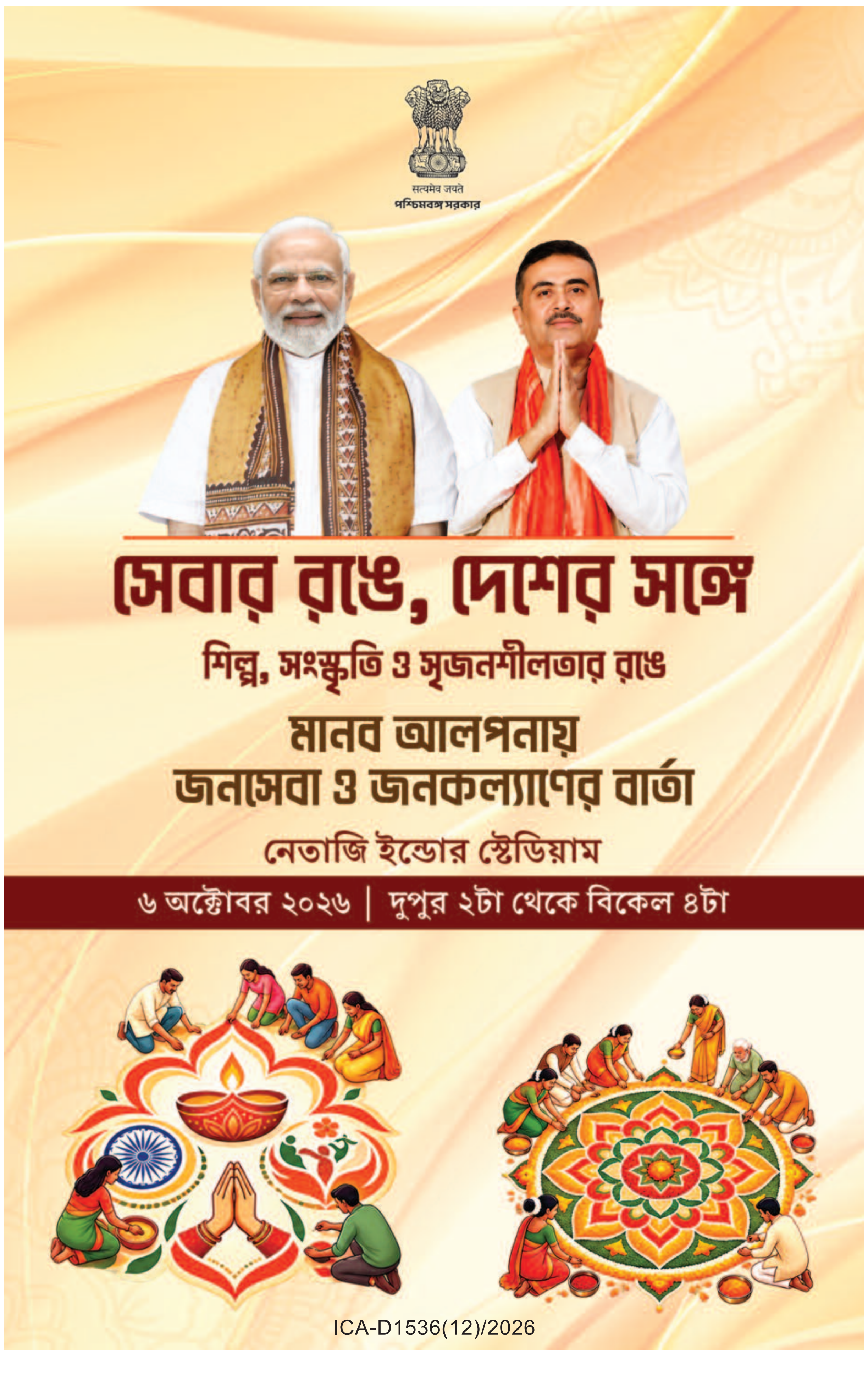

সম্পাদকীয়

ইন্ডিয়া জোট, ফের আর একটা অশ্বডিম্ব প্রসব করতে চলেছে বিজেপি বিরোধীরা

ফের আবার কি একটা অশ্ব ডিম্ব প্রসব করতে চলেছে ইন্ডিয়া জোট? রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে হারের পর হঠাৎ ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে জোরালো সওয়াল করতে শুরু করে দিয়েছেন সর্বহারা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে সরকার, তারপর দলের নাম ও প্রতীক হারিয়ে আপাতত তিনি অসহায়। এই অবস্থায় ফের কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপতে ইন্ডিয়া জোটকে হাতিয়ার করেছেন মমতা। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে, এখন সিপিএমের প্রশংসাও তাঁকে করতে দেখা যাচ্ছে মাঝে মধ্যে। কিন্তু যে ইন্ডিয়া জোটকে নিয়ে তার এত কথা, এত স্বপ্ন, সেই ইন্ডিয়া জোটের বাস্তব অবস্থাটা ঠিক কী, সেটা একবার দেখে নেওয়া যাক। সম্প্রতি দিল্লিতে বিস্তর ঢাকঢোল পিটিয়ে বৈঠক করল জোট শরিকরা। কিন্তু শুরুতেই তাল কেটেছে জোটের। বৈঠকেই যাইনি জোটের পুরনো ও গুরুত্বপূর্ণ শরিক আপ বা আম আদমি পার্টি ও ডিএমকে। তারা স্পষ্ট করে দিয়েছে, বিজেপি বিরোধী এই জোটে তারা নেই। সাম্প্রতিক কালে কংগ্রেসের সঙ্গে তামিলনাড়ুর ক্ষমতাসীন বিজয় থলপতির ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। দুই দল একসঙ্গে তামিলনাড়ুতে সরকার চালাচ্ছে। যা একেবারেই ভালো চোখে দেখেনি কংগ্রেসের প্রাক্তন শরিক ডিএমকে। কংগ্রেস অবশ্য সুযোগ সন্ধানী ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে। অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশের প্রধান বিজেপি বিরোধী শক্তি সমাজবাদী পার্টিও ইন্ডিয়া জোট নিয়ে কী ভাবছে বোঝা কঠিন। দিল্লির বৈঠকে অখিলেশ যাদবের অনুপস্থিতিতে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে নতুন করে। একই কথা খাটে এনসিপি সম্পর্কেও। দু'টুকরো হওয়া এনসিপি কী করবে স্পষ্ট নয়। রয়েছে শিবসেনা উদ্ধব শিবিরও। উদ্ধব ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে জোটের সঙ্গে সম্পর্কটা ছুঁয়ে রেখেছেন। তবে আসন বন্টনের ক্ষেত্রে সমাজবাদী পার্টি ও শিবসেনা কংগ্রেসকে কতটা কী ছাড়বে সেটা নিয়ে ওই রাজ্যের কংগ্রেস নেতারাও সন্দিহান। বাকি রইল বামেরা। গোটা দেশে তাদের যা শক্তি তাতে বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ে তাদের কংগ্রেসের সঙ্গে থাকা ছাড়া বিকল্প নেই। তাহলে আর রইল কী, অশ্বডিম্ব ছাড়া।

শব্দছক ২৮৬

রবি দাস

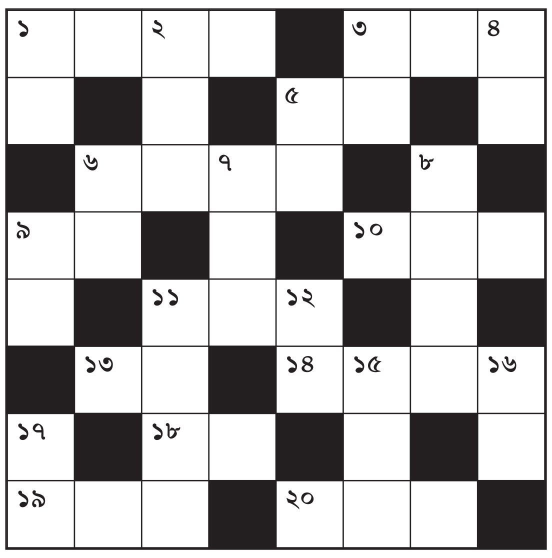

পাশাপাশি: ১. যেদিন মানুষ জন্মগ্রহণ করে ৩. কান্না ৫. চিহ্ন ৬. প্রতিবন্ধকতা ৯. কর্মযোগে সময়-হীনতা ১০. ইলাচি-র বঙ্গার্থ ১১. শোভাময় ১৩. করুণা ১৪. বনে গজানো লতিকা ১৮. বাঁকা ১৯. হঠাৎ ২০. আনন্দ

ওপর-নিচ: ১. শিবের মাথার কেশবিন্যাস ২. দিকচক্রবাল ৩. অসুখ ৪. শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা ৫. কর্তব্যভার ৬. উদয়-এর বিপরীত ৭. গাধা ৮. উভয় প্রান্ত থেকে উভয়প্রান্ত গমন ৯. খরচ ১১. শয়নে উপবেশক বিশ্রাম ১২. নতুন ১৫. হৃষ্টপুষ্ট ১৬. ধাওয়া ১৭. হংস

সমাধান ২৮৫ — পাশাপাশি: ১. বিষ্মায়ন ৩. ওক ৫. অজ্ঞ ৬. লাজ ৮. পশু ১০. বাবর ১২. বিনায়ক ১৪. নদ ১৫. নাম ১৬. লাবনিক ১৮. অনন্ত ১৯. ফন্দি ২০. রশি ২২. চাক ২৩. রাগ ২৪. মস্তমালা

ওপর-নিচ: ১. বিজ্ঞ ২. নলা ৪. কন্দর ৫. অভাবি ৭. জবানবন্দি ৮. পয়মন্তর ৯. শুক ১১. বদনি ১৩. নানান ১৬. লাফ ১৭. কটক ১৮. অধরা ২১. শিম ২২. চালা

আজকের দিন

■ **১৯৯৫** — জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সূর্যের মতো কোনো নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণকারী একটি বহির্গ্রহের প্রথম নিশ্চিত আবিষ্কারের ঘোষণা করেন।

■ **২০১০** — ছবি আদান-প্রদানের জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ইনস্টাগ্রাম অ্যাপ্লিকেশনটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়।

জন্মদিন

১৮৯৩ *বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার জন্মদিন।*

১৯৩০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ভজনলালের জন্মদিন।*

১৯৪৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা বিনোদ খান্নার জন্মদিন।*

মেঘনাদ সাহা

অ্যালগরিদমের ফাঁদে একের মগ্নতা অপরের মুদ্রা

সুবীর পাল

জেন জেড যুগের ট্রেন্ডি বাজারে ইংরেজি ভাষার একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে। তা হলো, 'অ্যাটেন্সন ইজ দ্য নিউ কারেন্সি।' বাংলায় এর একদম খাঁটি তর্জমা হলো, মনোসংযোগ হলো নয়া নগদ টাকা। অর্থাৎ তোমার মনোসংযোগের একাগ্রতাই হলো আজকের দুনিয়ায় আমার কাছে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতো একদম নয়া কড়কড়ে টাকা।

ধরেই নিন না হালফিলের লেটেস্ট কালচারের রোজনামচা ফোকাসটা। শহরের কংক্রিট লেন থেকে গ্রামীণ এঁদো কানাগলি। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যুবসাথীদের নিজস্ব মোবাইলগুলিও কেমন জানি অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। সারাদিনের কাজের ধকল। এবার একটু রিল্যাক্সড মুড। এক্কেবারে বিন্দাস বডি ল্যাঙ্গুয়েজে চালাও মোবাইল ফোন। লাগাও ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম, ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজন, জেমিনি, চ্যাট জিটিপি, হোয়াটসঅ্যাপ, গুগল সার্চ, গণ্ডা গণ্ডা অ্যাপস, এরকম আরও কত কি। উফ্ কি সুখ! আরে, আরে কি যেন ভাবছেন, কি সুখ তাই না? কিন্তু সাবধান। আপনার সুখের সার্চিং কিন্তু আপনারই অজান্তে অপরের ফায়দার মুলধনে বশবর্তী হচ্ছে না তো? আপনি নিশ্চিত তো এ বিষয়ে, আপনার ভাবনা চুরি করা হচ্ছে নাতো আপনার অনুমতি ব্যতিরেকে? রবিকবির ভাষায় তাহলে এবার বলি, 'ক্ষণিক শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া আমারে বাঁধিয়াছ অনন্ত শৃঙ্খলে।' স্মার্টফোন সার্ফিং করতে করতে দিনের কাজের বহরে ঘেঁটে ঘ দিমাগ না হয় সাময়িক ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল হতেই পারে। কিন্তু ইন্টারনেটে আপনার রকমারি উপস্থিতি আপনাকে কিন্তু অনেকটা অক্টোপাসের স্টাইলে চারিদিক দিক থেকে ঘিরে ফেলে চিরবন্দি করে চলেছে নিয়ত চক্রব্যূহের মধ্যে, তা কি কখনও খেয়াল করেছেন? ওই যে প্রথমেই বলেছি, অ্যাটেন্সন ইজ দ্য নিউ কারেন্সি। আসলে এই তত্ত্বতালাশের হাঙ্গর 'অ্যালগরিদম' গুগল ক্লাউড খাঁচায় আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবন যে ব্রয়লার মুরগিতে পরিণত হয়ে চলেছে তো চলেছেই ওই আগেকার ডায়ালগ 'বিএসএনএল অনন্ত' অনুকরণে। তথাপি এর অবাধ্য ঠেঁটা ঘেরাটোপ থেকে আপনার আমার মুক্তির মুক্ত আকাশ এখনও পর্যন্ত 'তোমার দেখা নাই রে তোমার দেখা নাই।'

কলকাতার একটি মধ্যবিত্ত ফ্ল্যাটে রাত দেড়টার অলস নিঝুমতাকে তুড়ি মেরে ভেঙ্গে দিচ্ছে হাতে ধরা সচল স্মার্টফোনের পলকা আলোটা। যুবতী কৌশিকী (কাল্পনিক নাম) শয়নকক্ষে একা অর্ধশায়িত অবস্থা। কিন্তু সে আদতে একা নয়। শেষ দুই তিন ঘণ্টা ধরে সে নিবিষ্ট মনে দেখে চলেছেন একটার পর একটা ছোট ভিডিও। শুরুতে ছিল রান্নার রেসিপি, তারপর হুট করে এলো পুরনো বাংলা গান, এরপর ট্রাভেল ব্লগ, আর এখন তিনি দেখছেন ব্র্যান্ডেড জ্যাকেটের রিভিউ। সঙ্গে টুকটাক লাইক দিচ্ছে মনকাড়া ফেসবুকে পোস্টে।

কৌশিকী যদিও খেয়াল করেননি, প্রতিবার তিনি যখন একটা ভিডিওতে তিন সেকেন্ডের বেশি থামছে, চোখের পলক না ফেলে কোনও নির্দিষ্ট জ্যাকেটের ওপর স্ক্রিনের আলোটা আটকে রাখছে, তখন ওপাশ থেকে কোনও এক বিশাল সার্ভার ইঞ্জিনের ডেটা গর্ভে নীরবে জমা করে নিচ্ছে কয়েক কিলোবাইট তথ্য। তিলোত্তমা বাসিনী হয়তো জানেনও না যে, তিনি সামনের মাসে দার্জিলিং ঘুরতে যাওয়ার আপন মনস্কে পরিকল্পনা করছেন একা একা কাউকে কিছু না বলে, কিন্তু তাঁর ফেসবুক প্রোফাইল, ইনস্টাগ্রাম পেজ আর ইউটিউব অ্যাকাউন্টের অ্যালগরিদম সেই ট্যুর প্ল্যানের প্রসঙ্গটি জেনে গেছে ওঁর চেয়েও অন্তত তিন দিন আগে।

আজকের ডিজিটাল যুগে মানুষের রুচি, সিদ্ধান্ত, আবেগ আর জীবনধারা, খাওয়া, আড্ডা মারা এমনকি চুপি চুপি ডেটিং বা পিঙ্ক লাভ, আমাদের সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আমাদেরই অজান্তে এক অদৃশ্য পুতুল নাচানো সুতোয়। এই সুতোর নাম 'অ্যালগরিদম'। প্রায় প্রতিটি সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্মগুলি এখন আর কেবলমাত্র পরিচিত, আত্মীয় এবং বন্ধুদের খবর নেওয়ার আড্ডাঘর নয়। এগুলো পরিণত হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও ক্ষমতাধর ডেটা-প্রসেসিং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এক অফুরন্ত তথ্য ভাণ্ডার। যার গভীরতার পরিমাপ গুগল ক্লাউডকেও হয়তো অদূর ভবিষ্যতে ডোন্ট কেয়ার করে বসলো বলে।

ফেসবুকের কোনও একটা পোস্ট পর্যবেক্ষণ করে আপনার ভালো লাগতেই পারে। তাতে লাইক দেওয়ার নৈতিক অধিকারও আপনার আছে। তারপর? এরপর বড়জোড় একটা কমেন্ট করা। ব্যাস, ওখানেই মোটামুটি শেষ আপনার যা কিছু। অন্তত সেই পোস্ট প্রসঙ্গে। কিন্তু সেখানেই যে 'তোমার হলো শুরু আমার হলো সারা।' তেড়েফুড়ে ময়দানে নেমে পড়লো অ্যালগরিদম ইঞ্জিন। আমার লাইক দেওয়া শেষ হতেই তারই ভিত্তিতে আমারই অনুমতি বিহীন আরম্ভ হয়ে যায় অ্যালগরিদম টানা তথ্যভিত্তিক অত্যাধুনিক গোপন গবেষণা। আসলে আপনার ধর্তব্যের মধ্যে না ধরা একটা অতি সাধারণ লাইক হলো অ্যালগরিদমের কাছে এক অত্যন্ত কার্যকরী গুরুত্বপূর্ণ ডেটা। যার প্রকৃত অপারেশনাল হদিশ হয়তো আপনি কোনদিন জানতেও পারবেন না।

অ্যালগরিদম আসলে মানুষগণের ব্যক্তি মনোনিবেশ ভিত্তিক তথ্যের সংগৃহীত গোপন সীমাহীন খনি। কিভাবে এতে সংগৃহীত হয় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জৈবিক তথ্যগুলো? আমরা যখন ফেসবুকে একটি 'লাইক' দিই, ইনস্টাগ্রামে স্ক্রোল করি কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে মেসেঞ্জারে আড্ডা দিই, তখন আমরা শুধুমাত্র আদতে যোগাযোগ করে থেমে থাকি না। আমরা অলক্ষ্যে উৎপন্ন করি বিপুল পরিমাণ সাইক্লোজিক্যাল জগতের ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট। অ্যালগরিদম মূলত একগুচ্ছ গাণিতিক (ডিজিটাল) গবেষণা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)'র মেলবন্ধন, যা এই সমস্ত অসংগঠিত তথ্যকে পরিপূর্ণ অর্থবহ তথ্যে রূপান্তর করে নিজস্ব এবং অনেকটাই নির্ভুল অ্যানালিসিসে। এর তথ্য সংগ্রহের অনেকগুলো পন্থার মধ্যে অন্যতম হলো বিহেভিওরাল ট্র্যাক ট্র্যাকিং পদ্ধতি। আপনি কোন পোস্টের উপর কত সেকেন্ড থামলেন, সেটাকে অ্যালগরিদম গভীর মনোযোগের চিহ্ন হিসেবে ধরে নেয়। আবার মেটাডেটা বিশ্লেষণ পদ্ধতির সহায়তায়, আপনি কখন সক্রিয় থাকেন ইন্টারনেটে, আপনার আইপি অ্যাড্রেস, জিপিএস লোকেশন, এমনকি আপনার ডিভাইসের ব্যাটারির চার্জ কত শতাংশ, এই সব তথ্যও প্রতিনিয়ত রেকর্ড করা হয়। তারপর সোশ্যাল গ্রাফের উপায়ে, আপনি কাঁদের সঙ্গে বেশি কথা বলছেন, কাঁদের প্রোফাইলে ঘনঘন ঢুকছেন, কাঁর সঙ্গে আপনার মানসিক বা সামাজিক মিল বেশি, অ্যালগরিদম তারও একটি জটিল ম্যান টু ম্যানের চয়েজ নেটওয়ার্ক সিস্টেম তৈরি ফেলে চটজলদি।

অ্যালগরিদম আসলে মানুষগণের ব্যক্তি মনোনিবেশ ভিত্তিক তথ্যের সংগৃহীত গোপন সীমাহীন খনি। কিভাবে এতে সংগৃহীত হয় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জৈবিক তথ্যগুলো? আমরা যখন ফেসবুকে একটি 'লাইক' দিই, ইনস্টাগ্রামে স্ক্রোল করি কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে মেসেঞ্জারে আড্ডা দিই, তখন আমরা শুধুমাত্র আদতে যোগাযোগ করে থেমে থাকি না। আমরা অলক্ষ্যে উৎপন্ন করি বিপুল পরিমাণ সাইক্লোজিক্যাল জগতের ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট। অ্যালগরিদম মূলত একগুচ্ছ গাণিতিক (ডিজিটাল) গবেষণা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)'র মেলবন্ধন, যা এই সমস্ত অসংগঠিত তথ্যকে পরিপূর্ণ অর্থবহ তথ্যে রূপান্তর করে নিজস্ব এবং অনেকটাই নির্ভুল অ্যানালিসিসে।

এর তথ্য সংগ্রহের অনেকগুলো পন্থার মধ্যে অন্যতম হলো বিহেভিওরাল ট্র্যাক ট্র্যাকিং পদ্ধতি। আপনি কোন পোস্টের উপর কত সেকেন্ড থামলেন, সেটাকে অ্যালগরিদম গভীর মনোযোগের চিহ্ন হিসেবে ধরে নেয়। আবার মেটাডেটা বিশ্লেষণ পদ্ধতির সহায়তায়, আপনি কখন সক্রিয় থাকেন ইন্টারনেটে, আপনার আইপি অ্যাড্রেস, জিপিএস লোকেশন, এমনকি আপনার ডিভাইসের ব্যাটারির চার্জ কত শতাংশ, এই সব তথ্যও প্রতিনিয়ত রেকর্ড করা হয়। তারপর সোশ্যাল গ্রাফের উপায়ে, আপনি কাঁদের সঙ্গে বেশি কথা বলছেন, কাঁদের প্রোফাইলে ঘনঘন ঢুকছেন, কাঁর সঙ্গে আপনার মানসিক বা সামাজিক মিল বেশি, অ্যালগরিদম তারও একটি জটিল ম্যান টু ম্যানের চয়েজ নেটওয়ার্ক সিস্টেম তৈরি ফেলে চটজলদি। ভয়েস ও টেক্সট ইনপুট কৌশলকে ব্যবহার করে, সার্চ বার, চ্যাটবক্স, এমনকি মাইক্রোফোনের মাধ্যমে পাওয়া ডাইরেক্ট ও ইনডাইরেক্ট ইন্টারঅ্যাকশন লাগাতার বিশ্লেষণ করে ব্যবহারকারীর তাৎক্ষণিক চাহিদাকে অনায়াসে বুঝে নেয় অ্যালগরিদম। আর এভাবেই এই সংগৃহীত বিপুল পরিমাণ পরিসংখ্যান এবং তথ্যপ্রবাহ থেকে জন্ম নেয় বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স। যখন কোনও প্রান্ত কেন্দ্রিক কোটি কোটি ব্যবহারকারীর এ হেন ব্যক্তিগত তথ্যসমূহ একসঙ্গে বিশ্লেষণ করা হয়, তখন সমাজবিজ্ঞানী এবং বাজার গবেষকদের কাছে সেই ভূখণ্ডের বসবাসকারী মনুষ্য জাতির নির্ভেজাল মনস্তাত্ত্বিক চরিত্রগত মানচিত্রটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অ্যালগরিদমের আরও একটি গবেষণার আলট্রা মর্ডান ওয়েব পোডিয়াম আছে। যার নাম বিগ ফাইভ। আধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সোশ্যাল মিডিয়াকে একত্রে আরও নিখুঁত পর্যালোচনা করতে অ্যালগরিদম সরাসরি বিগ ফাইভ মডেল ব্যবহার করে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং ব্রাউজিং প্যাটার্ন নাগাড়ে বিশ্লেষণ করে অ্যালগরিদম বুঝতে পারে একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব কেমন হতে পারে। সেই অনুযায়ী তাঁর বিভিন্ন ফিডে পছন্দের কনটেন্ট বা নির্দিষ্ট ধরণের বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দেওয়া হয় একেবারে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে। আক্ষরিক অর্থেই মানুষের ব্যক্তিত্বকে পাঁচটি প্রধান মাত্রায় ভাগ করে দেখার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মনস্তাত্ত্বিক ফ্রেমওয়ার্ক হলো এই 'বিগ ফাইভ'। যার পাঁচটি প্রধানতম মাত্রা হলো উন্মুক্ত ভাবনায় আগ্রহ, দায়িত্বশীলতা ও শৃঙ্খলাবোধ, সামাজিকতা, সহমর্মিতা ও অমায়িকতা এবং মানসিক অস্থিরতা বা উদ্বেগ। যার প্রতিটি অংশই অ্যালগরিদমের সঙ্গে সরাসরি সংপৃক্ত।

উদাহরণ হিসেবে মনে করা যাক, ওই রাত্রিকালে কৌশিকীর হাতের লিকলিকে আঙুলগুলো মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে দ্রুত ভেসে বেড়াচ্ছিল এদিক থেকে ওদিকের নানান পেজে। নতুন রেস্তোরাঁ খোঁজা, ভ্রমণের ছবি আর শপিং মলের পেজে একটা দুটো 'লাইক' দেওয়া, তাঁর কাছে এগুলো ছিল শুধুই ক্ষণিকের কৌতূহলের মাত্র। কিন্তু ওই স্মার্টফোনের ওপারে সদা জাগ্রত থাকা অ্যালগরিদমের কাছে তা স্রেফ কোনও মন খুশের তাৎক্ষণিকতা ছিল না। বাস্তব খাতে তাতে ছিল এক গভীর পরিসংখ্যানগত ব্যক্তি পরিচয়ের তুমুল পর্যায়ের সংগৃহীত সমীকরণ। ফলে কৌশিকীর সেই সামান্য ক্লিকের ডিজিটাল চিহ্নগুলো অন্য আঙ্গিনায় রূপান্তর ঘটিয়ে মুহূর্তে রূপ নিল জরুরি ভিত্তিতে ব্যক্তিগত জীবন চেনার উপাত্তে। অ্যালগরিদম পলকেই হিসাব কষে ফেলল তাঁর ব্যক্তিত্বের বিগ ফাইভ পরিমাপ। তিনি কি আদৌ উন্মুক্ত ভাবনার নারী? নাকি সহমর্মিতা ও অমায়িকতার সামান্য বোধ উনার মধ্যে প্রকৃতই আছে কি নেই তা নির্ধারণ চকিতে সেরে ফেলে বিগ ফাইভ। সুতরাং আর যায় কোথায়? কিছুক্ষণ পরেই

ওই জেন জেড তরুণীর ফিডে টানা ভেসে আসতে শুরু করলো তাঁরই পছন্দসই ট্রাভেলিং এজেন্সির বিজ্ঞাপন আর নামী দামি শপিং মলের নানান ফিরিস্তি। আর তখনই কৌশিকী অবাক হয়ে ভাবলো, ওঁর প্রিয় স্মার্টফোনটা কি তাঁর মনের আবেদনগুলো কি এতো সঠিক ভাবে বুঝতে পারে? আসলে তিনি বুঝতেই পারেননি, অদৃশ্য সেই প্রেরিত নয়া ফিডগুলো আসলে কোনও যাদুবলের কারও পাঠানো উপহার নয়। সবটাই হলো তাঁর একটু আগের মোবাইল ফোন সার্ফিং করা প্রতিবিম্বের উপাদানে ফলিত বিগ ফাইভের রহস্যময় এআই কারসাজির গোপন হাতযশ।

অ্যালগরিদমের হার্টবিট বিগ ফাইভের ব্যবহারিক প্রয়োগের অপর নাম হলো সাইকোমেট্রিক টার্গেটিং। ২০১৬ সালের আমেরিকার সাধারণ নির্বাচন এবং ইংল্যান্ডের ব্রেক্সিট গণভোটের সময় 'কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা' বিতর্ক সোশ্যাল মিডিয়া ট্র্যাকিংয়ের ভয়াবহ দিকটি বিশ্বের সামনে আচমকাই উন্মোচিত করে। ফলে হতভম্ব হয়ে যায় বিশ্ববাসী। সেখানে প্রথমবারের মতো খোলসা হয়ে যায়, কিভাবে ভোটের প্রচারের সুবিধার কারণে ফেসবুকের আট কোটি সত্তর লক্ষ ব্যবহারকারীর অজান্তে তাঁদের সবার সাইকোমেট্রিক টার্গেটিং পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছিল বিগ ফাইভ মডেলের ভিত্তিতে। একইসঙ্গে ফেসবুকের ওই ইউজারদের পৃথক পৃথক ভাবে তৈরি করা হয়েছিল প্রত্যেকের ব্যক্তিস্তরীয় মনস্তাত্ত্বিক প্রোফাইল। আর সেই অনুসারে ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছিল তাঁদের জনপ্রতি পছন্দের দিকটাকে অগ্রাধিকার দিয়ে।

অ্যালগরিদম খারাপ বা ভালো দিকটার কোনটাই নিজে থেকে ইচ্ছেমতো নির্ধারিত হয় না। এটি কেবল মানুষেরই তৈরি করা একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ডিজিটাল ও এআইয়ের সংমিশ্রিত নিরন্তর ওয়েব গবেষণার সরঞ্জাম মাত্র। কিন্তু সমস্যা তখন হয়, যখন এই প্ল্যাটফর্মটি আমাদের সেবক না হয়ে আমাদের মালিক হয়ে ওঠে। যখন আমাদের নিজস্ব চিন্তা, অনুভূতি, রুচি, বিপণন, পেজ এবং নির্বাচনকে সবার অলক্ষ্যের অবস্থান করে ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণ করতেই থাকে কোনও গাণিতিক কোডের ফলিত ফিডে, তখন মানুষের মুক্তচিন্তার স্বাধীনতা অবধারিত ভাবে প্রশ্নের মুখে এসে পড়ে বৈকি।

সুতরাং 'অ্যাটেনশন ইজ দ্য নিউ কারেন্সি'র এই চলমান ওয়েব যুগে বর্তমান বিশ্ববাসীর কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো, নিজেদের সময় ও মনোযোগের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে ফিরিয়ে আনা। প্রযুক্তিকে বর্জন করা আধুনিক বিশ্বে পক্ষে আর কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু প্রযুক্তি যেন আমাদের কখনই নিয়ন্ত্রণ না করে ফেলে, আমরাই যেন প্রযুক্তিকে সচেতনভাবে ব্যবহার করতে পারি।

বরং ওয়েব কন্ট্রোলের ব্যাটনটা চিরকাল মানুষের হাতেই একচেটিয়া সম্পদ হয়েই থাকুক। ডিজিটাল যুগের এআই আয়নার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 'অ্যালগরিদম ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন দূর হটো', এটাই উচ্চারিত হোক 'নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।'

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

কারও বিশ্বাসকে হত্যা করে ধনসম্পত্তি হাতালেও তা ভোগে আসে না। অবিশ্বাসীর মনেও অবিশ্বাসের আতঙ্ক জেগে থাকে। হারানোর ভয়ে আনন্দ মেলে না।

কোট-আনকোট

ভারতের প্রত্যেক পাইলট দেশকে ভালোবাসেন। কিছুদিন আগে আমাদের এক পাইলট নিজের সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বহু নিরপরাধ জীবন বাঁচিয়েছেন তিনি। বাংলা থেকে যেন এরকম পাইলট তৈরি হতে পারে সেই আর্জি জানিয়েছি।

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আসানসোল জেলা হাসপাতালে নতুন ৫০ শয্যার প্রসূতি বিভাগের উদ্বোধন অগ্নিমিত্রার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি হওয়া প্রসূতি মায়েদের জন্য বাড়ানো হলো শয্যা সংখ্যা। জেলা হাসপাতালের পুরনো ভবনে নতুন ৫০ শয্যার গাইনি ওয়ার্ড বা পিএনডব্লু (পোস্ট নেটাল ওয়ার্ড) চালু করা হল। জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আয়োজিত অনুষ্ঠানে ফিতে কেটে এই নতুন ওয়ার্ডের উদ্বোধন করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। ছিলেন হাসপাতালের সুপার ডাঃ তপন কুমার বিশ্বাস, অন্য চিকিৎসক ও নার্সিং স্টাফরা। নতুন ওয়ার্ডের উদ্বোধন করে অগ্নিমিত্রা পল বলেন, 'এটি হাসপাতালের জন্য অত্যন্ত আনন্দের খবর। দীর্ঘদিন ধরে জায়গার অভাবে গাইনি ওয়ার্ডে রোগীদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। অনেক সময় একই বেডে দু'জন, এমনকি তিনজন রোগীকেও থাকতে হয়েছে। নতুন ওয়ার্ড চালু হওয়ায় সেই সমস্যা অনেকটাই দূর হবে।' তিনি আরও বলেন, 'এতদিন পুরনো গাইনি ওয়ার্ডে মোট ১১০টি বেড ছিল। সেখানে মূলত সিজারিয়ান অপারেশন ও সিজারিয়ান ডেলিভারির পর মায়েদের রাখা হয়। নতুন ওয়ার্ডে আরও ৫০টি বেড তৈরি করা হয়েছে। সেখানে নর্মাল ডেলিভারি বা স্বাভাবিক প্রসব করার পর প্রসূতি মা এবং বিভিন্ন গাইনি সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের রাখা হবে।' এছাড়াও অগ্নিমিত্রা পল জানান, 'আমরা সবসময় সরকারি হাসপাতালের সঙ্গে বেসরকারি হাসপাতালের তুলনা করি। কিন্তু এখন আসানসোল জেলা হাসপাতালও বেসরকারি হাসপাতালকে টেক্কা দেওয়ার মতো পরিষেবা দিচ্ছে। এখানে চিকিৎসক ও চিকিৎসা পরিষেবা বিশ্বমানের করার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি হাসপাতালের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা অধিকাংশ রোগীই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের। অনেক পরিবারের বাড়িতেই পর্যাপ্ত শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। ফলে হাসপাতালের কমন টয়লেট কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, সেই বিষয়েও রোগী ও পরিজনদের সচেতন করতে হচ্ছে।' তিনি জানান, 'দীর্ঘদিনের দাবির পর হাসপাতালের ট্রমা সেন্টার ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। পাশাপাশি ক্যান্সার ইউনিট খোলা হয়েছে। সেখানে চিকিৎসা পরিষেবা চলছে। ক্যান্সার সেন্টারে বর্তমানে ৫টি বেড রয়েছে। রোগীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে চিকিৎসকের চেম্বারের কাছেই বেডগুলির ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাতে চিকিৎসার জন্য রোগীদের দূরে যেতে না হয়।' অগ্নিমিত্রা পল বলেন, 'খুব শীঘ্রই আসানসোল জেলা হাসপাতালে পৃথক বার্ন ওয়ার্ড চালু করা হবে।' তাঁর কথায়, গোটা এলাকায় এখনও পর্যাপ্ত বার্ন বা আগুনে পুড়ে যাওয়া রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা নেই। ফলে এই ওয়ার্ড চালু হলে অগ্নিদগ্ধ রোগীদের চিকিৎসায় বড় সুবিধা হবে। আসানসোল জেলা হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা নিয়েও সুপারের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলে জানান তিনি। একইসঙ্গে চিকিৎসক ও নার্সিং স্টাফদের সঙ্গে কথা বলে হাসপাতালের সমস্যা ও প্রয়োজনীয়তার একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করতে বলা হয়েছে। সেই রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের কাছে তুলে দেওয়া হবে বলে এদিন জানান অগ্নিমিত্রা পাল।

উল্লেখ্য, রাজ্যের অন্যান্য হাসপাতালের তুলনায় আসানসোল জেলা হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বেশি। কারণ এই হাসপাতাল সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী জেলা বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া এবং বাংলা লাগোয়া ঝাড়খণ্ড রাজ্য হওয়ায় বহু রোগী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসেন। তাই প্রস্তুতি বিভাগের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় শিল্পাঞ্চল ছাড়াও ভিন জেলা ও ভিন রাজ্যের মানুষরা উপকৃত হবেন।

১০২ বার রক্তদান

কেতুগ্রামের তরুণ শেখের হাতে সম্মান তুলে দিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রক্তদান মহৎ দান, এক জনের দেওয়া রক্তে বেঁচে যেতে পারে আরও একটা অমূল্য প্রাণ। সমাজকে এই বার্তাই বছরের পর বছর ধরে নিরলসভাবে পৌঁছে দিয়ে চলেছেন কেতুগ্রাম বিধানসভা এলাকার বাসিন্দা তরুণ শেখ। ১৮ বছর বয়সে যে যাত্রার সূচনা হয়েছিল, আজ তা পৌঁছাল ১০২তম রক্তদানের অনন্য মাইলফলকে। সম্প্রতি, কলকাতার স্বাস্থ্যভবনে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর হাত থেকে বিশেষ সম্মাননা ও পুরস্কার গ্রহণ করলেন কাটোয়ার এই সমাজসেবী। পেশায় রাস্তা নির্মাণের মিস্ত্রি তরুণ শেখ। হাড়ভাঙা মেহনতের মধ্যেও রক্তদানকে করে তুলেছেন জীবনের ব্রত। প্রথম রক্তদানের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'তখন আমি সবে ১৮। আমার সঙ্গে কাজ করা এক সহকর্মী মারাত্মক দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। চিকিৎসার জন্য জরুরি রক্তের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সেই প্রথম রক্ত দেওয়া। তখন ভাবিনি এই রক্তদানই একদিন আমার জীবনের এত বড় অংশ হয়ে উঠবে। তবে সেদিন উপলব্ধি করেছিলাম, আমার সামান্য রক্ত যদি কারও জীবন বাঁচাতে পারে, তবে নিয়মিত রক্তদান করা উচিত।' ১০২ বার রক্তদান করে রেকর্ড গড়াই শেষ কথা নয়, তরুণবাবু একই সঙ্গে সমাজে রক্তদান নিয়ে সচেতনতা তৈরিতেও সমান সক্রিয়। সেমিনার, সচেতনতা শিবির ও নানা কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে তিনি উৎসাহিত করে চলেছেন। তাঁর কথায়, '১০২ বার রক্ত দিতে পেরেছি এটা নিশ্চয়ই গর্বের, তবে তার চেয়েও বড় কথা আমার রক্তে যদি কোনও মুমূর্ষু রোগী সুস্থ হয়ে নিজের পরিবারে ফেরেন;তবেই আমার এই চেষ্টা সার্থক।' রক্তদান নিয়ে সমাজে ছড়িয়ে থাকা নানা ভ্রান্ত ধারণা দূর করার বার্তা দিয়ে তরুণ শেখ বলেন, 'অনেকে ভাবেন রক্ত দিলে শরীর দুর্বল হয়ে যায়, যা সম্পূর্ণ ভুল। সঠিক নিয়ম মেনে সুস্থ অবস্থায় রক্ত দিলে কোনো ক্ষতি হয় না, বরং একজন মানুষের জীবন বাঁচে। দেশের তরুণ প্রজন্ম যদি ভয় ভেঙে এগিয়ে আসে, তবে হাসপাতালগুলিতে রক্তের সংকট অনেকটাই দূর করা সম্ভব।'

চাকরির নামে লক্ষাধিক তোলা আদায়ের অভিযোগ, গ্রেপ্তার প্রাক্তন তৃণমূল প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলার অভিযোগ থেকে সরকারি প্রকল্পের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ। এইরকম একাধিক অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন স্বরূপনগরের চারঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন তৃণমূল প্রধান তথা দাপুটে নেত্রী বাসন্তী বিশ্বাস। সোমবার সকালে তাঁকে গ্রেপ্তার করে স্বরূপনগর থানার পুলিশ। তাঁর স্বামী নিখিল রঞ্জন বিশ্বাসও একই ধরনের অভিযোগে আগেই গ্রেপ্তার হয়ে জেলবন্দি রয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসন্তী বিশ্বাস ও তাঁর স্বামী নিখিল রঞ্জন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার নাম করে এলাকার যুবকদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ, চাকরি না পেয়ে টাকা ফেরত চাইলে ওই যুবকদের হুমকিও দেওয়া হতো। পাশাপাশি আবাস যোজনা-সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ এবং এলাকায় হুমকি ও অশান্তি তৈরির অভিযোগও রয়েছে প্রাক্তন প্রধানের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় স্বরূপনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তে নামে পুলিশ। এরপর সোমবার সকালে বাসন্তী বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযোগকারীদের দাবি, তৃণমূলের আমলে চাকরি ও টাকা ফেরতের দাবি জানালেই তাঁদের উপর চাপ তৈরি করা হত। রাজ্যে পালাবদলের পর শেষ পর্যন্ত প্রাক্তন তৃণমূল প্রধানের গ্রেপ্তারিকে ঘিরে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।

৭ অক্টোবর বালুরঘাটে সেবা কলসযাত্রা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে দেশজুড়ে আয়োজিত 'সেবা পক্ষকাল' কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি হতে চলেছে আগামী ৭ অক্টোবর। এই উপলক্ষ্যে ওই দিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আটটি ব্লক এবং তিনটি পৌরসভা এলাকা জুড়ে এক বিশাল 'সেবা কলসযাত্রা' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বালুরঘাট শহরের কেন্দ্রীয় কর্মসূচিটি শহরের ঐতিহ্যবাহী হাইস্কুল মাঠ থেকে শুরু হতে চলেছে। বিজেপি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৭ অক্টোবরের এই সেবা কলসযাত্রায় প্রায় ১০ হাজারেরও বেশি মানুষ অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। মূল অনুষ্ঠান ও পদযাত্রা কেন্দ্র করে যাতে কোনও ধরনের বিশৃঙ্খলা না তৈরি হয়, সে জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। বড় ধরনের এই জনসমাগম ও পুরো কর্মসূচিকে সুচারুভাবে পরিচালিত করতে আগাম তৎপরতা দেখাচ্ছে দলীয় নেতৃত্ব ও প্রশাসন। এই কলস যাত্রার সার্বিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে সোমবার দুপুরে বালুরঘাট হাইস্কুল মাঠ পরিদর্শনে যান জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা এবং বিজেপি প্রতিনিধি দল। পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার। তিনি মাঠের নিরাপত্তা, যাতায়াতের রুট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত বিষয়গুলো সরজমিনে খতিয়ে দেখেন এবং কর্মসূচি সফল করতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন।

রাজনগরে ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলায় যুবকের মৃত্যু, আহত ১০

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: বীরভূমের রাজনগর থানার কবিলাসপুর গ্রামে সোমবার সকালে ধারালো অস্ত্র নিয়ে এক যুবকের হামলার ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। আহতদের চিকিৎসার জন্য সিউড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে কানাই কনুই নামে ওই যুবক বাড়ি থেকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এরপর রাস্তায় শেখ ইব্রাহিম নামে এক ব্যক্তিকে আচমকাই ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় ইব্রাহিমকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। অভিযোগ, এরপরও হামলা থামেনি। ওই যুবক গ্রামের আরও কয়েকজনের উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। শিশুদের কেউ মারতে থাকে এমন সময় বিশ্বনাথ পাল নামে এক যুবক ছাড়াতে গেলে তাকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি প্রতিবেশীদের বাড়িতেও ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঢুকে পড়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় মহিলা , শিশু-সহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর রাজনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। অভিযুক্ত যুবকের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ডিএসপি-র নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, কানাই মানসিক ভারসাম্যহীন। তবে পুলিশের তদন্তে এখনও পর্যন্ত তাঁর মানসিক অবস্থার বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত তথ্য প্রকাশ্যে আসেনি। ফলে ঘটনার পরই উঠছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, আক্রমণকারী সত্যিই মানসিক ভারসাম্যহীন কি-না, নাকি ঘটনার পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে? পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

অপারেশন প্রহারে বড় সাফল্য

সাইবার অপরাধে গ্রেপ্তার ১২১ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় গত ১৭ অগস্ট থেকে শুরু হওয়া 'সাইবার প্রহার' অপারেশনে বড় সাফল্য পেল সাইবার থানার পুলিশ। এখনও পর্যন্ত মোট ১০টি মামলায় ১২১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের সাইবার বিভাগের এডিসি রাহুল পাণ্ডে জানান, কমিশনারেট এলাকায় সাইবার অপরাধের ক্ষেত্রে নিয়ামতপুর ও দুর্গাপুর, এই দুটি এলাকাকে হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই দুই এলাকায় বিশেষ নজরদারি চালানোর পাশাপাশি সাইবার অপরাধ দমনে লাগাতার অভিযান চালানো হচ্ছে। এডিসি রাহুল পাণ্ডে জানান, 'সাইবার প্রহার' অভিযানের মাধ্যমে বিভিন্ন সাইবার অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ১০টি মামলায় ১২১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আগামী দিনেও এই অভিযান আরও জোরদার করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে খবর শিল্পাঞ্চলের এইসব অপরাধীদের সাথে জামতারা গ্যাঙের সম্পর্ক থাকতে পারে। এবং এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের সাইবার ক্রাইম বিভাগ।

ফর্ম নং ১৪

[রেগুলেশন ৩৩(২) দেখুন]

রেজিস্টার্ড এ/ডি, দস্তির মাধ্যমে, ব্যর্থ হলে প্রকাশনার মাধ্যমে।

রিকভারি অফিসার - ১/২-এর কার্যালয়
ডেবটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
২য় ফ্লোর, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)।

ডিমান্ড নোটিশ

রিকভারি অফ ডেবটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি অ্যাক্ট, ১৯৯৩-এর সেকশন ২৫ থেকে ২৮ এবং আয়কর আইন, ১৯৬১-এর দ্বিতীয় তফসিলের রুল ২-এর অধীনে নোটিশ।

আরসি/৬৭/২০২৫ ২০.০৮.২০২৬

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
বনাম
সাইদুল ইসলাম এবং অন্যান্য

প্রতি,

(সিডি-১) শ্রী সাইদুল ইসলাম, পিতা- প্রয়াত সামেদ বারি ওরফে সামেদ বারি মন্ডল, ব্যবসার স্থান এবং বাসস্থান- গ্রাম এবং পোস্ট অফিস ফরিদাপুর, থানা জলঙ্গী, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২৩০৩।

(সিডি-২) শ্রী হাসানুজ জামন, পিতা- সাইদুল ইসলাম, বাসস্থান- গ্রাম ফরিদাপুর এবং ডাকঘর ও থানা জলঙ্গী, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২৩০৩।

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, **ওএ/২৬/২০২৪**-এ ডেবটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ির প্রিসাইডিং অফিসারের দেওয়া আদেশের অনুসরণে জারি করা রিকভারি সার্টিফিকেট অনুযায়ী **২৩০৫০৫৩.৮০ টাকা (তেইশ লক্ষ পাঁচ হাজার তিপ্পান্ন টাকা এবং আশি পয়সা)** এবং এর সাথে ২৫/০১/২০২৪ তারিখ থেকে আদায় হওয়া পর্যন্ত ১০.৭০ শতাংশ হারে পেন্ডেন্টেলাইট এবং ভবিষ্যতের সুদ এবং **২৬০০০ টাকার (ছাব্বিশ হাজার টাকা)** খরচ আপনার বিরুদ্ধে (যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে/ সম্পূর্ণরূপে/সীমিতভাবে) বকেয়া হয়েছে।

২. আপনাকে এতদ্বারা এই নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে উপরের অর্থ প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় রিকভারি অফ ডেবটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস অ্যাক্ট, ১৯৯৩ এবং এর অধীনে থাকা রুলস অনুযায়ী বকেয়া আদায় করা হবে।

৩. আপনাকে এতদ্বারা পরবর্তী শুনানির তারিখে বা তার আগে একটি হলফনামায় আপনার সম্পদের বিবরণ ঘোষণা করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

৪. পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য আপনাকে আগামী **১০/১১/২০২৬** তারিখে সকাল ১০.৩০ টায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর সামনে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

৫. উপরে উল্লেখিত অর্থের পাশাপাশি, আপনি নিম্নলিখিত অর্থ প্রদান করতেও দায়বদ্ধ থাকবেন

ক) সার্টিফিকেট/কার্যকরী কার্যক্রমের এই নোটিশের পর থেকে শুরু হওয়া সময়ের জন্য প্রদেয় সুদ।

খ) এই নোটিশ এবং ওয়ারেন্ট এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি জারি করার ক্ষেত্রে ব্যয়িত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় এবং বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য নেওয়া অন্যান্য সমস্ত কার্যক্রমের খরচ।

আজ ২০/০৮/২০২৬ তারিখে আমার স্বাক্ষর এবং ট্রাইব্যুনালের সীলমোহরের অধীনে এটি দেওয়া হলো।

স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডিআরটি শিলিগুড়ি, ভারত সরকার
অর্থ মন্ত্রক, শিলিগুড়ি - ১

ফর্ম নং ১৪

[রেগুলেশন ৩৩(২) দেখুন]

রেজিস্টার্ড এ/ডি, দস্তির মাধ্যমে, ব্যর্থ হলে প্রকাশনার মাধ্যমে।

রিকভারি অফিসার - ১/২-এর কার্যালয়
ডেবটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
২য় ফ্লোর, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)।

ডিমান্ড নোটিশ

রিকভারি অফ ডেবটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি অ্যাক্ট, ১৯৯৩-এর সেকশন ২৫ থেকে ২৮ এবং আয়কর আইন, ১৯৬১-এর দ্বিতীয় তফসিলের রুল ২-এর অধীনে নোটিশ।

আরসি/৯১/২০২৫ ২৪.০৮.২০২৬

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
বনাম
শ্রীমতী পিঙ্কি মাহাতো এবং অন্যান্য

প্রতি,

১. শ্রীমতী পিঙ্কি মাহাতো, স্বামী- শ্রী সুমিত মাহাতো, যার নিবন্ধিত কার্যালয় ২৬, দীনবন্ধু লেন (গোরাবাজার), ডাকঘর এবং থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০১-এ অবস্থিত এবং কারখানার ঠিকানা ভাকুড়ি, ঘোষ পাড়া, ডাকঘর চালতিয়া, থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০১।

২. শ্রী সুমিত মাহাতো, পিতা- প্রদীপ কুমার মাহাতো, বাসিন্দা- ২৬, দীনবন্ধু লেন (গোরাবাজার), ডাকঘর এবং থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০১।

৩. শ্রী দেবনাথ সাহা, পিতা- মেঘনাথ সাহা, বাসিন্দা- ২০ নং, গোপাল পাড়া লেন, গোরাবাজার, বহরমপুর, ডাকঘর এবং থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০১।

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, **ওএ/২৭/২০২৩**-এ ডেবটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ির প্রিসাইডিং অফিসারের দেওয়া আদেশের অনুসরণে জারি করা রিকভারি সার্টিফিকেট অনুযায়ী **৩৬৪৫৯৯৮.৯৭ টাকা (ছত্রিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার নয়শো আটানব্বই টাকা এবং সাতানব্বই পয়সা)** এবং এর সাথে ০৯/০১/২০২৩ তারিখ থেকে আদায় হওয়া পর্যন্ত **১০.৮০ শতাংশ হারে** পেন্ডেন্টেলাইট এবং ভবিষ্যতের সুদ এবং **৩৯০০০ টাকার (উনচল্লিশ হাজার টাকা)** খরচ আপনার বিরুদ্ধে (যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে/ সম্পূর্ণরূপে/ সীমিতভাবে) বকেয়া হয়েছে।

২. আপনাকে এতদ্বারা এই নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে উপরের অর্থ প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় রিকভারি অফ ডেবটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস অ্যাক্ট, ১৯৯৩ এবং এর অধীনে থাকা রুলস অনুযায়ী বকেয়া আদায় করা হবে।

৩. আপনাকে এতদ্বারা পরবর্তী শুনানির তারিখে বা তার আগে একটি হলফনামায় আপনার সম্পদের বিবরণ ঘোষণা করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

৪. পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য আপনাকে আগামী **১৩/১১/২০২৬ তারিখে** সকাল ১০.৩০ টায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর সামনে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

৫. উপরে উল্লেখিত অর্থের পাশাপাশি, আপনি নিম্নলিখিত অর্থ প্রদান করতেও দায়বদ্ধ থাকবেন

ক) সার্টিফিকেট/কার্যকরী কার্যক্রমের এই নোটিশের পর থেকে শুরু হওয়া সময়ের জন্য প্রদেয় সুদ।

খ) এই নোটিশ এবং ওয়ারেন্ট এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি জারি করার ক্ষেত্রে ব্যয়িত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় এবং বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য নেওয়া অন্যান্য সমস্ত কার্যক্রমের খরচ।

আজ ২৪/০৮/২০২৬ তারিখে আমার স্বাক্ষর এবং ট্রাইব্যুনালের সীলমোহরের অধীনে এটি দেওয়া হলো।

স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডিআরটি শিলিগুড়ি, ভারত সরকার
অর্থ মন্ত্রক, শিলিগুড়ি - ১

SBI

এএমসিসি লালবাগ (৬২৯৮২)
গ্রাম : মুর্শিদাবাদ, পোঃ : মুর্শিদাবাদ,
জেলা : মুর্শিদাবাদ, প.ব. ই-মেইল sbi.62982@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, **১২.০৫.২০২৬** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন যেখানে ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতী ইন্দ্রাণী গোস্বামী, স্বামী- শ্রী চিন্ময় গোস্বামী, নেহাল্লাপাড়া, পোঃ এবং থানা জিয়াগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১২৩। লোন অ্যাকাউন্ট নং- ১১২৪৩৫৪৬০৬৪ (ক্যাশ ক্রেডিট) এবং ৪০২৫৮২৭১৯৩৪ (টার্ম লোন)**-কে নোটিশে উল্লিখিত **১০.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১৩,০৯,৩৯৩.০০ টাকা (কথায়- তেরো লক্ষ নয় হাজার তিনশো তিরানব্বই টাকা)** উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল।

ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার এবং সর্বসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪)-এর সাথে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২০২৬ সালের অক্টোবর মাসের ০১ তারিখে** নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর **১০.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১৩,০৯,৩৯৩.০০ টাকা (তেরো লক্ষ নয় হাজার তিনশো তিরানব্বই টাকা)** এবং ১১.০৫.২০২৬ তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ এবং অন্যান্য খরচের চার্জের সাপেক্ষে হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির মালিক **শ্রী চিন্ময় গোস্বামী**। জেলা- মুর্শিদাবাদ, থানা- জিয়াগঞ্জ, মৌজা - জিয়াগঞ্জ, জে.এল. নং - ৬, **দলিল নং- I-5221, সাল- ১৯৯২,** এডিএসআর - লালবাগ, খতিয়ান নং- আর.এস.- ৭৭, এল.আর.- ৮১, ৮৭৯, প্লট নং- আর.এস.- ২২৯, এল.আর.- ৪০৭, প্রকৃতি - বাড়ি, এলাকা - ০.০০৩০০ একর।

সীমানা- উত্তরে : বীরেন বিশ্বাসের বাড়ি, পূর্বে - সুব্রত অধিকারীর বাড়ি, দক্ষিণে - রাস্তা, পশ্চিমে - রাস্তা।

স্থান : লালবাগ
তারিখ : ০১.১০.২০২৬

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SOMA TEXTILES & INDUSTRIES LIMITED
CIN: L51909WB1940PLC010070
Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata - 700 001;
Phone No.: 033-22487406/07
Email: investors@somatextiles.com,**Website:** www.somatextiles.com

SPECIAL WINDOW FOR TRANSFER AND DEMATERIALISATION OF PHYSICAL SECURITIES

Pursuant to SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/1/3750/2026dated January 30, 2026, titled "Ease of Doing Investment-Special Window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities", the shareholders of the Company holding shares in physical form are hereby informed that SEBI has opened a Special Window for a period of one year, commencing from February 05, 2026 to February 04, 2027, to facilitate the transfer and dematerialisation ("Demat") of physical securities that were sold or purchased prior to April 01, 2019. This Special Window is also available for transfer request(s) that were earlier rejected, returned, or remained unattended due to deficiencies in documentation, procedural requirements, or any other reason.

Eligible shareholders may submit the requisite documents along with the original share certificate(s) to the Company's Registrar and Share Transfer Agent/ Company, as applicable, for processing their requests in accordance with the aforesaid SEBI Circular. Shareholders are advised to refer to the said Circular, available on the Company's website at http://www.somatextiles.com/wp-content/uploads/2026/05/Special-Window-for-Transfer-and-Dematerialisation-of-Physical-Securities-1.pdf, before submitting their application.

By order of the Board
For **Soma Textiles & Industries Limited**
Sd/- **(Reena Prasad)**
Company Secretary
M. No.: A 53284

Place: Kolkata
Date : 5th October, 2026

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড; রিটেইল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট,
৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, ২য় ফ্লোর, কলকাতা, পিন-৭০০০১৭,
ফোন নং : ০৩৩৬৬৫৫৭৮৩৯ এবং ০৩৩৬৬৫৫৭৭৪৬; মোবাইল নং : ৭৯৮০৯২০২৫৩
ওয়েবসাইট : **www.idbibank.in**

দাবি নোটিশ

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড কর্তৃক ১) সোনালী চৌধুরী এবং ক্যামেলিয়া চৌধুরী (০৭০২৬৭৫১০০০২৩২০৫ এবং ০৭০২৬৭৫১০০০২৩৩৩৯ লোন অ্যাকাউন্ট নং) ২) সুব্রত কুমার পোদ্দার (০৭০২৬৭৫১০০০১৯৬৬৪ এবং ০৭০২৬৭৫১০০০১৯৬৭৩ লোন অ্যাকাউন্ট নং)-কে মঞ্জুর করা আর্থিক সহায়তা। ডিফল্ট করা হয়েছে - সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে বিধিবদ্ধ নোটিশ।

১) যেহেতু, সারফেসি অ্যাক্টের অধীনে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার এবং রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে দাবি নোটিশ জারি করেছেন, যেখানে নীচে তালিকাভুক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের (এরপর থেকে "উক্ত ঋণগ্রহীতা" হিসেবে উল্লেখ করা হবে) নীচে দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

২) ডাক কর্তৃপক্ষের দ্বারা উক্ত নোটিশ অবিলিকৃত অবস্থায় ফেরত দেওয়া হয়েছে/ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা যথাযথভাবে প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়নি। তাই ব্যাঙ্ক অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে দাবি নোটিশের এই প্রকাশনাটি কার্যকর করছে। তাই নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত অ্যাক্ট অনুযায়ী উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানার প্রেমিসেসে এই নোটিশটি সাঁটিয়ে দিয়েছেন। উক্ত নোটিশের অনুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে উপলব্ধ রয়েছে এবং উক্ত ঋণগ্রহীতা-সহ ঋণগ্রহীতা ইচ্ছা করলে স্বাভাবিক অফিস চলাকালীন যেকোনো কর্মদিবসে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে উক্ত অনুলিপি সংগ্রহ করতে পারেন।

৩) উপরের প্রেক্ষাপটের বিপরীতে, উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা আবার নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডকে লোন এবং অন্যান্য নথির অধীনে নীচে নির্দেশিত/প্রদেয় অর্থ পরিশোধ করতে হবে। লোনের যথাযথ পরিশোধের জন্য সিকিউরিটি হিসেবে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির দ্বারা আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কাছে নিম্নলিখিত সিকিউরিটিগুলি নীচে দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী বন্ধক/হাইপোথিকেট করা হয়েছে

ক্র. নং	১) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতাদের নাম ২) অ্যাকাউন্ট নম্বর	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দাবি নোটিশ অনুযায়ী দাবি করা পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১)	১) সোনালী চৌধুরী এবং ক্যামেলিয়া চৌধুরী ২) ০৭০২৬৭৫১০০০২৩২০৫ এবং ০৭০২৬৭৫১০০০২৩৩৩৯	১) ০৩-০৮-২০২৬ ২) ১০-০৫-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১৪,৩৯,৫৪০.০০ টাকা।	৫ম ফ্লোরে ৫ই নং ইউনিট/ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্টের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যেখানে প্রায় ৮৬০ বর্গফুট (আটশো ষাট) বর্গফুটের একটি সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া রয়েছে, যা উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, বিধাননগর (সল্টলেক সিটি) অতিরিক্ত সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, পিন ৭০০১৩৫, রাজারহাট গোপালপুর ডাকঘর, রাজারহাট থানা, রাজারহাট বিষ্ণুপুর-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, ২৫৬৮ এবং ১৯২০ এল.আর. খতিয়ান নং এর সাথে সম্পর্কিত ৯৫১(পি) এবং ৯৫০, ৯৪৯, ৯৪৮, ৬৪১, ৬৪০, ৬৩৭, ৬৩৬, ৬৩৪, ৬৩৩ এল.আর./আর.এস দাগ নং, ৩৭ তৌজি নং, ৩১ জে.এল. নং, মৌজা- বাসিনায় অবস্থিত প্রায় ২১৬.৫০ শতক (২.১৬ একর) এলাকার উপর নির্মিত কাঠামোর সাথে মকররি মৌরশী জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশে অবস্থিত ৬(১এ) নং ব্লকের উক্ত ভবনে কমবেশি একই। ৩০ ফুট চওড়া রাস্তার উপর অবস্থিত, উক্ত সম্পত্তি/কমপ্লেক্সটি "লাবণ্য" নামে পরিচিত, যার সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে : ৬৪৩, ৬৩৫, ৬৩৪ নং প্লট দ্বারা, পূর্বে : মৌজা ছোট চাঁদপুর, দক্ষিণে : ৯৪৪, ৯৫৩ নং প্লট দ্বারা, পশ্চিমে : ৬৪২, ৯৪৭, ৯৪৫ নং প্লট দ্বারা।
২)	১) সুব্রত কুমার পোদ্দার ২) ০৭০২৬৭৫১০০০১৯৬৬৪ এবং ০৭০২৬৭৫১০০০১৯৬৭৩	১) ১৯-০৯-২০২৬ ২) ১০-০৩-২০২০ তারিখ অনুযায়ী ৩৪,৬৩,৪৯৬.০০ টাকা।	হাওড়া জেলায়, পূর্বে বালি বর্তমানে নিশ্চিন্দা থানা, বালি গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, ঘোষপাড়া বাজারে, ৭৪৮৬ এল.আর. খতিয়ান নং, ২৪৪০১ এল.আর. দাগ নং, ৭৪৮৬ আর.এস. খতিয়ান নং-এর সাথে সম্পর্কিত, ১৯৫১ সি.এস. খতিয়ান নং-এ রেকর্ড করা ৭৩২৮/২১৩৭৭ এবং ৭৩২৮/৭৭৬৯ আর.এস. দাগ নং-এর সাথে সম্পর্কিত ৭৩২৮ সি.এস. দাগ নং-এর অংশে, ১৪ জে.এল. নং, মৌজা- বালি, বালি ঘোষপাড়া গ্রামে অবস্থিত জি-৫ তলা ভবন সহ কমবেশি ১২ কাঠা ১০ ছটাক ৪২ বর্গফুট এলাকার জমির উপর নির্মিত ভবনের পিছন দিকে, ২য় ফ্লোরে ৩ (তিনটি) বেডরুম, ১ (একটি) রান্নাঘর এবং ২ (দুটি) বাথ-কাম-প্রিভি নিয়ে গঠিত ১৩৬০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার কমবেশি পরিমাপের, লিফট সুবিধা সহ, মার্বেল মেঝে যুক্ত ২০৪ নং একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। তবে শারীরিক পরিমাপ অনুযায়ী এটি কমবেশি ১০ কাঠা ৭ ছটাক ৩৭ বর্গফুট। উত্তরে : অন্যান্য ফ্ল্যাট, দক্ষিণে : খোলা জায়গা, পূর্বে : সাধারণ সিঁড়ি এবং খোলা জায়গা, পশ্চিমে : খোলা জায়গা।

৪) যদি উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডকে উপরে উল্লেখিত অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হন, তবে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার ঝুঁকি, খরচ এবং ফলাফলের সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতায় সারফেসি অ্যাক্ট এবং রুলসের সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে উপরের সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫) এছাড়া, সুরক্ষিত সম্পদ পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

৬) উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের সারফেসি অ্যাক্টের অধীনে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনোভাবে সুরক্ষিত সম্পদ হস্তান্তরে নিষেধ করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই অ্যাক্টের বিধান লঙ্ঘন করা সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ২৯-এর অধীনে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

তারিখ : ০৬-১০-২০২৬
স্থান : কলকাতা

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

SBI

হোম লোন সেন্টার সাউথ কলকাতা (১৬২৮৬)
১ম ফ্লোর, উইন্ডসর হাইটস, ২৭৭, উত্তর কুমারখালি, ই.এম. বাইপাস,
কলকাতা - ৭০০১০৩, পশ্চিমবঙ্গ, ই-মেইল : sbi.16286@sbi.co.in

সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত লোন সুবিধার আসল পরিশোধ এবং সুদ প্রদানে খেলাপি হয়েছেন এবং লোনগুলি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রি-কনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় তাদের নোটিশ জারি করা হয়েছিল, কিন্তু তারা/তাদের মধ্যে কিছু অবিলিকৃত অবস্থায় ফেরত এসেছে এবং তাই এই পাবলিক নোটিশের মাধ্যমে তাদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা(দের) নাম ও ঠিকানা/ শাখার নাম	প্রয়োগ করা হবে এমন সম্পত্তির বিবরণ/ সুরক্ষিত সম্পদের ঠিকানা	নোটিশের তারিখ	এনপিএ-এর তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতী অনিন্দিতা বসু** পিতা- শান্তিময় বসু **ঠিকানা :** ১৬/২বি ফার্ন রোড, থানা গড়িয়াহাট, কলকাতা - ৭০০০১৯। **এছাড়াও** ৩০/১সি, ব্যানার্জি পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, থানা- কসবা, কলকাতা ৭০০০৩১। **এছাড়াও** ৭২, কাঁকুলিয়া রোড, কলকাতা-৭০০০২৯। **শাখার নাম** **রুবি পার্ক (০৮৪৩৮)** **অ্যাকাউন্ট নং- ৩০৮৩৭০৮৮০৫১ (এইচবিএল)**	পার্ট-১ চার্জের প্রকৃতি ফ্ল্যাট/ভবন/জমির উপর ইএম **পার্ট ২** **টাইটেল ডিড জমার মাধ্যমে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ** কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে ৯১ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে কলকাতা - ৭০০০৩১, থানা- কসবা, মৌজা- ঢাকুরিয়া, ৩০/১সি ব্যানার্জি পাড়া লেন প্রেমিসেসের আংশিক ২ তলা এবং আংশিক ৩ তলা ভবনের প্রায় ১১৫৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের সম্পূর্ণ ১ম ফ্লোর এবং তার ২য় ফ্লোরে প্রায় ৫৮৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার জায়গার সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। প্রেমিসেসটির সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে : ৩০/১ নং প্রেমিসেস দ্বারা, ব্যানার্জি পাড়া লেন; দক্ষিণে : ২৯ নং প্রেমিসেস দ্বারা, ব্যানার্জি পাড়া লেন; পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া ব্যানার্জি পাড়া লেন দ্বারা; পশ্চিমে : ৩০/১বি নং প্রেমিসেস দ্বারা, ব্যানার্জি পাড়া লেন; **দলিলের বিবরণ :** এ.ডি.এস.আর. - শিয়ালদহ, পশ্চিমবঙ্গে **২০০৯ সালের জন্য ০১৭৯৭ নং দলিল** হিসেবে বই-১, সিডি ভলিউম নম্বর ৮, ২৮৯১ থেকে ২৯১৫ পৃষ্ঠায় নিবন্ধিত। **মালিক কুমারী অনিন্দিতা বসু,** পিতা- শ্রী শান্তিময় বসু।	নোটিশের তারিখ ২২.০৯.২০২৬	এনপিএ তারিখ ২৬.০৮.২০২৬	**২২.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৫,৬২,০৬৩.০০ টাকা (পাঁচ লক্ষ বাষট্টি হাজার তেষট্টি টাকা)।** এছাড়াও আপনি উল্লিখিত পরিমাণের উপর আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যতের সুদ প্রদান করতে দায়বদ্ধ।
২.	**শ্রীমতী পায়েল সাহা** স্বামী- প্রয়াত নিরুপম সাহা **(প্রয়াত নিরুপম সাহার আইনি উত্তরাধিকারী হিসেবে)** ১৪৭, ব্রহ্মপুর রোড, ডাকঘর ও থানা বাঁশদ্রোণী, কলকাতা- ৭০০০৭০। **এছাড়াও** প্রাঙ্গণ নং ২৬০, ব্রহ্মপুর, (ডাক ঠিকানা হলো ডি-২০, নর্দান পার্ক), ডাকঘর ও থানা-বাঁশদ্রোণী, কলকাতা-৭০০০৭০। **শ্রীমতী নমিতা সাহা** স্বামী- প্রয়াত নবকুমার সাহা **(প্রয়াত নবকুমার সাহার আইনি উত্তরাধিকারী হিসেবে)** **শ্রী রূপম সাহা** পিতা- প্রয়াত নবকুমার সাহা **(প্রয়াত নবকুমার সাহার আইনি উত্তরাধিকারী হিসেবে)** **উভয়ের ঠিকানা :** ১৪৭, ব্রহ্মপুর রোড, ডাকঘর ও থানা বাঁশদ্রোণী, কলকাতা - ৭০০০৭০। **শাখার নাম** **টালিগঞ্জ (০১৭১৯)** **অ্যাকাউন্ট নং- ১১১২৯৫১০৫৩৯ (এইচবিএল)**	পার্ট-১ চার্জের প্রকৃতি ফ্ল্যাট/ভবন/জমির উপর ইএম **পার্ট ২** **টাইটেল ডিড জমার মাধ্যমে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ** দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়, বর্তমানে বাঁশদ্রোণী পূর্বে রিজেন্ট পার্ক থানার অধীনে, ৪৮ জে.এল. নং, মৌজা- ব্রহ্মপুর, ৪২১ সি.এস. ও আর.এস. খতিয়ান নং-এর অধীনে ৯ দাগ নং-এর অংশের সাথে সম্পর্কিত কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১১২ নম্বর ওয়ার্ড, প্রেমিসেসে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ সহ কলকাতা ৭০০০৭০, থানা- রিজেন্ট পার্ক (বর্তমানে বাঁশদ্রোণী), ২৬০, ব্রহ্মপুর রোড প্রাঙ্গণে অবস্থিত ভবনে অন্যান্য সাধারণ এলাকার অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ সহ গ্রাউন্ড ফ্লোরে (দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে) ১৫০ বর্গফুট পরিমাপের একটি কার পার্কিং স্পেস এবং ২য় ফ্লোরে ৭ নং স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত এবং ৯১০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের, যেখানে দুটি বেডরুম, একটি লিভিং/ডাইনিং, একটি রান্নাঘর, একটি ডব্লিউ.সি. এবং একটি ব্যালকনি রয়েছে। **প্রেমিসেসটির সীমানা নিম্নরূপ :** উত্তরে : ৪ নং প্লটের জমি, দক্ষিণে : ৫ নং প্লটের জমি এবং ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্বে : ৪/১ নং প্লটের জমি এবং ৮ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের রাস্তা। সম্পত্তির মালিক শ্রী নিরুপম সাহা, পিতা- শ্রী নবকুমার সাহা, **দলিল নং I-00428/2007,** বই নং ১, ভলিউম নং ৩১, ৩২ থেকে ৭৪ নম্বর পৃষ্ঠা, ডিএসআর-১, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।	নোটিশের তারিখ ০৫.০৯.২০২৬	এনপিএ তারিখ ২৯.০৫.২০২৩	**০৫.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৭,০৬,৬৯৮.০০ টাকা (সাত লক্ষ ছয় হাজার ছয়শো আটানব্বই টাকা)।** এছাড়াও আপনি উল্লিখিত পরিমাণের উপর আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যতের সুদ প্রদান করতে দায়বদ্ধ।
৩.	ঋণগ্রহীতা **শ্রী প্রতুল মৃধা** পিতা- প্রয়াত পঞ্চানন মৃধা ঠিকানা ছোট মোল্লাখালি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৩৭৮। **এছাড়াও** প্রাঙ্গণ নং ৭৬, বক্সী পল্লী (৬৮ সোনালী পার্ক), ২য় ফ্লোর (পিছন দিক)। থানা- বাঁশদ্রোণী (পূর্বে রিজেন্ট পার্ক), কলকাতা-৭০০০৮৪। **শাখার নাম** **কালিকাপুর (০৩৯০৭)** **অ্যাকাউন্ট নং- ৩১৫৯৫১৭৪৫৪৭ (এইচবিএল)**	পার্ট-১ চার্জের প্রকৃতি ফ্ল্যাট/ভবন/জমির উপর ইএম **পার্ট ২** **টাইটেল ডিড জমার মাধ্যমে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ** কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস - আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়, থানা- রিজেন্ট পার্ক (বর্তমানে বাঁশদ্রোণী), কলকাতা -৭০০০৮৪, ৭৬ বক্সী পল্লী প্রেমিসেসের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক ইমপার্টিবল অংশ সহ জি-৩ তলা ভবনে ২য় ফ্লোরের পিছনের দিকে অবস্থিত প্রায় ৪২৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যেখানে একটি বেডরুম, একটি কিচেন কাম ডাইনিং রুম, একটি টয়লেট এবং একটি ব্যালকনি রয়েছে, এটি ১১২ নম্বর ওয়ার্ড, মৌজা - কামদাহারি, ৪৯ জে.এল. নং, ২৪৫ সি.এস. খতিয়ান নং, ৬০ দাগ নং-এ অবস্থিত। প্রাঙ্গণটির সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে : স্কিম প্লট নং ৬৫ দ্বারা; দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া কে.এম.সি. রাস্তা দ্বারা; পূর্বে : স্কিম প্লট নং ৬৯ দ্বারা; পশ্চিমে : ৬৯ নং দাগের অংশ দ্বারা; **দলিলের বিবরণ :** ডি.এস.আর. ১, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গে **২০১১ সালের জন্য ০০২২৮ নং দলিল** হিসেবে বই - ১, সিডি ভলিউম নম্বর ১, ৪৫৬৭ থেকে ৪৫৮৯ নম্বর পৃষ্ঠায় নিবন্ধিত। **মালিক শ্রী প্রতুল মৃধা** পিতা- প্রয়াত পঞ্চানন মৃধা।	নোটিশের তারিখ ২১.০৯.২০২৬	এনপিএ তারিখ ১৮.০৯.২০২৬	**২১.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৩,০৪,৩৭১.০০ টাকা (তিন লক্ষ চার হাজার তিনশো একাত্তর টাকা)।** এছাড়াও আপনি উল্লিখিত পরিমাণের উপর আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যতের সুদ প্রদান করতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প জারির জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরের ঋণগ্রহীতা(দের) এবং/বা তাদের ব্যক্তিগত এবং কর্পোরেট গ্যারান্টার(দের) (যেখানে প্রযোজ্য) এতদ্বারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪)-এর অধীনে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ পুনরুদ্ধার করার জন্য ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারের কাছে উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে আমরা সারফেসি অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অনুগ্রহ করে সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে পূর্বে জারি করা ডিমান্ড নোটিশটিকে (যদি থাকে) এতদ্বারা বাতিল/প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে বিবেচনা করুন

তারিখ : ০৬.১০.২০২৬
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

১০৩০ বছরের রীতি এখনও বর্তমান

বিষ্ণুপুর মল্ল রাজবাড়িতে কামান ফাটিয়ে শুরু হল দেবী মৃণ্ময়ীর পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: রাজা নেই, নেই রাজত্বও। তবু নিয়ম মেনে কৃষ্ণা নবমীতে দেবী এলেন। স্থানীয় গোপাল সায়েরে মহাস্নান পর্বের পর বড় ঠাকুরানী প্রবেশ করলেন সুপ্রাচীন মন্দিরে। রীতি মেনে পার্শ্ববর্তী গোপাল সায়েরের পাড় থেকে মুহুর্মুহু গর্জে উঠলো কামান। ঢোল, কাঁসর, সানাই-এর শব্দে সূচীত হল দেবীর আগমন। গত ১০৩০ বছরের রীতি মেনে আজও এভাবেই বড় ঠাকুরানীর মন্দিরের সাথে সাথে প্রাচীন মল্ল গড় বিষ্ণুপুরে শুরু হয়ে গেল রাজ কূলদেবী মৃন্ময়ীর পুজো।

হাজার বছরের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী সারা রাজ্যে পুজো শুরু হওয়ার সপ্তাহ দুই আগেই কৃষ্ণা নবমী তিথিতে মৃন্ময়ীর পুজো শুরু হয়ে যায় বিষ্ণুপুর মল্ল রাজ বাড়িতে। এদিন সাত সকালেই বিষ্ণুপুরের ফৌজদার পরিবারের হাতে আঁকা বড় ঠাকুরানীর পট নিয়ে রাজ পুরোহিতরা হাজির হন রাজ দরবার লাগোয়া মাধব সায়ের নামের একটি পুকুরে। হাজির হন রাজ পরিবারের সদস্যরাও। সেখানে একপ্রস্থ পুজো পাঠের মধ্য দিয়ে দেবীকে মহাস্নান করানো হয়। এরপর সেই পট বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে শোভাযাত্রা করে রাজ পুরোহিতেরা নিয়ে আসেন মৃন্ময়ী মন্দির চত্বরে। মন্দির চত্বরে বড় ঠাকুরানীর প্রবেশের মূহুর্তে গোপাল সায়েরের পাড় থেকে পরপর তিনটি তোপধ্বনী করা হয়। এরপর বড় ঠাকুরানীর পট রাখা হয় মন্দির চত্বরের একটি বেদীতে। সেখানে আরেক প্রস্থ পুজো পাঠের পর রাজ পরিবারের সদস্যারা দেবীকে বরণ করেন। এরপর পান পাতায় পা রেখে দেবী প্রবেশ করেন মৃন্ময়ীর মূল মন্দিরে। মূল মন্দিরের প্রবেশের মূহুর্তে আরও তিনটি তোপধ্বনী করা হয় গোপাল সায়েরের পাড় থেকে। সুপ্রাচীন রাজ পরিবারের পুজো। তাই মৃন্ময়ীর পুজো পদ্ধতিও সম্পূর্ণ আলাদা। মল্ল রাজ পরিবারের একেবারে স্বতন্ত্র বলীনারায়ণী পুঁথি অনুসারে এই পুজো হয়। পুজোর সুপ্রাচীন নিয়ম অনুসারে কৃষ্ণা নবমীতে মন্দিরে আসেন বড় ঠাকুরানী অর্থাৎ মহাকালী। এরপর মান চতুর্থীর দিন একই ভাবে মন্দিরে আসবেন মেজ ঠাকুরানী অর্থাৎ মহা সরস্বতী ও ষষ্ঠীর দিন মন্দিরে আসবেন ছোট ঠাকুরানী অর্থাৎ মহা লক্ষ্মী। অষ্টমী ও নবমীর মধ্যরাতে মন্দিরে পুজো হবে খচ্চরবাহিনী বা মহামারীর। মহামারী থেকে প্রজাদের বাঁচাতেই এই পুজোর প্রচলন বলে শোনা যায়। কথিত আছে, অতীতে শাক্ত মতে এই পুজো হতো। হতো নরবলিও। কিন্তু শ্রীনিবাস আচার্যের সান্নিধ্যে এসে মল্ল রাজ পরিবার বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর থেকেই জীব বলিদান প্রথা বন্ধ হয়ে যায়। বদলে শব্দকে ব্রহ্ম জ্ঞান করে সময় নির্ঘন্ট অনুযায়ী তোপধ্বনী করা হয়। জানা যায়, আজ থেকে এক হাজার বছর আগে মল্লরাজাদের রাজধানী ছিল জয়পুরের প্রদ্যুম্নপুর গ্রামে। কথিত আছে মল্ল রাজ জগৎমল্ল শিকারে বেরিয়ে একবার পথ ভুলে চলে আসেন বন বিষ্ণুপুরে। ক্লান্ত শরীরে জঙ্গলের মধ্যে একটি বটগাছের তলায় তিনি ঘুমিয়ে পড়লে বিভিন্ন দৈব ঘটনা ঘটতে থাকে তাঁর সঙ্গে। পরে তিনি দৈব নির্দেশে ৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ওই বটগাছের তলায় দেবী মৃন্ময়ী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তিনি মল্ল রাজধানী প্রদ্যুম্নপুর থেকে সরিয়ে বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসেন। এরপর থেকেই মহাধূমধামে শুরু হয় দেবীর পুজো। রাজত্ব থেকে রাজপরিবারের বিপুল পরিমাণ আয় থাকায় অতীতে পুজোর প্রতিটি আচার অনুষ্ঠানে ছিল বিপুল জেল্লা ও আভিজাত্য। সময়ের সাথে সাথে মল্লরা রাজত্ব হারালেও কূলদেবী মৃন্ময়ীর পুজোতে তার তেমন প্রভাব পড়তে দেননি মল্ল পরিবার। ভাটা পড়েনি মৃন্ময়ী পুজোকে ঘিরে রাজপরিবারের নিষ্ঠা, ভক্তি ও বিষ্ণুপুরের মানুষের আবেগে। বয়সের বিচারে বাংলার অন্যতম প্রাচীন পুজো হলেও এই পুজোর নিয়ম নীতি রয়েছে প্রথম দিন থেকে প্রায় একই রকম। একসময় মৃন্ময়ীর তোপধ্বনী শুনে গোটা মল্ল রাজত্ব এমনকি গোটা রাঢ় বঙ্গে পুজোর নির্ঘন্ট পরিমাপ করা হত। এখন বিভিন্ন কারনে সেই তোপের আকার ছোট করে দেওয়া হয়েছে। মৃন্ময়ী মল্ল রাজ কূলদেবী হলেও বিষ্ণুপুরের আপামর মানুষের কাছে মৃন্ময়ীর পুজো এক আলাদা আবেগের নাম।

ঝাড়ফুঁকের আড়ালে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন! গ্রেপ্তার 'ওঝা'

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: চিকিৎসার নামে ঝাড়ফুঁক, নাবালিকার গোপনাঙ্গে স্পর্শের অভিযোগ 'ওঝা'র বিরুদ্ধে হাড়োয়ায় ১৫ বছরের নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ, পকসো মামলায় গ্রেপ্তার আতাউর। চিকিৎসার নামে ঝাড়ফুঁক। আর সেই সুযোগেই ১৫ বছরের নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল এক 'ওঝা'র বিরুদ্ধে। নাবালিকার পোশাক খুলিয়ে গোপনাঙ্গে স্পর্শ এবং আঙুল প্রবেশ করানোর অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ায়। অভিযোগের ভিত্তিতে আতাউর রহমান মোল্লা (৪২) নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ।

পুলিশ ও অভিযোগ সূত্রে জানা গিয়েছে, অসুস্থ মেয়েকে চিকিৎসার জন্য এক আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন তার মা। অভিযোগ, চিকিৎসার সময় ঝাড়ফুঁকের নামে নাবালিকার পোশাক খুলিয়ে তার গোপনাঙ্গে স্পর্শ করেন আতাউর। এমনকী, আঙুল প্রবেশ করানোরও অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।

ঘটনার পর বাড়ি ফিরে মাকে পুরো বিষয়টি জানায় নাবালিকা। এরপরই হাড়োয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তার মা। অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তে নামে পুলিশ। অভিযুক্ত আতাউর রহমান মোল্লাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো আইন-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। গ্রেপ্তারের পর তাকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তকে সাত দিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে হাড়োয়া থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। নাবালিকার অভিযোগের সত্যতা, চিকিৎসার নামে কী ঘটেছিল এবং ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

১২০ বছরের ভক্তি ও অলৌকিক বিশ্বাস এখনও অমলিন বিষ্ণুপুরের শিব মন্দিরে

দেবাশিস দে

বিষ্ণুপুর: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিষ্ণুপুর এক নম্বর ব্লকের অন্তর্গত নেপালগঞ্জ হাটের সন্নিকটে চক কলমী গ্রামে কালের সাক্ষী হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রায় ১২০ বছরের প্রাচীন 'শিব মন্দির'। সময়ের বিবর্তনে মাটির দেওয়াল ও ছনের চালা বদলে গিয়ে সেখানে গড়ে উঠেছে সুদৃশ্য পাকা মন্দির প্রাঙ্গণ। রূপ বদলালেও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মন্দিরটির মহিমা, লোকবিশ্বাস ও অলৌকিকতার কাহিনী অমলিন রয়েছে। প্রতিদিন অগণিত ভক্ত দূর-দূরান্ত থেকে নানা সংকট ও রোগব্যাধি থেকে পরিত্রাণের আশায় এখানে ছুটে আসেন। তবে বর্তমানের এই মুখরিত তীর্থক্ষেত্রের সূচনা লুকিয়ে রয়েছে এক বেদনাময় ও নিস্তব্ধ অতীতের বুকে। এক শতাব্দী আগে এই স্থানটি ছিল সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য ও নির্জন। গ্রামের শিশুদের অকালমৃত্যু হলে তাদের মরদেহ এই প্রান্তরে এনে সমাহিত করা হতো। পরবর্তীতে গ্রামের এক ধর্মপ্রাণ ভক্ত স্বপ্নে মহাদেবের আদেশ পান যে, এই পবিত্র জমিতে মন্দির গড়ে তাঁর পূজা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দৈব নির্দেশ শিরোধার্য করে বাঁশ ও ছন দিয়ে তৈরি করা হয় দেবাদিদেবের প্রথম আদি মন্দির। এরপর শিবের অলৌকিক শক্তির প্রতি মানুষের অগাধ বিশ্বাস জন্ম নেয় এবং ধীরে ধীরে ভক্তদের আন্তরিক সহযোগিতায় তা এক সুসংগঠিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে রূপ পায়। মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনপদে ছড়িয়ে রয়েছে বহু রহস্যময় উপাখ্যান। ১৯৮৮ সালে নতুন মন্দির নির্মাণের সময়ে আকবর নামে এক নির্মাণকর্মী গোধূলিবেলায় খোলা চুলের এক রূপসী নারীকে মন্দিরে প্রবেশ করে শূন্যে মিলিয়ে যেতে দেখেছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। আবার গ্রামের এক ব্যক্তি নারকেল গাছ থেকে নিচে পড়ে কাঁধে মারাত্মক চোট পেয়েছিলেন। চিকিৎসকরা অস্ত্রোপচারের পরেও যখ ন সুস্থতার কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারেননি, তখন তিনি এক মাস নিয়মিত শিবলিঙ্গে জল ঢেলে প্রার্থনা করে অলৌকিকভাবে সুস্থ হয়ে ওঠেন। এছাড়া অতীতে মহাদেবের অপমানে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া কিংবা অবহেলার পরিণতি নিয়ে প্রবীণদের মুখে মুখে নানা ঘটনা প্রচলিত আছে, যা ভক্তদের মনে গভীর সমীহ জাগিয়ে তোলে। সারা বছরই ভক্তদের পদচারণায় মন্দির মুখরিত থাকলেও চৈত্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠী ও সংক্রান্তির দিনে এখানে মানুষের ঢল নামে। বছরের শেষ দিনে মহাদেবের মাথায় জল ঢাললে আগামী পুরো বছর জুড়ে পরিবারে সুখ, শান্তি ও সুস্বাস্থ্য বজায় থাকে বলে পুণ্যার্থীদের দৃঢ় বিশ্বাস। এছাড়া মহা শিবরাত্রি এবং প্রতি বছর ১৭ই শ্রাবণে মহাসমারোহে বিশেষ পূজার্চনা আয়োজিত হয়। একসময়ের শোক ও নিস্তব্ধতায় ঢাকা প্রান্তর আজ হাজার হাজার মানুষের পরম আশ্রয়স্থল এবং জাগ্রত ভক্তির এক উজ্জ্বল জীবন্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে।

অতীত ও ভবিষ্যতের সেতুবন্ধন

কুড়ি বছর পর রবীন্দ্র সদনে মঞ্চস্থ 'প্রেত শান্তি'

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: নাটকের শহর সিউড়িতে নাট্যচর্চা ও নাটক নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই রবীন্দ্র সদনে মঞ্চস্থ হলো বহুল চর্চিত নাটক 'প্রেত শান্তি'। প্রায় দুই দশক আগে যে নাটক দর্শকদের মধ্যে আলোড়ন তুলেছিল, কুড়ি বছর পর নতুন আঙ্গিকে সেই নাটকই আবার মঞ্চে ফিরল। পুরনো অভিনেতাদের উপস্থিতির পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের কচিকাঁচাদের মঞ্চে এনে নাটকটিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে প্রযোজনা সংস্থা গণকণ্ঠ।

প্রায় কুড়ি বছর আগে নাট্যকার, অভিনেতা ও নির্দেশক সুবিনয় দাস 'প্রেত শান্তি' নাট্যরূপে লিখেছিলেন। মানুষ মৃত্যুর পর প্রেত হয়ে যায়;সমাজে প্রচলিত এমন নানা বিশ্বাস, ভয় ও কুসংস্কারকে কেন্দ্র করেই নাটকের মূল বক্তব্য গড়ে উঠেছিল। মৃত্যুকে ঘিরে মানুষের অযৌক্তিক ভয় এবং সেই ভয়কে কেন্দ্র করে সমাজে তৈরি হওয়া নানা কুসংস্কার যে যুক্তিবোধের অভাব থেকেই জন্ম নেয়, নাটকের মধ্য দিয়ে সেই বার্তাই তুলে ধরা হয়েছিল। সময়ের ব্যবধান প্রায় দুই দশক হলেও নাটকের সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা যে এতটুকু কমেনি, নতুন প্রযোজনায় তা আরও একবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। বরং বর্তমান সময়ের সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নাটকের পরিসর এবং ঘটনা প্রবাহকে আরও কিছুটা বিস্তৃত করা হয়েছে। এবারের প্রযোজনার নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়ে পুরনো নাটকের মূল বক্তব্য অক্ষুণ্ণ রেখেই নাটকের উপস্থাপনায় নতুনত্ব আনার চেষ্টা করেছেন নির্দেশক হেমন্ত ব্যানার্জি। বিশেষ করে আগামী দিনের নাট্যচর্চাকে সামনে রেখে নাটকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে নতুন প্রজন্মের কচিকাঁচাদের। ফলে পুরনো ও নতুন; দুই প্রজন্মের শিল্পীদের উপস্থিতিতে তৈরি হয়েছে এক অভিনব মেলবন্ধন। এই মঞ্চায়নের অন্যতম আকর্ষণ ছিল দুই দশক আগের সেই নাটকের সঙ্গে যুক্ত অভিনেতাদের ফিরে আসা। তাঁদের অভিনয় যেন শুধু একটি নাটকের পুনর্মঞ্চায়ন নয়, বরং সিউড়ির নাট্যচর্চার একটি সময়ের ইতিহাসকেও মঞ্চে ফিরিয়ে আনা। তাঁদের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের উপস্থিতি সেই ইতিহাসকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তাও দিয়েছে। রবীন্দ্র সদনের মঞ্চে 'প্রেত শান্তি'র নতুন উপস্থাপনা তাই নিছক পুরনো নাটকের পুনর্মঞ্চায়ন হয়ে থাকেনি। পুরনো দিনের স্মৃতি, অভিজ্ঞ শিল্পীদের অভিনয়, নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণ এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী সামাজিক বার্তা,সব মিলিয়ে নাটকটি হয়ে উঠেছে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন। কুড়ি বছর আগের স্মৃতিকে রোমন্থন করে বর্তমান প্রজন্মের সামনে নাটকের নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেওয়ার পাশাপাশি আগামী দিনের নাট্যচর্চার ক্ষেত্রেও যেন এক ধরনের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল গণকণ্ঠ। সিউড়ির নাট্যশহরের মঞ্চে 'প্রেত শান্তি'র এই প্রত্যাবর্তন সেই কারণেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

তারাপীঠে এসে পুজো দিলেন মহারাষ্ট্র প্রদেশ বিজেপির সংগঠনের নবনির্বাচিত সহ-সাধারণ সম্পাদক সতীশ ধন্দ। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ধ্রুব সাহা, সাঁইথিয়ার বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা,বীরভূম সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উদয় শঙ্কর ব্যানার্জি, বোলপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক শামসুন্দর গড়াই প্রমুখ।

সিউড়িতে ৭ অক্টোবর 'সেবা জ্যোতি যাত্রা'

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শোনার প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: ৭ অক্টোবর সিউড়িতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'সেবা জ্যোতি যাত্রা'। একই দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের ২৫ বছর পূর্তি। সেই উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। সকাল ১০টায় প্রধানমন্ত্রীর সেই ভাষণ বীরভূমের মানুষ যাতে সরাসরি শুনতে পারেন, তার জন্য সিউড়িতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই বিশেষ দিনে থাকতে পারেন জেলার দুই মন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও কৃষিমন্ত্রী দুধ কুমার মণ্ডলও। সিউড়ির ইরিগেশন কলোনির ময়দানে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হবে বলে জেলা বিজেপি সভাপতি উদয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এই অনুষ্ঠানকে সফল করতে ও প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে উদয়শঙ্কর ব্যানার্জির নেতৃত্বে বিজেপির প্রতিনিধিরা জেলা প্রশাসন ভবনে জেলাশাসকের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে প্রতিনিধিদল ইরিগেশন কলোনির ময়দানে পৌঁছে অনুষ্ঠানস্থল পরিদর্শনও করে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শোনার পাশাপাশি 'সেবা জ্যোতি যাত্রা'কে কেন্দ্র করে সিউড়িতে বিজেপির সাংগঠনিক প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। বিজেপির জেলা সভাপতি জানান, ৭ অক্টোবর ইরিগেশন কলোনির ময়দান থেকে জেলাশাসকের কার্যালয় পর্যন্ত 'সেবা জ্যোতি যাত্রা' হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া

সরকারি অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত বাঁকুড়ার ৩ পুজো কমিটির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আবেদনে সাড়া দিয়ে এবার বাঁকুড়ার ৩টি পুজো কমিটি সরকারি অনুদান নেবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের এই সিদ্ধান্তের কথা তারা সরকারি স্তরে জানিয়েও দিয়েছেন। বাঁকুড়া শহরের অন্যতম বিগ বাজেটের পুজো হরেশ্বর মেলা ইন্দারাগোড়া দুর্গাপুজো কমিটি ও রবীন্দ্রসরনী দুর্গাপুজো কমিটি এবং অধিবাসী বৃন্দের পুজো কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হরেশ্বর মেলা পুজো কমিটির সম্পাদক রমেশ মুরারকা এপ্রসঙ্গে জানান পুজো ও আনুষাঙ্গিক যা খরচ হয় সেই টাকা এলাকার বাসিন্দা ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রদেয় টাকাতেই হয়ে যায়। সেজন্য এবার তারা সরকারি অনুদান নেবেন না। মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

রবীন্দ্রসরনি দুর্গা পুজো কমিটির সম্পাদক মুন্না চক্রবর্তী বলেন, 'এবার তাদের আনুমানিক ব্যয় ৩০ লক্ষ টাকা। সেই টাকা আমরা সবাই মিলে সংগ্রহ করছি। যেহেতু আমরা এই টাকা সংগ্রহ করতে সমর্থ সেহেতু সরকারি অর্থ নেবনা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এতে সরকারের চাপ কমবে।'

সরকারি অনুদান না নেওয়ার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন বাঁকুড়াবাসী। অনেকেই আবার পুজো অনুদান সহ খয়রাতির নামে সরকারি টাকা অপচয় বন্ধের দাবি তুলেছেন।

খনির তলায় হঠাৎ জল! আতঙ্কে দ্রুত শ্রমিকদের উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: অন্ডাল-হঠাৎ খনির গভীরে জল! মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল আতঙ্ক। প্রাণ বাঁচাতে তড়িঘড়ি খনির নিচ থেকে শ্রমিকদের উপরে তুলে আনা হল। রবিবার হওয়ায় এমনিতেই খনিতে কর্মীর সংখ্যা তুলনামূলক কম ছিল। ফলে বড়সড় বিপদ এড়ানো গিয়েছে বলেই প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে অন্ডালের সিদুলি জামবাদ কোলিয়ারি এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়দের দাবি, আচমকাই খনির নিচে জল ঢুকতে শুরু করে। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে আতঙ্কিত শ্রমিকরা আর দেরি না করে দ্রুত খনির উপরে উঠে আসেন। কীভাবে আচমকা খনির গভীরে জল ঢুকল, তার কোনও স্পষ্ট উত্তর এখনও মেলেনি। তবে ঘটনার জেরে খনি কর্তৃপক্ষের মধ্যে শুরু হয়েছে তৎপরতা। এরই মধ্যে খনির আশপাশের জনবসতি এলাকায়ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বেশ কিছু বাড়িতে নড়াচড়া অনুভূত হচ্ছে। কোথাও কোথাও শোনা যাচ্ছে বিকট শব্দ। ফলে পুজোর মুখে ঘরবাড়ি ছেড়ে সন্তান, বয়স্কদের নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ছেন বহু পরিবার। আচমকা এমন পরিস্থিতিতে কার্যত আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে গোটা এলাকায়। স্থানীয়দের আশঙ্কা, খনির ভূগর্ভে জল ঢোকার ঘটনার সঙ্গে জনবসতি এলাকায় বাড়িঘরে নড়াচড়া কিংবা বিকট শব্দ শোনার কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা জরুরি। হঠাৎ করে কোথা থেকে এত জল খনির ভিতরে ঢুকল, তার উত্তর এখনও অজানা। ফলে ঘটনাকে ঘিরে বাড়ছে উদ্বেগ ও প্রশ্ন। কোলিয়ারির এজেন্ট জানিয়েছেন, কীভাবে খনির ভিতরে জল ঢুকল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। বিষয়টি উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের জানানো হয়েছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে ইসিএল। তবে খনির অভ্যন্তরে জল ঢোকার প্রকৃত কারণ এবং তার প্রভাব কতটা, তা তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। একদিকে খনির ভিতরে আচমকা জল ঢোকার আতঙ্ক, অন্যদিকে জনবসতি এলাকায় বাড়িঘর কেঁপে ওঠা ও বিকট শব্দ, সব মিলিয়ে পুজোর মুখে অন্ডালের সিদুলি জামবাদ এলাকায় যেন আতঙ্কের ছায়া।

২০৪ বছর ধরে দ্বিভুজা দুর্গার আরাধনা আরামবাগের হালদার বাড়িতে

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: আরামবাগের বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজোগুলিকে ঘিরে নানা জনশ্রুতি ও ঐতিহাসিক ঘটনা লুকিয়ে আছে। এবার দশভুজা দুর্গার বদলে দ্বিভুজা শিব দুর্গার আরাধনা করতে দেখা গেল আরামবাগের দৌলতপুরের হালদার বাড়িতে। প্রায় ২০৪ বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এই পুজো। দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে হালদার বাড়ির সদস্যরা শিব দুর্গার পুজোপাঠ শুরু করে। সঙ্গে কার্তিক, গণেশ ও দেবী দুর্গার দুই মেয়ে সরস্বতী ও লক্ষ্মীর একই ফ্রেমে পুজো পাঠ চলে হালদার বাড়িতে। আরামবাগ শহরের দৌলতপুরে বংশানুক্রমে ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে দ্বিভুজা মা দুর্গা পূজিত হয়ে আসছেন। এই পুজোকে ঘিরে রয়েছে বহু জনশ্রুতি। এই পরিবারের সদস্যদের দাবি, পূর্ব মেদিনীপুর থেকে চার ভাই মাখনলাল, গোপাল চন্দ্র, বেণীমাধব এবং গোষ্ঠ বিহারী হালদার মাথায় করে মাল নিয়ে ফেরি করতে এসেছিলেন আরামবাগে। সেই থেকে তারা আরামবাগে এসে ব্যবসা শুরু করেন। একটি মুদিখানার দোকান তৈরিও করেন। সে সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ায় ওই চার ভাই দ্বারকেশ্বর নদীর জল পথে কলকাতা থেকে বন্দর হয়ে মালপত্র আরামবাগে এনে বিক্রি করতেন। এমনকী মালপত্র কিনে আনার সময় প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি হলে সেই সময় তাদের তিনটি নৌকো জলে ডুবে যায়। নৌকোডুবির ফলে তাদের বহু টাকার মালপত্র নষ্ট হয়ে যায়। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন তারা। এরপর সেই দিন রাত্রে মা চণ্ডী ৪ ভাইকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন, কাল সকালে যেখানে নৌকোডুবি হয়েছিল সেইখানে যা, মালপত্র পাবি। এরপর তারা সেখানে গিয়ে মালপত্র ফেরত পায়। ওই মালপত্র গুলি বিক্রি করে তারা অনেক ধন লাভ করেন। এরপর একদিন মা চণ্ডী হালদার বাড়ির বড় ছেলে ও বাকি তিন ভাইকে শিব ও দুর্গার মূর্তি গড়ে ভক্তি ভরে পুজো অর্চনা করতে বললেন। তারপর থেকে মা দুর্গার পুজোপাঠ শুরু হয় হালদার বাড়িতে। হালদার বাড়ির পুজোয় দেবী দুর্গা দ্বিভুজা। প্রতিপদ থেকে শুরু হয় হালদার বাড়ির পুজো। সপ্তমীর দিন সকালে পালকিতে করে নিয়ে আসা হয় কলা বৌ। পরিবারের সদস্যরাই পালকির চার হাতল কাঁধে নিয়ে ঘট তোলেন। এরপর দুইটি ছাঁচি কুমড়ো বলি দেওয়া হয় মা দুর্গার সামনে। সন্ধিক্ষণে একটি কালো পাঠা বলি দেওয়া হয় এবং ঐদিন সন্ধ্যায় সন্ধি পুজোতে ১০৮ টি প্রদীপ জ্বালানো হয়। নবমীতে দুইটি পাঁঠা, একজোড়া আঁখ, একটি কলা, একটি লেবু, একটি ছাঁচি কুমড়ো বলি দেওয়া হয়। দুপুরে পরিবারের সকল সদস্য ও এলাকাবাসীদের নিয়ে ঠাকুরের প্রসাদ খাওয়ানো হয়। এরপর সন্ধিক্ষণের দিন বলি দেওয়া পাঁঠার মুণ্ডুটি নবমীর দিন রাতে দ্বারকেশ্বর নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। দশমীর দিনেও সময় মেনে দ্বারকেশ্বর নদের জলে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। হালদার বাড়ির এক সদস্য জানান, আমাদের এখানে শিব ও দুর্গার রূপে মায়ের পুজো হয়। মাকে আমরা কন্যা রূপে পুজো করি। সবমিলিয়ে আরামবাগের হালবাড়ির দুর্গা প্রথম মা চন্ডীরূপে স্বপ্নাদেশে দেখা দেয়।

দুর্গাপুজোয় চাহিদা মেটাতে মালদায় পাঁচ লক্ষ পদ্ম সংরক্ষণের পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। আর দুর্গাপুজোর নানা আচার-অনুষ্ঠানে পদ্মফুলের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই পুজোর প্রস্তুতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে পদ্ম সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ। মালদা জেলা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলা থেকে পদ্ম সংগ্রহ করে ইংরেজবাজার ব্লকের কমলাবাড়ি এলাকার একটি হিমঘরে মজুত করছেন চাষি ও ব্যবসায়ীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ওই হিমঘরে প্রায় পাঁচ লক্ষ পদ্ম সংরক্ষণ করা হয়েছে। দুর্গাপুজোর সময় চাহিদা মেটাতে আরও প্রায় পাঁচ লক্ষ পদ্ম সংরক্ষণের পরিকল্পনা রয়েছে। হিমঘরে বিশেষ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করে পুজোর চার দিন ধাপে ধাপে বিভিন্ন জায়গায় পদ্ম সরবরাহ করা হবে। মালদা কোল্ড স্টোরেজ ইন্ডাস্ট্রি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা জানান, মালদা জেলার বিভিন্ন ছোট-বড় দুর্গাপুজোয় এখান থেকে পদ্ম সরবরাহ করা হয়। পাশাপাশি জেলার বাইরেও বিভিন্ন পুজো কমিটির কাছে সংরক্ষিত পদ্ম পাঠানো হয়। এ বছর দুর্গাপুজোর সংখ্যা ও চাহিদা দুটোই বেড়েছে। ফলে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার বেশি পরিমাণ পদ্ম সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

পদ্ম চাষিদের বক্তব্য, মালদা-সহ বিভিন্ন এলাকার জলাশয় ও ঝিল থেকে পদ্ম সংগ্রহ করা হয়। পুজোর চার দিন যাতে ফুলের জোগানে কোনও ঘাটতি না হয়, সেই লক্ষ্যেই আগে থেকে পদ্ম সংগ্রহ করে হিমঘরে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ফলে পুজোর মরশুমে মালদার এই হিমঘর থেকেই জেলার পাশাপাশি ভিন জেলার বহু পুজোমণ্ডপে পৌঁছে যাবে পদ্ম। সোমবার ইংরেজবাজার ব্লকের কমলাবাড়ী এলাকার একটি হিমঘরে বিপুল সংখ্যক পদ্ম মজুতের কাজ শুরু করেন সংশ্লিষ্ট এলাকার চাষি ও ব্যবসায়ীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ওই হিমঘরে প্রায় পাঁচ লক্ষ পদ্ম সংরক্ষণ করা হয়েছে। দুর্গাপুজোর সময় চাহিদা মেটাতে আরও প্রায় পাঁচ লক্ষ পদ্ম সংরক্ষণের পরিকল্পনা রয়েছে। হিমঘরে বিশেষ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করে পুজোর চার দিন ধাপে ধাপে বিভিন্ন জায়গায় পদ্ম সরবরাহ করা হবে। মালদা কোল্ড স্টোরেজ ইন্ডাস্ট্রি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, মহালয়ার অন্তত ১৫ দিন আগে থেকেই চাষিরা জলে নেমে পদ্মফুল সংগ্রহের কাজ শুরু করে থাকেন। এরপর সেগুলি হিম ঘরেই সংরক্ষিত করা হয়। মালদার বাইরের মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম থেকেও পদ্ম আমদানি করা হয়ে থাকে। যেগুলি দুর্গা পুজোর মুখেই উত্তরবঙ্গ সহ বিভিন্ন জেলা ও ভিন রাজ্যের রপ্তানি করা হয়ে থাকে। এদিকে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারে জেলার মোট ১৫ টি ব্লকে পুজোর সংখ্যা ১ হাজার ৪৩৩টি। যার মধ্যে ইংরেজবাজারে গত বছর পুজো হয়েছিল ৩২১টি। এবছর ২৭টি নতুন পুজোর আবেদন জমা পড়েছে। পাশাপাশি পুরাতন মালদা ব্লকে গত বছর ২১০টি দুর্গাপুজো হয়েছিল। এবারে নতুন করে ৭টি পুজোর আবেদন জমা পড়েছে।

উত্তরপ্রদেশে বিজেপির রাজ্যসভার প্রার্থী তালিকায় বিরাট চমক

লখনউ, ৫ অক্টোবর: উত্তরপ্রদেশে বিজেপির রাজ্যসভার প্রার্থী তালিকায় চমক। বাদ পড়লেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী, বিএল বর্মাও। বিদায়ী কোনও সাংসদকেই পুনরায় মনোনয়ন না দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন আট প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল গেরুয়া শিবির। ২০২৬ সালেও এ রাজ্যে জাতপাতের ভিত্তিতে ভোট ভাগাভাগির বিষয়টি অস্বীকার করা কঠিন। সে কথা মাথায় রেখেই প্রার্থীদের নির্বাচন করা হয়েছে। রাজ্যসভায় মহিলা অংশীদারিত্বের কথাও মাথায় রাখা হয়েছে।

আগামী ১৬ অক্টোবর উত্তরপ্রদেশে রাজ্যসভার ১০ আসনে ভোটগ্রহণ। বিধানসভায় দলগুলোর শক্তি অনুযায়ী, বিজেপি আটটি এবং সমাজবাদী পার্টি দুটি আসনে জয়লাভ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে রাজ্যসভার প্রার্থী তালিকা তৈরি করেছে বিজেপি। জাতিগত প্রতিনিধিত্ব ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটানো হয়েছে নয়া প্রার্থী তালিকায়। আটজনের মধ্যে তিনজন ওবিসি প্রার্থী, দু'জন তপসিলি জাতিভুক্ত এবং তিনজন উচ্চবর্ণের প্রার্থী রয়েছেন। দু'জন মহিলা।

প্রার্থী তালিকায় নেই রাজ্যসভার পুরনো মুখ অরুণ সিং, সীমা দ্বিবেদী, নীরজ শেখর, ব্রিজ লাল এবং গীতা শাক্যও। অন্যদিকে দীনেশ শর্মা, যিনি আগে যোগীরাজ্য থেকে রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন, এখন আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের লেফটেন্যান্ট গভর্নর। প্রকাশিত প্রার্থী তালিকায় নাম রয়েছে ধরমপাল সিং, রাধাকান্ত ওঝা, প্রকাশ পাল, বিদ্যাসাগর সোনকার, গোপীকৃষ্ণ পান্ডে, প্রিয়াঙ্কা সিং রাওয়াত, রামপ্রতাপ সিং চৌহান এবং শ্রুতি গঙ্গওয়ারকের।

'অপরাধীদের মনে ভয় ধরাতে হবে'

পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর: দিল্লিতে একের পর এক গণধর্ষণের ঘটনায় এ বার পুলিশকে আরও কঠোর মনোভাব দেখাতে বলল সুপ্রিম কোর্ট। আদালতের পর্যবেক্ষণ, যৌন অপরাধের প্রবণতা রয়েছে, এমন সমাজবিরোধীদের মনের মধ্যে ভয় ধরাতে হবে। 'এমন কিছু করতে হবে তো মনেই', এমন অপরাধ করলে প্রাণ যেতে পারে; অপরাধীদের মনে এই ভয়টা তৈরি করতে হবে।

সম্প্রতি রাজধানী দিল্লি এবং সংলগ্ন এলাকায় একের পর এক গণধর্ষণের ঘটনায় আলোচনা শুরু হয়েছে গোটা দেশে। রাজধানীতে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে ফের একবার প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পর পর এই ঘটনাগুলি নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করে সুপ্রিম কোর্টও। সোমবার মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'প্রত্যেক মহিলা যাতে নিরাপদ বোধ করেন, তা নিশ্চিত করতে হবে।' আদালতের মন্তব্য, 'প্রত্যেক মহিলা যেন রাত ১০টায় রাজধানী দিল্লির রাস্তায় বা মেট্রোতে নিরাপদ বোধ করেন'।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেবি পার্দিওয়ালা এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চ এ দিন প্রশাসনের নজরদারির পরিকাঠামো নিয়েও প্রশ্ন তোলে। আদালতের প্রশ্ন, "যদি নজরদারি না-রাখা হয়, তা হলে সিসিটিভি কী ভাবে অপরাধ ঠেকাবে? 'ওয়ার রুম' না থাকলে অপরাধ আটকাবেন কী ভাবে?" পুলিশের উদ্দেশে বিচারপতি পার্দিওয়ালার বেঞ্চের মন্তব্য, শুধু কাগজে-কলমে নির্দেশ দিলেই হবে না। নিচুস্তরে সেটির বাস্তবায়নও করতে হবে। আদালতের মন্তব্য, 'এ সব বিষয় কাগজে-কলমে লিখে রেখে কোনও লাভ হবে না। আপনাকে নিচুতলায় সেই কাজটা করতে হবে।'

পুলিশি নজরদারির অভাব নিয়েও গত শুনানিতে প্রশ্ন তুলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। পর পর এই ঘটনায় পুলিশি ব্যবস্থার ব্যর্থতার দিকেই আঙুল তোলে বলে মত আদালতের। গত শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, 'রাজধানী দিল্লির এই ঘটনাগুলি স্পষ্ট ভাবে দেখিয়ে দেয় যে, জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পুলিশ এবং প্রশাসন ব্যর্থ হচ্ছে।' পর্যাপ্ত আলো, নজরদারি এবং অন্য প্রশাসনিক সুযোগসুবিধার অভাবের বিষয়টিকেও তুলে ধরেছিল আদালত।

দিল্লি এবং সংলগ্ন এলাকায় গত দেড়-দুই মাসে একাধিক ধর্ষণ এবং গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। কখনও চলন্ত বাসে কিশোরীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে, কখনও আবার পুলিশের পরিত্যক্ত পার্কে কিশোরীকে গণধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এক কিশোরীকে টেম্পোয় গণধর্ষণের পর খুনের অভিযোগও উঠেছে। গত সোমবারের শুনানিতে সাম্প্রতিক এই ঘটনাগুলির সঙ্গে ২০১২ সালের নির্ভয়াকাণ্ডের তুলনা টেনেছিল সুপ্রিম কোর্ট। বলেছিল, নির্ভয়াকাণ্ডের সেই যন্ত্রণার সঙ্গে এই ঘটনাগুলির তুলনা না করে পারা যায় না।

দিল্লি দাঙ্গায় ঘৃণাভাষণের মামলা খারিজ হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর: ২০২০ সালে সিএএ আইনের প্রতিবাদে উত্তাল হয়েছিল রাজধানী। অভিযোগ ছিল, একাধিক নেতার ঘৃণা ভাষণের জেরেই রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল রাজধানী। রাজনৈতিক নেতাদের ঘৃণা ভাষণের অভিযোগে এফআইআর ও সিটের তদন্তের দাবিতে দায়ের হয়েছিল ১৫টি মামলা। সোমবার সবকটি আবেদন খারিজ করে দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট।

দিল্লিতে ভয়াবহ হিংসার ঘটনার পর হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন শেখ মুজতবা নামে এক আইনজীবী। সেখানে অভিযোগ করা হয়েছিল, বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র, অনুরাগ ঠাকুর, প্রবেশ বর্মা ও অভয় বর্মাদের ঘৃণা ভাষণের জেরে এই হিংসা ছড়িয়েছিল। 'দাঙ্গায় উস্কানি' দেওয়া এই নেতাদের বিরুদ্ধে এফআইআর-এর দাবি করা হয়। বলা হয়, দাঙ্গার আগে এক জনসভায় তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর সিএএ বিরোধীদের উদ্দেশে স্লোগান দেন, 'দেশ কে গদ্দারো কো, গোলি মারোখ'। পরদিন প্রবেশ বর্মা বলেন, 'কাশ্মীরি পণ্ডিতদের মতো অবস্থা দিল্লিতেও হতে পারে, শাহিনবাগের বিক্ষোভকারীরা বাড়ি ঢুকে মহিলাদের উপর হামলা চালাতে পারে।'

অন্যদিকে, আইনজীবী লরেন্স ভয়েসের আবেদনে নাম ছিল কংগ্রেস নেতা সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, আপ নেতা মণীশ সিসোদিয়া, আমানাতুল্লা খান, মিম প্রধান আকবরউদ্দিন ওয়েইসি ও প্রাক্তন বিধায়ক ওয়ারিস পাঠানের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি সিপিএম নেত্রী বৃন্দা কারাট তাঁর আবেদনে দিল্লি পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স ও সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অসদাচরণ, অপরাধ ও অন্যান্য অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগ তোলেন। আরও এক মামলায় সিএএ বিক্ষোভে অর্থ যোগানের অভিযোগে এনআইএ তদন্ত চাওয়া হয়। সোমবার হাইকোর্টে এই মামলা উঠলে বিচারপতি বিবেক চৌধুরী ও মনোজ জৈনের বেঞ্চ ১৫টি মামলাই খারিজ করে দেয়।

পঞ্জাবে দুর্নীতির অভিযোগে বিপাকে মান সরকার সিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

চণ্ডীগড়, ৫ অক্টোবর: ভোটমুখী পঞ্জাবে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে বড়সড় দুর্নীতির অভিযোগ। এই মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডির তরফে চিঠি দেওয়া হয়েছিল পঞ্জাবের ডিজিপিকে। এই মামলার তদন্তভার এবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিল পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট। এই পদক্ষেপে বিপাকে পড়ল আপ শাসিত পঞ্জাবে ভগবন্ত মানের সরকার।

জানা যাচ্ছে, রাজ্যে আধিকারিকদের বদলি, পদোন্নোতি, ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন-সহ একাধিক ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পঞ্জাবের ডিজিপিকে ৩টি চিঠি দেয় ইডি। চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ে বেসরকারি ব্যক্তিদের জড়িত থাকার অভিযোগ তুলে কয়েকজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানানো হয়। বলা হয়, এই বদলি ও পদোন্নতিতে একটি বেসরকারি চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ইডির লেখা ওই চিঠিতে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) রাজবীর ঘুমানের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। হাউজিং সোসাইটি-সংক্রান্ত অর্থ পাচার এবং সিএলইউ-এর অনুমতিতেও দুর্নীতি হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়েছে জাল অনুমতিপত্র।

ইডির দফায় দফায় চিঠি দেওয়া হলেও পঞ্জাব পুলিশের তরফে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এরপরই মামলা গড়ায় হাইকোর্টে। ইডির চিঠিকে হাতিয়ার করে আইনজীবী নিখিল সরাফ পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। সোমবার এই মামলার সুনানিতে হাইকোর্ট গোটা মামলার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেয়। আদালতের নির্দেশ কেন্দ্রীয় সংস্থাই এই দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করবে।

আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে পঞ্জাবে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে সরগরম হয়ে উঠেছে পঞ্জাবের রাজনীতি। ইডির তরফে তোলা যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মান। অগস্ট মাসেই মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, যে অভিযোগ করা হচ্ছে তার কোনও সত্যতা নেই।

পড়ুয়া বিক্ষোভে উত্তাল ফ্রান্স, রাজপথে ৩ লক্ষ আন্দোলনকারী

প্যারিস, ৫ অক্টোবর: যত সময় যাচ্ছে ততই ঝাঁজ বাড়ছে ফ্রান্সের পড়ুয়া বিক্ষোভের। স্কুলের শ্রেণিকক্ষের জরাজীর্ণ অবস্থা, অতিরিক্ত শিক্ষার্থী, শিক্ষক সংকটের প্রতিবাদে বন্ধ শয়ে শয়ে স্কুল। দেখতে দেখতে দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়ল এই বিক্ষোভ। জানা যাচ্ছে, আজ দেশজুড়ে বড় ধরনের বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হতে চলেছে। তার আগে সোমবারই দেশজুড়ে রাজপথে নেমে আসতে দেখা গিয়েছে ৩ লক্ষ পড়ুয়াকে।

গত সোমবার থেকে ধরলে এপর্যন্ত এই আন্দোলনে অংশ নেওয়া প্রায় ৫ হাজার তরুণ-তরুণীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আহত হয়েছেন বহু। তাঁদের মধ্যে শিক্ষকের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও রয়েছে। সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক কোটি ইউরো বলে মনে করা হচ্ছে।

ফ্রান্সের শিক্ষামন্ত্রী এদুয়ার্দ জেফ্রে রবিবার সন্ধ্যায় জানিয়েছিলেন, ফ্রান্সের মোট ৩,৭০০টি হাই স্কুলের মধ্যে সোমবার ৪০০ থেকে ৫০০টি স্কুল পুরোপুরি বা আংশিকভাবে বন্ধ থাকবে। তবে ধীরে ধীরে এবং আংশিকভাবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। প্যারিসের উপকণ্ঠে একটি হাই স্কুলে শিক্ষক-সংকটের জেরে সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে এই বিক্ষোভের সূচনা হয়। যা পরবর্তীতে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এবং ঝাঁজ ক্রমশই বাড়ছে।

শিক্ষার্থীদের অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহার করে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের পথ বেছে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে পুলিশ। কিন্তু এরপরই ছাত্র সংগঠনগুলি আজ দেশজুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের ডাক দিয়েছে।

ময়দান

নর্থ-ইস্টকে ৭ গোল দিয়ে ডার্বিতে নামবে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইএফএ শিল্ডের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে হারের পর সেমিফাইনালে খেলতে নেমেছিল ইস্টবেঙ্গল। সেই হারের পর দুর্দান্ত কামব্যাক ইস্টবেঙ্গলের। পিছিয়ে পড়া লাল-হলুদ শিবির বরাবরই ভয়ঙ্কর, তার প্রমাণ মিলল আরও একবার। আইএফএ শিল্ডের সেমিফাইনালে ৭-২ গোলের বড় ব্যবধানে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসিকে হারাল লাল-হলুদ ব্রিগেড। সৌজন্যে ডেভিড লালহানসাঙ্গার হ্যাটট্রিক। একটি করে গোল করেন ইকোনমিডিস, রোহিত কুমার, একে লোবা ও লুকাস। গতকালই মোহনবাগান পাঞ্জাব এফসিকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছে। শিল্ড ফাইনালে ডার্বিতে মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী, ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। ম্যাচের ২ মিনিটেই ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্ডার জিভুলিচের মিস পাস থেকে সুযোগ কাজিয়ে লাগিয়ে এগিয়ে যায় নর্থইস্ট। গোল করেন আলাদিন আজারাই। ৬ মিনিটে আবারও সুযোগ হাইল্যান্ডার্সদের। আলাদিনের থেকে বল পেয়ে জিতিন বক্সে ঢুকে যান, তবে ইস্টবেঙ্গল রক্ষণের শেষ প্রহরী লাচিনপাকে ভেদ করে গোল করতে ব্যর্থ তিনি। ১১ মিনিটে আলাদিন পাস বাড়িয়ে দেন এথিয়ানকে। সেখান থেকে জিতিনকে পাস দিতে গিয়ে লাচিনপার হাতে জমা পড়ে বল।

ব্রাজিল ম্যাচ এখন অতীত, উরুগুয়েই এখন পাখির চোখ খালিদ জামিলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ০-৪ গোলে হারলেও ভারতীয় দলের পারফরম্যান্সকে একেবারে ব্যর্থ বলা যাচ্ছে না। ম্যাচের বেশ কিছু সময় দারুণ লড়াই করেছে সুনীল ছেত্রীর উত্তরসূরিরা। প্রতিপক্ষের তারকাখচিত দলকে বেশ কয়েকবার চাপে ফেলতেও দেখা গিয়েছে ভারতকে। সেই লড়াইয়ের প্রশংসা করেছেন ফুটবলমহলের অনেকেই। ব্রাজিলের কোচ কার্লো আন্সেলোত্তিও ভারতীয় দলের মানসিকতা ও প্রতিরোধের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু সেই ম্যাচ এখন অতীত। সামনে আরও একটি কঠিন পরীক্ষা দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ে।

মঙ্গলবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে নামবে ভারত। হাতে প্রস্তুতির জন্য সময় কার্যত নেই বললেই চলে। তার মধ্যেই আগের ম্যাচের ভুল শুধরে নতুন পরিকল্পনায় নামতে চাইছেন কোচ খালিদ জামিল। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ব্রাজিলের ফলাফল নিয়ে বসে থাকার কোনও সুযোগ নেই। এখন দলের সমস্ত মনোযোগ উরুগুয়ে ম্যাচকে ঘিরেই।

ব্রাজিলের বিরুদ্ধে হারের পর দলের মানসিক অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে খালিদ বলেন, আগের ম্যাচের ফল নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। সামনে আরও গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে। তাই দ্রুত নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে সেরাটা দেওয়ার দিকেই নজর দিতে হবে। তাঁর মতে, প্রতিটি ম্যাচ থেকেই শিক্ষা নিয়ে পরের পরীক্ষায় কাজে লাগানোই জাতীয় দলের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রাজিল ম্যাচ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভারতীয় কোচের চোখে পড়েছে একটি বড় সমস্যা মনঃসংযোগের ঘাটতি। উরুগুয়ের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি হলে তার ফল ভয়াবহ হতে পারে। তাই ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই মাত্রার সতর্কতা বজায় রাখার বার্তা দিয়েছেন তিনি। শুধু সতর্ক থাকলেই হবে না, নিজেদের ক্ষমতার উপর বিশ্বাসও রাখতে হবে বলে মনে করেন খালিদ। পরপর দু'টি ম্যাচের মাঝে মাত্র দু'দিনের ব্যবধান। ফলে ফুটবলারদের শারীরিক ক্লান্তি নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে। তবে খালিদ জামিল তাতে খুব একটা চিন্তিত নন। তাঁর মতে, আধুনিক ফুটবলাররা নিজেদের শরীর এবং পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। ফলে অল্প সময়ের ব্যবধানেও ম্যাচ খেলার জন্য তাঁরা নিজেদের প্রস্তুত করে নিতে পারেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Tender Notice
BIRSINGHA DEVELOPMENT AUTHORITY
Memo No. : 66/BSDA/2026-27 Date : 05/10/2026
Nine no's tender is hereby invited under tender notice no. - **BSDA GHATAL/NIT-35/2026-27 (2nd call) dated 05.10.2026 of Tender ID 2026_BSDA_5077472_12026_BSDA_5077472_3**
Bid submission start date and time **05.10.2026** from 18:55 onwards & closing date and time of bid submission - **12-10-2026 up to 18:55.**
For more details please visit the website:- **https://www.tenders.wb.gov.in.**
Executive Officer & Member Secretary
Birsingha Development Authority,
Ghatal, Paschim Medinipur
&
Sub-Divisional Officer,
Ghatal, Paschim Medinipur

Notice Inviting e-Quotation
e-Quotation are being invited by The Administrator, North Barrackpore Municipality from bonafied suppliers for the followings:
Memo No.: 1503/NBM/PWD
Dated: 05/10/2026
Bld Submission Start date **05-10-2026 at 18:45 Hrs.** Last Date of Submission of tender **10/10/26 at 11:00 Hrs.** For details see **http://tenders.wb.gov.in**
Sd/- **Administrator**
North Barrackpore Municipality

TENDER
An E-tender for Supplying of (1) LED TV (32) INCH, 42 INCH, 55 INCH, 65 INCH AND 90 INCH), (2) DISH TV CONNECTIVITY, (3) WIFI INTERNET CONNECTION & DONGLE WITH SIM CARD ON HIRE BASIS has been floated with Tender ID. **2026_DMSP_5077161_1** vide memo no. **07/NZ/KMC ELEC-2026 DT. 01.10.2026**
For details, please visit **www.s24pgs.gov.in** & **WWW.etender.wb.nic.in**
Sd/-
(Manjeet Kumar Yadav, IAS)
Addl. District Magistrate (General)
South 24 Parganas, Alipore
Memo No. 3412/DICO/S-24 Pgs, Dt. 05.10.26

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা নাজিরপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সভ্য/সভ্যাবৃন্দদের জানানো যাইতেছে যে আগামী ইংরাজী 31/10/2026 তারিখ শনিবার বেলা (১২) বারো-ঘটিকায় সমিতির অফিস গৃহে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সভায় ২০০৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি সমূহের আইনের ২৯ ধারায় যে সকল বিষয়ে আলোচনার বিধান আছে সেই অনুসারে উক্ত সভায় আলোচিত হইবে, উক্ত সভায় সকল সভ্য-সভ্যাবৃন্দের উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।
আহ্বায়ক- শ্রী পিংকু দাস (সম্পাদক)
নাজিরপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
বীরনগর, নদীয়া

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
NIT
Tender No.: KDHM/13/PWD/01/26-27 to KDHM/13/PWD/05/26-27
E-Tender ID: 2026_MAD_1044379_1 to 2026_MAD_1044379_5
Categories of Work: Different types of civil works Last date of Submission of Tender **14.10.2026.** Details of notice can be seen at: **www.khardahmunicipality.in & https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Khardah Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, (টিআরডি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে সেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **টেন্ডার নোটিস নং. : টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৬-২৭-২০ আরটি, তারিখ : ৩০.০৯.২০২৬; কাজের বিবরণ :** নিম্নলিখিতের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক/টিআরডি-র কাজ- 'i)ডোরো-কৃষ্ণনগর পিএইচ: পাঁশকুড়া-হলদিয়া শাখায় বরদা এবং বাসুলিয়া সুতাহাটা স্টেশনের মাঝে 'ডোরো-কৃষ্ণনগর নামের নতুন প্যাসেঞ্জার হল্ট স্টেশন নির্মাণ। (ii) কালিকাখালি পিএইচ: তমলুক-দীঘা শাখায় লবণ সত্যাগ্রহ স্মারক এবং দেশপ্রাণ স্টেশনের মধ্যে কালিকাখালি নামের নতুন প্যাসেঞ্জার হল্ট স্টেশন নির্মাণ। (iii) চণ্ডীপুর : পাঁশকুড়া - দীঘা শাখায় কালিকাখালি (কেএলকেএল) এবং লবণ সত্যাগ্রহ স্মারক হল্ট (এলএসজিএস)-এর মধ্যে চণ্ডীপুর নামে নতুন প্যাসেঞ্জার হল্ট স্টেশন নির্মাণ। (iv) তমলুক-দীঘা: কাঁথি এবং রামনগর (বেঙ্গল) রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণের কাজ।" **টেন্ডার মূল্য :** ৭২,৫৬,৫৬৬.২৩ টাকা; **প্রদেয় বায়না অর্থ :** ১,৪৫,১০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য :** শূন্য; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ :** ১২ (বারো) মাস। **দাখিলের তারিখ :** ২৯.১০.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩ টে পর্যন্ত; **খোলার তারিখ :** ২৯.১০.২০২৬। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিলকৃত টেন্ডার গৃহীত হবে না। বি.দ্র.: সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন।
(PR-845)

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/৯৮৭৪০ ৯২২২০

Ramakrishna Mission Sikshanamandira, Belur Math
Notice for E-Tender with Tender Ref. No. Publishing Date: 06-10-2026
(1) **Purchase of Heavy Duty Cleaning Machine** (RKMSM/eTender/125/47/26-27)
(2) **Purchase and Installation of 125 KVA Silent DG Set** (RKMSM/eTender/125/48/26-27)
(3) **Purchase of DrillBit Anti-Plagiarism Software** (RKMSM/eTender/125/49/26-27)
(4) **40KVA Solar Power Plant installation on Roof Top** (RKMSM/eTender/125/50/26-27)
Visit on: https://tenders.wb.gov.in

পূর্ব রেলওয়ে
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/ এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনি.ডিইএন/সি/এইচডব্লুএইচ : ই-টেন্ডার নং ২৪৫_২০২৬-২৭, তারিখ ০১.১০.২৬। কাজের বিবরণ:** হাওড়া ডিভিসন : সিনিয়র ডিইএন/সি/এইচডব্লুএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে ঠিকাদারের নিজস্ব পিকিউআরএস পোর্টাল (২টি) ও গ্যান্ট্রি দ্বারা টিএসআর(পি) - ২৯.৮৬১ টিকিমি স্থান এইচডব্লুএইচ-বিএলওয়াই - আপ - ১.৩৬৫-১.৯৬৫ = ০.৬ কিমি, ২.০০০-২.৭৪৩ = ০.৭৪৩ কিমি, এইচডব্লুএইচ-বিএলওয়াই আপ কর্ড - ৬.০০-৮.৬৬ = ২.৬৬ কিমি, বিডিসি-এসকেজি - ডাউন - ৪০.৫০০-৪৬.৯০২ = ৬.৪০২ কিমি, বিডিসি-কেডব্লুএই - ডাউন - ১৭.১৪৪-২০.০৩৪ = ২.৮৯ কিমি, কেডব্লুএই-এজেড - ডাউন - ১৪২.০০-১৪৮.০০ = ৬.০০ কিমি, ১৫০.০০-১৫৩.০০ = ৩.০০ কিমি, কেএএন-এসএনটি - ডাউন - ২৭.০২২-৩০.২৯৪ = ৩.২৭২ কিমি, ৩৯.০৬৩-৪১.৯১৪ = ২.৮৫১ কিমি, কেএএন-এসএনটি - আপ - ৭০.২৪-৭০.৯৩ = ০.৬৯ কিমি, এসএনটি-এনএইচটি - আপ - ৭০.৯৩-৭১.৬৮৩ = ০.৭৫৩ কিমি এবং অন্যান্য যে কোনও সংশ্লিষ্ট কাজ। **আনুমানিক ব্যয়:** ৮,৭৩,৮১,৭২৩.০৩ টাকা। **বায়না মূল্য:** ১৭,৪৭,৬০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য :** শূন্য। **কাজ শেষের সময়সীমা:** ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৬.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বনধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-366/2026-27)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KOMA GRAM PANCHAYAT
e-Tender Notice of Koma G.P.
Memo No.-154(9)/KGP/2026 to 158(9)/KGP/2026 Dt-05/10/2026 e-Tender ishereby invited from Bonafide contractors/Agency for theEleven (11) Construction works, bid submission closing date 10/10/2026 at 11.00 A.M. other details may be seen from the websitetenders.wb.gov.in and office Notice board of Koma Gram Panchayat except holidays.

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
কলকাতা মেট্রো রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: কাজের নাম: মেট্রো রেলওয়ের দক্ষিণ অংশের ১৩.০০০ কিমি থেকে ১৬.২৫০ কিমি (সম্পূর্ণ অংশ) এবং উত্তর অংশের ৩.৭০০ কিমি থেকে ৭.৭০০ কিমি (সবচেয়ে জরাজীর্ণ অংশগুলোর ক্ষেত্রে আংশিক বা 'প্যাচ' আকারে) পর্যন্ত মেট্রো রেলওয়ের টানেলের ব্যাপক মেরামত ও পুনর্বাসন; যার মোট দৈর্ঘ্য ৪.৮০০ কিমি। **কাজের আনুমানিক মূল্য:** ৩১,৮৭,৯৫,৯০৮.২২ টাকা। **বায়না অর্থ:** ৬৩,৭৫,৯০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ১৮ (আঠারো) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২৮.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২ টায়। **সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার নোটিস নং: সিভিল-২৬০৩-২০২৬ (ওপেন)** (দুইটি-প্যাকেট) **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ পাওয়া যাবে। যদি কোনো পরিমার্জনা/সংশোধনী থাকে, তাহলে সেটি কেবলমাত্র এই ওয়েবসাইটেই উত্তোলিত করা হবে।
Follow us at: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: KMDA/HOUSING/EE/DIV-III/Circle III(BSUP)/NIT-16/2026-2027
e-Tender is invited by The Executive Engineer, DIV-III, Circle III(BSUP), Housing Sector, KMDA, 1st floor, Block-A, Unnayan Bhavan, DJ-11, Sector-II, Salt Lake, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual / partnership firm contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Replacement of old damaged underground water distribution network with PVC pipes at premises no. 301, 302, B.B. Chatterjee Road in Scheme Kasba-I under Housing Sector, KMDA., Rs.2,43,184/- (Including GST & LWC), Rs.4,870/-, 45 days, **Last date & time of Online Bidsubmission:** 14.10.2026, Time: 17.00 hrs.,for details contact the above office or visit both websites. (KMDA-609)
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T18691(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: 22/EE/ED-I/EM/KMDA/T-2 of 2026-27
Online Tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-I, EM Sector, KMDA, Block-L, Ground Floor, Unnayan Bhavan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from the eligible tenderers, for the work, **Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Maintenance of Auto/ Manual Traffic Signals on different crossings at EM Bypass., Rs.4,29,048/-, Rs.8,581/-, 12 months from the date of firm order, **Last date & time of online Bid submission:** 14.10.2026, Time: 14:00 hrs. for details contact the above office or visit both websites. (KMDA-615)
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T18692(1)/2026

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/72/26-27/ 2nd Call Dated 29.08.2026	The Repairing of Fartabad Main road from Beltala to EM Bypass of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality	Rs.14,22,735.00

Bid Submission end date: **22.10.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.tenders.wb.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

SANTIPUR MUNICIPALITY
e-Tender Notice
Chairman on behalf of Santipur Municipality invites 1 no. online e-Tender for 1) **Tender ID: 2026_MAD_1044410_1:** Repairing & Renovation of part of Steamar Ghat road, starting from junction of Barabazar ghat Street up to The junction of Baktarghat G.S.F.P. Primary school of Ward No. - 16 under State Development Fund. Bid submission end date **28/10/2026 at 12.00 noon.** Other details will by available in our official **www.santipurmunicipality.in** and **http://www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- **Administrator,**
Santipur Municipality

OFFICE OF THE ADMINISTRATOR
SERAMPORE MUNICIPALITY
1, N.S. Avenue, Serampore, Dist. Hooghly, West Bengal, PIN-712201
Notice inviting e-Tender
e-Tenders are invited from experienced and resourceful bidders vide **tender no.: WBMAD/ULB/SRMP/NIT-04/2026-27 dated 05.10.2026** and **WBMAD/ULB/SRMP/BEUP/NIT-05/2026-27(Re-tender)-3no.** tenders dated 06.10.2026 within Serampore Municipality. Bid submission end date **12.10.2026.** For details of the project go through www.wbtenders.gov.in and **www.seramporemunicipality.com.**
Sd/-
Executive Officer,
Serampore Municipality.

CORRIGENDUM NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/90/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING OF BITUMINOUS ROAD AT BARENDRA PARA ROAD FROM AGHORE SARANI TO GOSTO TALA IN WARD NO.- 16 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.61,23,958.00
WBMAD/ULB/ RSM/134/26-27 Dated 31.08.2026	Repairing of WBM road from Sarat Sarani Ganashakti culvert to Birbal's Khatal in Ward No. 09 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.31,18,375.00
WBMAD/ULB/ RSM/238/26-27 Dated 03.09.2026	Reparing of Bituminous Road From Radhanagar Road Dhalai Bridge at Ghasiara Purbapara in Ward No. 11 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.56,51,763.00
WBMAD/ULB/ RSM/94/26-27 Dated 29.08.2026	REPAIRING OF BITUMINOUS ROAD AT PASCHATYA PARA ROAD FROM AGHORE SARANI TO S.B.B SARANI IN WARD NO.- 16 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY	Rs.61,62,652.00

Bid Submission end date is being extended from **05.10.2026 at 11-00 hrs to 12.10.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.tenders.wb.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

দুর্গাপূজা: ঔপনিবেশিক আভিজাত্য থেকে জাতীয় জাগরণের পথে স্বাধীনতা আন্দোলনে

শান্তনু রায়

দুর্গাপূজা বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব বিশ্বকর্মা পুজো চলে গিয়ে আশ্বিনের শুরুতেই আকাশে বাতাস যেন বলে দেয় 'পুজোর গন্ধ এসেছে' প্রকৃতি যেন এ সময় নিজের রূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শারদোৎসবের আগমনবার্তা নিয়ে আসে।সাধারনত আশ্বিন বা চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে এই দূর্গাপুজো হয় আশ্বিন মাসের পুজো শারদীয় দুর্গাপুজা বা শারদোৎসব ,আর চৈত্র মাসের দূর্গা পূজা বাসন্তী পুজো নামে পরিচিত কালিকাপুরাণ অনুযায়ী রাবণবধের উদ্দেশ্যে শরৎকালে দূর্গতিনাশিনী দূর্গার পূজা করেছিলেন যা অকালবোধন হিসেবেও পরিচিত এবং চর্চিত

দুর্গার ত্রিনয়নের ইঙ্গিতেই নিয়ন্ত্রিত হয় ত্রিকাল দুর্গার দশহাত দশদিক রক্ষা করার প্রতীক-তাই তিনি দশপ্রহরনধারিনী তিনি অশুভের বিরুদ্ধে শুভের লড়াইএর প্রেরণাদাত্রী। তিনি কাত্যায়নী।এই ভারতভূমে মাদুর্গা শক্তি ও সাহসের প্রতীক রূপে পূজিত হয়ে আসছেন বহু শতাব্দী ধরে।

কারো কারো মতে বাংলার প্রাচীনতম দুর্গাপূজা হল পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার মৃন্ময়ী মন্দিরের পূজা যদিও এখানকার পূজাপদ্ধতি ও দুর্গাপ্রতিমার গড়ন বাংলায় প্রচলিত পদ্ধতি ও প্রতিমার থেকে কিঞ্চিৎ আলাদা ভিন্নমতে, যতদূর জানা যায়,১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে দিনাজপুরের জমিদার প্রথম দুর্গাপূজা করেন আবার কারো কারো মতে ষোড়শ শতকে রাজশাহী তাহেরপুর এলাকার রাজা কংসনারায়ন প্রথম দুর্গাপূজা করেন ১৫১০ সালে কুচ বংশের রাজা বিশ্ব সিংহ কুচবিহারে দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন ১৬০৬ সালে নদীয়ায় ভবানন্দ মজুমদার দুর্গাপূজার প্রবর্তক বারো ভুঁইয়ার অন্যতম বিক্রমাদিত্যের পুত্র লক্ষীকান্ত আটটি পরগনার জমিদারি স্বত্ব ও 'রায়চৌধুরী' উপাধি প্রাপ্ত হয়ে হালিশহর থেকে বড়িশা গ্রামে বসতি স্থাপনের পর ১৬১০সালে দুর্গার ছেলেমেয়ে সহ সপরিবারের যে পূজার প্রচলন করেন তাই আজ বড়িশার সাবর্ণ রায়চৌধুরীর পরিবারের পুজো নামে পরিচিত

কথিত আছে যে ১৭৫৭য় লর্ড ক্লাইভের পলাশীর 'যুদ্ধজয়' স্মরণীয় করে রাখতে রাজা নবকৃষ্ণ দেব তাঁর শোভাবাজারে রাজবাড়িতে প্রচুর ধুমধামের সঙ্গে দুর্গাপুজোর আয়োজন করেন যাতে নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং লর্ড ক্লাইভ ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তারা। কিন্তু কালপ্রবাহে এই দুর্গাপুজোই একসময় উদ্দীপক হাতিয়ার হয়ে ওঠে এদেশে ব্রিটিশবিরোধী ক্ষোভ সংগঠনের পরিসর নির্মাণে।বস্তুত বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক প্রতিরোধের স্ফুলিঙ্গই ক্রমে দুর্গাপুজোকে এলিট ও পরিবারকেন্দ্রিক উৎসব থেকে রূপান্তরিত করে জাতীয় জাগরণ ও প্রতিরোধের এক শক্তিশালী মঞ্চে।

বস্তুত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকেই সর্বজনীন বা বারোয়ারী পুজোর প্রচলন হতে থাকে এবং প্রধানত দেবীদুর্গাকে মাথায় রেখেই দেশমাতা বা ভারতমাতার ধারণা গড়ে ওঠে যা জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক আন্দোলনে চরম আত্মোৎসর্গের প্রেরণা ও অনুঘটকের ভূমিকা নেয় বঙ্কিমচন্দ্রও বন্দে মাতরম গানটি রচনা করেন দেবী দুর্গার ভাবনা থেকেই স্বদেশী আন্দোলনের আবহে অবনীন্দ্রনাথ-সৃজিত 'ভারতমাতা' চিত্রকর্মও ভারতীয় সংস্কৃতি ও অর্থনীতির অনুষঙ্গ ,সর্বোপরি ভারতীয়ত্বের বোধের প্রতীক। সুভাষচন্দ্র বসুর মতো স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও বিপ্লবীরা অনেক সর্বজনীন পূজার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন বাংলার প্রথম বারোয়ারী পুজোর প্রচলন হয় গুপ্তিপাড়ায়।এটি বিন্ধ্যবাসিনী জগদ্ধাত্রী পুজো নামেও পরিচিত।১৭৬০(মতান্তরে ১৭৯০)এ কয়েকজন স্থানীয়ব্যক্তি স্থানীয় সেন রাজাদের প্রচলিত দুর্গাপুজোয় অংশ না নিয়ে নিজেরাই পুজো করা মনোস্থির করে বারোজন ব্রাহ্মণ মিলে ওই পুজো করেন।ফলে তা বিন্ধ্যবাসিনী বারোয়ারী পুজো হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। কোলকাতায় বারোয়ারি দুর্গাপুজোর প্রচলন রাজা হরিনাথ রায়ের উদ্যোগে কাশিমবাজার রাজবাড়িতে।

পুজো আসছে

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে স্বদেশকে বিপ্লবী ও স্বদেশীদের দেশমাতৃকারূপে বন্দনা করার প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব ,শ্রীঅরবিন্দ ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখের সান্নিধ্যধন্য হেমচন্দ্র বলেছিলেন-দেশকে আমরা 'মা' বলি কেন জান? মা'র চেয়ে পৃথিবীতে আর কাউকেই আমরা বেশি ভালবাসি না বলে। দেশকে মা'র মত ভালোবাসলেই মা'র শত্রুদের মত দেশের শত্রুদেরকেও আমরা নির্মম হস্তে তাড়িয়ে দিতে পারব'। সুভাষচন্দ্র এমনকী ১৯২৫এ মান্দালয় জেলে বন্দী থাকাকালীন জেলের মধ্যেই দুর্গাপুজো করেছিলেন ,নিজে ও অন্যান্য সহবন্দীরা মিলে অনশন করে পুজোর অনুমতি আদায়ের পর। সেখান থেকে বাসন্তী দেবীকে এক চিঠিতে সেই পুজোর বিবরন দিয়ে আশা প্রকাশ করে লিখেছিলেন-দেবীদুর্গা বা ঐশ্বরিক মা আসবেন বছরের পর বছর কারাগারে থাকা বন্দীদের সাথে দেখা করতে ও তাদের যন্ত্রণা ও কষ্ট লাঘব করতে। ঐ পুজোয় দেবীর চালচিত্রে বাংলায় লেখা ছিল 'বন্দে মাতরম'। সুভাষচন্দ্রের মার্কিন জীবনীভাষ্যকার লিওনার্ড গর্ডন লিখেছেন- Bose chose to worship the divine in the form of the Mother Goddess– especially as Durga or Kali.

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় সশস্ত্র বিপ্লবীদের মানসলোকে স্বদেশভুমি ভারতবর্ষ দেশমাতৃকা রূপে বিরাজ করত। তাঁরা কোন অভিযানে যাওয়ার আগে যেমন কালীমূর্তিকে প্রণাম করে যেতেন তেমনই দুর্গাপুজোও করতেন যার মধ্যে কোন ধর্মীয় সঙ্কীর্ণনতার প্রভাব ছিল না। দুর্গাপুজো তাদের কাছে কেবল এক ধর্মীয় উৎসব ছিল না বরং ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার ছিল। উনিশ শতকের অন্তিম দুই দশক বিশেষত আন্দমঠ প্রকাশিত হওয়ার পর যখন থেকে বনেদি বাড়ি , জমিদার ও ধনীর অন্দরমহলের গণ্ডী অতিক্রম করে জাতপাত ও শ্রেণীগত ভেদাভেদ নির্বিশেষে সার্বজনীন মাতৃ আরাধনার পরিসর হিসেবে দুর্গাপূজা বারোয়ারী রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে তখন থেকেই এ উপলক্ষ হয়ে ওঠে মুক্তিকামী বাংলার দামাল বিপ্লবীদের ও সাধারন মানুষকে একত্রিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রধান ও কার্যকরী মাধ্যম। যেহেতু ধর্মীয় উৎসবে নিষেধাজ্ঞা জারী করা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সহজ ছিলনা, সুযোগ বা সাহস ছিল না চামড়ার বুট পায়ে দেবীর বেদিতে ওঠার, বিপ্লবীরা এই সুযোগকেই কাজে লাগাতেন জনসংযোগ ও গোপন বৈঠকের স্থান হিসেবে। শোনা যায় অনুশীলন সমিতির বিপ্লবীদের উদ্যোগে কোলকাতার হেদুয়ার কাছে কাশীবোস লেনের দুর্গাপুজার মণ্ডপে অভিনব ব্যবস্থায় একজনের স্থলে এগারো জন পুরোহিত থাকতেন। আসলে একজনই পৌরহিত্য করতেন,বাকী বিপ্লবীরা প্রতিমার বেদির আড়ালে বসে পরবর্তী অভিযানের পরিকল্পনা করতেন।এই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবেই চিরাচরিত পাঁচ দিনের বদলে প্রতিপদ থেকে দশমী পর্যন্ত দশদিন ধরেই পুজো হত ওই বিপ্লবীদের মিলিত হয়ে পরিকল্পনা করার সুযোগ দিতে। সেই ঐতিহ্য মেনে এখনও কাশীবোস লেনের পুজো প্রতিপদে শুরু হয়ে যায় এবং এগারো জন পুরোহিতই থাকেন পুজোর কাজে।

সেসময় দুর্গাপুজো উপলক্ষে মণ্ডপে মণ্ডপে বীরাষ্টমী ব্রত লাঠিখেলা ছোরাখেলা এবং কুস্তির আয়োজন করা হতো সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য যুবসমাজকে শারীরিকভাবে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে ।যে সকল দুর্গাপুজোর সঙ্গে বিপ্লবীরা জড়িয়ে ছিলেন সেগুলির অন্যতম সিমলা ব্যায়াম সমিতি।ঋষি অরবিন্দ ও বাঘা যতীনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী যুগান্তর বিপ্লবীদলের অন্যতম নেতা ডঃ অতীন্দ্রনাথ বসুর উদ্যোগে ১৯২৬শে শুরু হওয়া এ পুজোর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে যুক্ত ছিলেন সুভাষচন্দ্র এবং মহেন্দ্র নাথ দত্ত প্রমুখেরা। বিপ্লবী কার্যক্রমের জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯৩২ ও ১৯৩৪ সালে এ পুজো নিষিদ্ধ করে। অনুরুপ ভাবে ১৯১৯ সালে শুরু হওয়া বাগবাজার সর্বজনীনের (তখনকার নাম ছিল নেবুবাগান বারোয়ারি দুর্গাপূজা) সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন সুভাষচন্দ্র এবং অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীরা।১৯৩০ এ কোলকাতা পুরসভার অল্ডারম্যান দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পুজো কমিটির সভাপতি হলে তাঁরই উদ্যোগে দেশাত্মবোধ ও স্বাদেশিকতার চেতনা জাগাতে পুজোর নামকরন হয় বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব ও প্রদর্শনী। ওই প্রদর্শনী ক্রমে স্বদেশী শিল্পমেলার রূপ নেয় এবং পুজোর সঙ্গে যুক্ত হয় দেশীয় শিল্প সম্পর্কিত একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনী।রবীন্দ্র-ভাগিনেয়ী সরলা দেবীর প্রবর্তিত বীরাষ্টমী উৎসবের দিনে ওই পুজা প্রাঙ্গনই রূপান্তরিত হতো অনুশীলন সমিতির লাঠিখেলা ও শরীরচর্চা প্রদর্শনের অঙ্গনে। পুজোর উদ্বোধন করে সরলা দেবী বলেছিলেন- কাপুরুষতা, ভীরুতা সব মায়ের চরণে অর্পণ করে দেশমাতৃকার পুজোর জন্য তৈরি হতে হবে। সে পুজোর জন্য প্রয়োজন শুধু ত্যাগ। সুভাষচন্দ্র ওই দুর্গোৎসব কমিটির সভাপতি ছিলেন ১৯৩৮-৩৯ সাল পর্যন্ত। আজও মহাষ্টমীর দিনে এখানে বীরাষ্টমী উৎসব উদযাপিত হয় । জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই পুজোর সূচনা বলে একে কেন্দ্র করেই স্বদেশভাবনার নবজাগরণ হয়েছিল। এর প্রভাবেই উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৩২ এ হরিমোহন পাল ও দ্বারিকানাথ ঘোষের নেতৃত্বে কুমোরটুলি অঞ্চলে কুমোরটুলি সর্বজনীন পুজোর সূচনা হয়। সুভাষচন্দ্র সিমলা ব্যায়াম সমিতি কিংবা বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসব ছাড়াও দক্ষিণ কোলকাতার আদি লেক পল্লী, মধ্য কোলকাতার ৪৭পল্লী পুজোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

মেদিনীপুর কর্নেলগোলা আদি সর্বজনীন এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো ও ঋষি অরবিন্দ। বাঁকুড়ার কুমারী নদীর তীরে অম্বিকানগর রাজবাড়ির ৪০০ বছরেরও বেশি প্রাচীন পুজোর উদ্যোক্তা ছিলেন রাজা রাই চরন ধবল দেব স্বয়ং । আসলে রাজবাড়ির এই পুজোকে কেন্দ্র করে আড়ালে গোপনে তৈরি হতো বিপ্লবীদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ। রাতের অন্ধকারে রাজা নিজে বা তাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারী সেই অস্ত্র ও রসদ পৌঁছে দিতেন বিপ্লবীদের গোপন আস্তানায়। রাজবাড়ির দুর্গাপুজোয় বিপ্লবীরাও উপস্থিত থাকতেন।সে কারণে এই পুজো বিপ্লবীদের পুজো হিসেবেও পরিচিত।

আগেই বলা হয়েছে বিপ্লবীদের কাছে দেবী দুর্গা ছিলেন স্বয়ং ভারতমাতা। বঙ্কিমের আনন্দমঠ দ্বারা অনুপ্রাণিত বিপ্লবীরা উপন্যাসের বন্দেমাতরমে দেবীকে যেভাবে দেশের শক্তিরূপে আবাহন করা হয়েছিল সেই রূপই মণ্ডপে দিতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ফরিদপুরে একটি পুজো মণ্ডপে অসুরকে ব্রিটিশ মিলিটারির পোশাকে এবং দেবী দুর্গার পাশে নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে সামরিক পোশাকে রূপদান করা হয়েছিল যা দেখে ব্রিটিশ পুলিশ সেই প্রতিমা বাজেয়াপ্ত করে । সুভাষচন্দ্রের মান্দালয় জেলে দুর্গাপুজা করার মতো হিজলি বন্দীনিবাস এবং রাজশাহী জেলের মধ্যেই বিপ্লবীরা ব্রিটিশের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে নিজেরা মাটির প্রতিমা গড়ে দুর্গাপুজো আয়োজন করার মাধ্যমে তাঁদের জেদের পরিচয় দিয়েছিলেন। এভাবেই বঙ্গজীবনে দুর্গাপুজো ধর্মীয় উৎসবের গণ্ডী অতিক্রম করে কখন যেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অন্যতম জনপ্রিয় রাজনৈতিক ও সামাজিক হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামী সন্তোষ মিত্রের উদ্যোগে তৎকালীন লেবুতলা পার্কে (বর্তমান সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার) ১৯৩৬ এ শুরু হওয়া দুর্গাপুজোই আজকের ভিড়ে ঠাসা সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার সর্বজনীন দুর্গোৎসব । আবার নদীয়ার বাহিরগাছি গ্রামের তিনশ বছরের প্রাচীন দুর্গাপুজোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কর্মকাণ্ড। বাংলা তথা ভারতের গর্বের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে এ বছর সেই পুজো ৩২০ বছরে পা দিল যেখানে স্বাধীনতার আগে এক সময়ে ব্রিটিশ পুলিশের ঘুম ছুটিয়ে দেওয়া বিপ্লবীরা জড়ো হতেন মাতৃআরাধনার সাথে দেশমাতার শৃঙ্খলমোচনের লড়াইএর স্বার্থে নিজেদের পারস্পরিক যোগাযোগ বজায় রাখতে।

এভাবেই দুর্গাপুজোর মাধ্যমে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে স্বদেশি চেতনার এক নবজাগরণ -ঘটতে থাকে ব্রিটিশবিরোধী চেতনার নবউন্মেষ। এর মধ্যদিয়েই বাঙ্গালির ঐতিহ্য সাহসিকতা আত্মসম্মানবোধ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের পর্বও বহেছে এক শাশ্বত সর্বজনীনতার অভিমুখে-সকল বিপন্নতার মাঝেও জীবনের জয়গানের-শুভ চেতনার বার্তা নিয়ে,এ প্রণোদনায়- 'ব্যক্ত হোক জীবনের জয়/ব্যক্ত হোক তোমা মাঝে অসীমের চির বিস্ময়'।

মিষ্টিতেই মাতবে আহিরীটোলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজো বাঙালির কাছে শুধু উৎসব নয়, পরিবার, সম্পর্ক, আত্মীয়তা এবং আবেগেরও নাম। পুজোর নতুন জামাকাপড়ের সঙ্গে যেমন জড়িয়ে থাকে মিষ্টির বাক্স, তেমনই আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়া, প্রিয়জনের হাতে মিষ্টি তুলে দেওয়া কিংবা পুজোর ভোগ;সবেতেই রয়েছে মিষ্টির স্বাদ। সেই মিষ্টির সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং পারিবারিক সম্প্রীতির সম্পর্ককেই এ বার মণ্ডপে তুলে ধরছে আহিরীটোলা সর্বজনীন। ৮৭তম বর্ষে তাদের ভাবনা 'মাধুরী মৈত্রীর অন্বেষণে'। থিমশিল্পী মানস দাস।

মানস দাসের কথায়, বাংলার মিষ্টি শুধুমাত্র খাবার নয়, বাংলার সংস্কৃতি ও সম্প্রীতিরও বাহক। আহিরীটোলার ইতিহাসের সঙ্গেও সেই ভাবনার যোগ রয়েছে। 'আহির' শব্দের সঙ্গে গোয়ালাদের সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করেন শিল্পী। একসময় এলাকায় বহু গোয়ালা থাকতেন। তাঁদের কাছ থেকেই দুধ, দুধ ফুটিয়ে ছানা, মাখন, ঘি এবং মিষ্টি তৈরির নানা উপকরণ তৈরি হত। সেই গোয়ালাদের পরম্পরা আজ না থাকলেও আহিরীটোলা এবং উত্তর কলকাতা এলাকায় এখনও বহু মিষ্টির দোকান রয়েছে। ময়রাদেরও রয়েছে আলাদা ঐতিহ্য ও খ্যাতি।

সেই ইতিহাসের সূত্র ধরেই মণ্ডপে দেখানো হচ্ছে মিষ্টি তৈরির প্রক্রিয়া। থাকবে বড় বারকোশ, যা মিষ্টি তৈরির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। তার পাশে মন্দিরের আদলে তৈরি হচ্ছে একটি সিংহাসন। অর্থাৎ একটি মিষ্টির দোকানকেই মন্দিরের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন শিল্পী। এই ভাবনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে দেবদেবীর ভোগেও মিষ্টির ব্যবহার। কালীঘাটের মাকে ছানার রসগোল্লা, দক্ষিণেশ্বরের মা কালীকে ক্ষীরের সন্দেশ এবং তারাপীঠের তারামাকে ল্যাংচা দিয়ে ভোগ দেওয়ার প্রচলনের কথা উল্লেখ করেছেন মানস। প্রসাদের সঙ্গেও মিষ্টির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সেই সূত্রেই মিষ্টির দোকানকে মন্দিরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার ভাবনা।

তবে শুধু এখনকার জনপ্রিয় মিষ্টি নয়, হারিয়ে যেতে বসা বাংলার মিষ্টির

চলছে প্রস্তুতি
আহিরীটোলা সর্বজনীন

ঐতিহ্যও মণ্ডপে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। থাকবে পুরনো বাংলার তালশাঁস, জলভরা সন্দেশ-সহ বিভিন্ন মিষ্টির ছবি ও পেইন্টিং। শিল্পীর আক্ষেপ, কেক-পেস্ট্রির যুগে বাঙালি ধীরে ধীরে নিজের ঐতিহ্য ভুলতে বসেছে। নতুন প্রজন্মের সামনে বাংলার মিষ্টিকে অন্য ভাবে তুলে ধরাই তাঁর লক্ষ্য। দই, মিষ্টি, রসগোল্লার মতো বাংলার খাবার সারা ভারত, এমনকি বিশ্বের কাছেও পরিচিত। নকুড়চন্দ্র, ভীম নাগ, কে সি দাসের মতো মিষ্টি প্রস্তুতকারকদের নামও ভারতজুড়ে পরিচিত, বিদেশেও বাংলার মিষ্টির খ্যাতি রয়েছে। সেই পুরো ঐতিহ্যকেই নিজের কাজে ধরার চেষ্টা করেছেন শিল্পী।

অন্য দিকে, প্রতিমাশিল্পী সুব্রত মৃধার ভাবনায় মিষ্টি আরও বেশি করে পারিবারিক। তাঁর মতে, 'মাধুরী মৈত্রীর অন্বেষণে'-তে বাংলার মিষ্টি এবং বাংলার সংস্কৃতি;দুই দিকই ধরা হয়েছে। যে কোনও অনুষ্ঠান, সুসম্পর্ক, আত্মীয়তা কিংবা মৈত্রীর সঙ্গে মিষ্টি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সেই সম্পর্কের আবহেই মা দুর্গাকে তাঁর পরিবার-সহ দেখানো হচ্ছে। একটি পরিবারের মধ্যে যেমন সম্প্রীতি ও সুসম্পর্ক থাকে, তেমনই এখানে মা দুর্গা তাঁর পরিবার নিয়ে উপস্থিত। অর্থাৎ মিষ্টি সম্পর্ক এবং মিষ্টি পরিবারের ভাবনাই প্রতিমায় ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে।

পুজোর প্রস্তুতিতে অবশ্য আবহাওয়ার বাধাও এসেছে। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি এবং শুরু থেকেই খারাপ আবহাওয়ার কারণে কাজে সমস্যা হয়েছে। ফলে প্রথম দিকে কাজ কিছুটা পিছিয়েও যায় বলে জানিয়েছেন সুব্রত।

উদ্যোক্তা সুরজিতকুমার দে-র কথায়, আহিরীটোলা উত্তর কলকাতার একটি বনেদি এলাকা। তার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। সেই ইতিহাসের সঙ্গে মিষ্টির সম্পর্ক মাথায় রেখেই এ বারের ভাবনা। প্রতি বছরই নতুন কোনও অন্বেষণ নিয়ে এগোনোর চেষ্টা থাকে। এ বারও তারই অংশ 'মাধুরী মৈত্রীর অন্বেষণে'। উত্তর কলকাতা মিষ্টির জন্য পরিচিত। এলাকার প্রায় প্রতিটি দিকেই রয়েছে বড় বড় মিষ্টির দোকান এবং মিষ্টির স্বাদ।

দর্শনার্থীদের জন্য মণ্ডপে থাকছে আরও চমক। লাইভ পারফরম্যান্সের পরিকল্পনা রয়েছে। গত বারও ছিল এমন আয়োজন। এ বারও সেই ভাবনা নিয়ে এগোচ্ছেন উদ্যোক্তারা। তবে কী ভাবে শিল্পী সেটিকে মণ্ডপে বাস্তবায়িত করবেন, তা এখনও পুরোপুরি প্রকাশ করা হয়নি। চমকের সেই অংশই আপাতত তুলে রাখা হচ্ছে দর্শনার্থীদের জন্য।

রামরাজ্যের আবহে সনাতনী স্পর্শ, ৫৭তম বর্ষে চমক কলকাতার 'ইয়ং বয়েজ ক্লাব'-এর

শুভাশিস বিশ্বাস

পুজোর বাদ্যি বেজে গিয়েছে আকাশে-বাতাসে। আর উৎসবের আবহেই তিলোত্তমার বুকে নতুন চমক নিয়ে হাজির মধ্য কলকাতার অন্যতম জনপ্রিয় পুজো 'ইয়ং বয়েজ ক্লাব'। তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিটের এই ঐতিহ্যবাহী পুজো এ বছর পা দিল ৫৭-তম বর্ষে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতি বছরই দর্শনার্থীদের নতুন কিছু উপহার দেয় এই ক্লাব। এবারও তার

চলছে প্রস্তুতি
ইয়ং বয়েজ ক্লাব

ব্যতিক্রম ঘটেনি। এ বছর তাঁদের শারদ অর্ঘ্যের মূল ভাবনা বা থিম; 'রাম রাজ্য'।

শহরের পুজো পরিক্রমায় এই থিম ইতিমধ্যেই কৌতূহলের তুঙ্গে। উদ্যোক্তাদের মতে, 'রাম রাজ্য' কেবল কোনও পৌরাণিক আখ্যান নয়, তা হল শান্তি, সৌহার্দ্য, সুবিচার এবং মানুষের নিরাপদে শান্তিতে বসবাস করার এক প্রতীকী বার্তা। আধুনিক

সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষ যাতে শান্তিতে ও নিশ্চিন্তে বাঁচতে পারেন, সেই আবহকেই মণ্ডপের অলঙ্করণে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস করা হয়েছে।

মণ্ডপ সজ্জায় প্লাস্টিক বা কৃত্রিম উপকরণের মেকি চাকচিক্য এড়িয়ে জোর দেওয়া হয়েছে প্রকৃতির সহজিয়া স্পর্শে। পূর্ব মেদিনীপুরের বিখ্যাত

'মহেশ ডেকরেটরস'-এর শিল্পীদের হাতে সেজে উঠছে মণ্ডপটি। শুকনো পাতা, বিভিন্ন গাছের ফল, বাহারি ফুল, শস্যবীজ এবং ফাইবারের সূক্ষ্ম ব্যবহারে গড়ে তোলা হচ্ছে রামরাজ্যের পটভূমি। গ্রামীণ শিল্পকলার সঙ্গে আধুনিক অলঙ্করণের এই মেলবন্ধন চোখ জুড়িয়ে দেবে দর্শনার্থীদের।

মণ্ডপের নান্দনিক ভাবনার সঙ্গে নিখুঁত সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হচ্ছে প্রতিমা। মাটির তৈরি এই প্রতিমায় রয়েছে খাঁটি সনাতনী রূপের স্পর্শ। মেদিনীপুরের প্রখ্যাত প্রতিমা শিল্পী কুশধ্বজ বেরার নিপুণ হাতে রূপ পাচ্ছেন মহামায়া। থিমের মূল বার্তার সঙ্গে দেবীর শান্ত অথচ তেজস্বী রূপকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী।

মণ্ডপের মেজাজ বজায় রাখতে আলোকসজ্জাতেও আনা হয়েছে বিশেষ আভিজাত্য। কৃত্রিম চড়া আলোর বদলে ব্যবহার করা হচ্ছে স্পটলাইট, এলইডি এবং স্নিগ্ধ 'ওয়ার্ম হোয়াইট' আলো। এই আলোর খেলা মণ্ডপের প্রাকৃতিক উপাদানগুলির সৌন্দর্য আরও বহুগুণ বাড়িয়ে তুলবে, যা দর্শনার্থীদের এক স্বর্গীয় প্রশান্তি দেবে।

প্রতি বছরের মতো এবারও মহাপঞ্চমীর দিনই পুজো মণ্ডপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হতে চলেছে। তবে এই পুজো কেবল দর্শনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; ক্লাবের পক্ষ থেকে সাধারণ দর্শনার্থী ও আমজনতার জন্য প্রতিদিন বিশেষ প্রসাদ বিতরণের সুব্যবস্থা রাখা হয়। এবারও তার কোনও ব্যতিক্রম হবে না।

ষষ্ঠী থেকে দশমী দেবী আরাধনা শেষে একাদশী বা দ্বাদশীর দিনে জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রার মাধ্যমে দেবী প্রতিমার নিরঞ্জন সম্পন্ন হবে বলে জানান পুজো উদ্যোক্তারা। সব মিলিয়ে, ৫৭-তম বর্ষে কলকাতার তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিটের এই মণ্ডপে রামরাজ্যের প্রশান্তি ও সনাতনী দেবীর দর্শন পেতে যে দর্শনার্থীদের ঢল নামবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।